নমো ভাগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চরিত।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

যশোহর মল্লিকপুরনিবাসী
বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন
সম্পাদিত।

উল্টাডিঙ্গি মেন রোড হইতে
এস, দাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৩৮।১ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, "ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেসে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৫।

নমো ভাগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চরিত।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

যশোহর মল্লিকপুরনিবাসী
বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন
সম্পাদিত।

উল্টাডিঙ্গি মেন রোড হইতে
এস, দাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৩৮।১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, "ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেসে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৫।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

উৎসর্গপত্র।

অশেষসদ্‌গুণবিরাজিত-আর্য্যকুলধুরন্ধর

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়

যশঃপ্রকাশীকৃতদিঙ্মণ্ডলেষু।

যিনি অশেষ গুণরাজির আধার, আর্য্যধর্ম্মে যাঁহার প্রবল অনুরাগ, আর্য্যশাস্ত্রে যাঁহার বলবতী আস্থা, তাঁহার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলেই হৃদয়ের পরিতোষ জন্মে এবং আত্মাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান হয়। এই কারণেই সমুৎসাহিতচিত্তে ভবদীয় পবিত্র নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

চির-আশ্রিত

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

দ্রুমিল কর্ত্তৃক উগ্রসেনপত্নী পদ্মাবতীর সতীত্বহরণ।

পুরাকালে মাথুরদেশে মথুরানাম্নী নগরীতে উগ্রসেন নামে যত্নবংশাবতংস পরবীর-নিসূদন এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি সকল ধর্ম্মার্থতত্ত্বের অভিজ্ঞ, বেদবিৎ, শ্রুতশীল, বলবান্, দাতা, ভোক্তা, গুণগ্রাহী ও গুণসকলের বিশেষজ্ঞ। তিনি ধর্ম্মানুসারে সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। বস্তুতঃ সেই মহাতেজা প্রতাপবান্ উগ্রসেন এবংবিধ বহুগুণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বৈদর্ভবিষয়বাসী পরমতেজস্বী সত্যকেতুর আত্মজা পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পদ্মাবতী সত্য ও ধর্ম্মপরায়ণা, সমুদায় স্ত্রীগুণে অলঙ্কৃতা এবং দ্বিতীয়া কমলার সদৃশী। তাঁহার লোচনযুগল পরম সুন্দর ও পদ্মের ন্যায় এবং বদনমণ্ডল কমলসন্নিভ। মহাভাগ উগ্রসেন তদীয় গুণপরম্পরায় পরমপ্রীত ও নিরতিশয় সুখী হইয়া সর্ব্বদা একত্রে বাস ও বিহার করিতেন। মহিষীর স্নেহ ও প্রণয়ে উগ্রসেন

যার পর নাই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ মহাভাগা পদ্মাবতী তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও পরম প্রীতি আকর্ষণ করিতেন। নরপতি পদ্মাবতী ব্যতিরেকে কখন ভোগসুখে বা আমোদ-প্রমোদে ব্যাপৃত হইতেন না। সেই রাজদম্পতী এইরূপে পরস্পর পরস্পরের স্নেহ, প্রীতি ও প্রণয় সমুদ্ভাবন পূর্ব্বক সুখে বাস করিতেন।

ঐ সময় রাজর্ষি সত্যকেতু মহিষীর সহিত একদা স্বীয় দুহিতা পদ্মাবতীকে স্মরণ পূর্ব্বক অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে আনয়নার্থ দূত পাঠাইয়া দিলেন। দূত নৃপীরেন্দ্র উগ্রসেন-গোচরে উপনীত হইয়া সাদরে নিবেদন করিল, "মহারাজ! রাজ বিদর্ভাধিপতি ভক্তি ও স্নেহে সম্ভাষণ পূর্ব্বক আত্মকুশল প্রেরণ এবং ভবদীয় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি কন্যাদর্শনে অভিলাষী হইয়া অতিশয় ঔৎসুক্য ও উৎকণ্ঠায় অবস্থান করিতেছেন। যদি পতিস্নেহ মাননা করেন, তাহা হইলে পদ্মাবতীকে প্রেরণ করুন্।"

নরেশ্বর উগ্রসেন দূতপ্রমুখাৎ সমস্ত শ্রবণ করিয়া, মহাত্মা সত্যকেতুর স্নেহ, প্রীতি ও দাক্ষিণ্য স্মরণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ প্রিয়তমা পত্নী পদ্মাবতীকে পাঠাইয়া দিলেন। পতিব্রতা পদ্মা পূর্ব্বগৃহ-প্রাপ্তিপূর্ব্বক পিতৃপূর্ব্ব কুটুম্বদিগকে দর্শন করিয়া পরম পুলকিতা হইলেন; মহারাজ বৈদর্ভও কন্যাকে সমাগত দেখিয়া নিরতিশয় হর্ষলাভ এবং বসনভূষণাদি দ্বারা তাঁহার যথাবিধি সংবর্দ্ধনা করিলেন। পতিব্রতা পদ্মাবতী পরমসুখে পিতৃগৃহে বাস, নিঃশঙ্ক হইয়া সখীগণের সহিত আমোদ-প্রমোদ এবং পরম পুলকিত হইয়া পুনরায় বালিকার ন্যায় গৃহে, বনে, তড়াগে, যেখানে সেখানে পূর্ব্ববৎ ক্রীড়া ও বিহার করিতে লাগিলেন। ফলতঃ পিতৃগৃহের

সুখ পতিগৃহে দুর্লভ, আর কদাচ এরূপ ঘটিবে না ভাবিয়া তিনি এইরূপ মোহভাবে সখীগণ সমভিব্যাহারে সর্ব্বদাই ক্রীড়া-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা মহাভাগা পদ্মা সখীগণ সমভিব্যাহারে কোন রমণীয় পর্ব্বতে গমন করিলেন, দেখিলেন, ঐ পর্ব্বত কদলীখণ্ডে মণ্ডিত; শাল, তাল, তমাল প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে অলঙ্কৃত এবং নানাবিধ ধাতুতে পরিপূর্ণ। উহার সর্ব্বত্র পবিত্রসলিল তড়াগ বিরাজিত। তাহাতে নানাবিধ জলজবিহঙ্গ কলধ্বনি সহকারে সন্তরণ করিতেছে। সুলোচনা পদ্মা স্ত্রীস্বভাবসুলভ চপলতার বশবর্ত্তিনী হইয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে সেই সরোবরে জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং কখন হাস্য ও কখন বা গান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল এইরূপে জলক্রীড়া করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বসনভূষণ ধারণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামার্থ শিলাপট্টে সমাসীন হইলেন। তদনন্তর গিরিবরের শৃঙ্গদেশে উঠিয়া তত্রত্য শোভা-দর্শনে লালসা বলবতী হইল। অমনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সখীগণ সমভিব্যাহারে গিরিশৃঙ্গে উঠিতে আরম্ভ করিলেন।

মহিষী গিরিবরের সানুদেশে সমুপস্থিত হইয়া তত্রত্য রমণীয় শোভা দর্শনে যার পর নাই বিমুগ্ধ হইলেন। দেখিলেন, দিব্য রম্ভা, পুষ্পিত চম্পক, সুনির্ম্মল মালতী-মল্লিকা, নিত্যপুষ্পশাখাসম্পন্ন পাটল, চারুগন্ধ মহাবৃক্ষ চন্দন, সরল, নারিকেল, পূগফল, রমণীয় খর্জ্জুর, ফলভারবিনমিত পনস, সুগন্ধোদ্‌গাররাজিত অগুরু, অগ্নিতেজঃসমদ্যুতি সপ্তপর্ণ, পুষ্পশোভিত কদম্ব, বিশালকায় জম্বু, নাগরঙ্গ, সিন্ধুবার, পিয়াল, শাল, তিন্দুক, উড়ুম্বর, কপিথ, লকুচ, পুষ্পগন্ধ, পুন্নাগ, ফলরাজ, রাজ, নীলবর্ণ শালমণি, সুবিশাল

তমাল, এবং অন্যান্য বিবিধজাতীয় ফলপাদপ সেই গিরিকানন ব্যাপ্ত, শোভিত ও আমোদিত করিতেছে। কোকিল প্রভৃতি মধুপানমুগ্ধ কলকণ্ঠ বিবিধজাতীয় পক্ষী ও ষট্পদগণের সুস্বর-নিনাদে তাহার চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত ও নানাপ্রকার মৃগগণে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ এবং বৃক্ষ হইতে ধরাতলে নিপতিত সুগন্ধি কুসুমসমূহে সর্ব্বতোভাবে আমোদিত। অধিকন্তু সেই বনরাজ গিরিকাননের সমন্তাৎ পুষ্পসৌগন্ধিপবিত্রিত হংসকারণ্ডবলীলা-শোভন, সলিলপূর্ণ, সুনির্ম্মল বাপী ও তোয়সৌরভস্থসেবিত সাগর-সদৃশ তড়াগ এবং হেমদণ্ডবিমণ্ডিত শুভ্রবর্ণ বিমান, কলস ও প্রাসাদসকল শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে অপ্সর ও কিন্নরগণ ক্রীড়া এবং ঋষিযতিবৃন্দ সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছেন।

এইরূপে মহিষী সখীগণ সমভিব্যাহারে গিরিকাননের শোভা সন্দর্শন পূর্ব্বক ইতস্তত: পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব সুষমাবলোকনে তাঁহার হৃদয় বিস্মিত, চমকিত ও বিমোহিত হইয়া উঠিল। সমন্তাৎ পরিভ্রমণ করিতে করিতে রাজমহিষী সখী সমভিব্যাহারে গিরিশৃঙ্গের এক নির্জ্জন স্থানে সমুপনীত হইলেন।

এই সময়ে ঘটনাচক্রে দুর্দ্দান্ত দানবরাজ দ্রুমিল রথারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া সমুপস্থিত হইল। এই মহাতেজা দুর্জ্জয় দানবপ্রবরই সৌভরাজ্যের অধীশ্বর। দানবরাজ রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গিরিপার্শ্বে রথসংস্থাপন করিয়া সারথি সমভিব্যাহারে গিরিশোভা সন্দর্শন করত ইতস্তত: পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। রাজমহিষী যে দিকে বিচরণ করিতেছিলেন, দ্রুমিল ভ্রমণ করিতে করিতে সেই দিকেই সমুপস্থিত হইল। অনতিদূর হইতে রূপলাবণ্যবতী ললনারত্ন দর্শন করিয়া তাহার

হৃদয় মদনশরে জর্জ্জরীভূত হইয়া উঠিল; সে বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে সেইদিকে নির্নিমেষে নেত্রপাত করিয়া রহিল। দুর্দ্দান্ত দানবরাজ দেখিল, ঐ রমণীরত্ন মকরধ্বজের সাক্ষাৎ সাহায্য, ক্রীড়ার নিধান, মূর্ত্তিমতী সুখসিদ্ধি ও সর্ব্বসমৃদ্ধির আধার এবং যেন বিশ্বমোহন-বিধানার্থই বিধাতা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার লোচন-যুগল কমলায়ত; বদনমণ্ডল পদ্মসদৃশ; মূর্ত্তি চামীকরপ্রতিমায়িত; কেশকলাপ সুচিক্কণ, সুনির্ম্মল, সুকুঞ্চিত, সাতিশয় সূক্ষ্ম, অতিমাত্র লম্বিত, সুগন্ধি কুসুমগুচ্ছে অলঙ্কৃত, নানাবিধ গন্ধলেপলিপ্ত ও সুন্দর নীলিমায় সুরঞ্জিত; সীমন্তমার্গে পরম রমণীয় মুক্তাফলমালা ও তদীয় মূলভাগে উদীয়মান দৈত্যগুরুর ন্যায় পরম সুন্দর ভাস্বর সুদিব্য তিলক এবং কলাপভাগে প্রদীপ্ত তেজোমণ্ডলিত মৃগনাভি। এই প্রকার তিলক ও মুক্তামালার সহায়তায় তদীয় বদনমণ্ডল জ্যোৎস্নাবিতানপরিরঞ্জিত সর্ব্বশোভাঢ্য পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিশ্বজনীন-মোহসম্পাদন পূর্ব্বক সাতিশয় শোভা পাইতেছে। অধিকন্তু চন্দ্র কলঙ্কী এবং নিত্য কলাহীন ও ক্ষীণ হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ রমণীরত্নের সেই বদনমণ্ডল সর্ব্বথা নিষ্কলঙ্ক, পরমপূর্ণ ও সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। পদ্ম তাহার গন্ধবিকাশ দর্শন করিয়া, কোনমতেই সুখ-লাভ করিতে পারে না; প্রত্যুত, তদীয় ভুবনবিসারী সুগন্ধ সমীরণ কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ প্রবাহিত দেখিয়া লজ্জায় জল আশ্রয় পূর্ব্বক সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছে। রতিদেবীও তাহাকে দূর হইতে অবলোকনমাত্র অতিমাত্র লজ্জিত ও শোকে অভিভূত হইয়া থাকেন। ফলতঃ, সেই সর্ব্বগুণবিভূষিতা পদ্মাননা বরবর্ণিনী মনো-হর ভাবসমবায়ে বিনির্ম্মিতা হইয়াছে সন্দেহ নাই। তদীয় অধরবিম্ব একে অরুণ, তাহাতে দশনরত্নবিনিঃসৃত হাস্যলীলায়

লাঞ্ছিত হওয়াতে শোভার পরিসীমা নাই। তাঁহার ভ্রূ সুন্দর, সুবর্ণ, শ্লক্ষ্ণ, বর্ত্তুল ও সুলক্ষণসম্পন্ন; করপদ্ম সুসদৃশ, সাতিশয় শীতল, দিব্য লক্ষণ ও পদ্মস্বস্তিকসংযুক্ত এবং পদ্মের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট; অঙ্গুলিসকল সরল, সূক্ষ্ম, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন; নখের অগ্রভাগ সাতিশয় তীক্ষ্ণ ও জলবিন্দুসন্নিভ; শরীরকান্তি পদ্মের ন্যায় প্রতীয়মান; সর্ব্বাঙ্গ পদ্মগন্ধে পরিপূর্ণ; পাদযুগল সুসূক্ষ্ম ও রক্তোৎপলসদৃশ; পাদাগ্রসম্ভব নখ-সকল রত্নজ্যোতির ন্যায় প্রতিভাত এবং সৎশাস্ত্রসমূহে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুরূপ লক্ষণাক্রান্ত। অধিক কি, সেই পদ্মিনী রূপসী মহিষী পদ্মাবতী পদ্মের ন্যায় প্রতিভায়িনী ও সর্ব্বসুলক্ষণে ভূষিতা এবং হার, কঙ্কণ, নূপুর, মেখলা, কটিসূত্র ও কাঞ্চী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিভূষণ, সুনীল পট্ট-বস্ত্র, সুদিব্য কঞ্চুক ধারণ ও পরিধান পূর্ব্বক লাক্ষাযোগে রঞ্জিত হইয়া, বারংবার সাতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছেন।

দৈত্যপতি সেই অপ্রতিমরূপরাশি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে দর্শন করিয়া চিন্তা করিল, এই ললনা মন্মথের রতি, বিষ্ণুর লক্ষ্মী, মহাদেবের পার্ব্বতী অথবা ইন্দ্রের শচী হইবেন। যেহেতু, ইনি সেইরূপই লক্ষিত হইতেছেন। ধরাতলে ইনি সমুদয় নারীকুলের অগ্রগণ্য এবং ইঁহার সদৃশী বা দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। যেরূপ নক্ষত্রমণ্ডলে চন্দ্র, যেরূপ পুষ্করষণ্ডে হংস, তদ্রূপ এই ভাবিনী সখীগণসমাজে শোভা পাইতেছেন। আহা! ইঁহার কি রূপ! কি লীলা! না জানি, এই চারুবৃত্তপয়োধরা সুলোচনা কে, কাহারই বা পরিগ্রহ?

দৈত্যপতি দ্রুমিল বরাননা পদ্মাকে দর্শন করিয়া ক্ষণকাল এই প্রকার চিন্তাকুল হইল। অনন্তর সুগম্ভীর জ্ঞানবলে জানিতে

পারিল, তিনি উগ্রসেনের দয়িতা ও অতিমাত্র পতিব্রতপরায়ণা; আত্মবীর্য্যে ইতর পুরুষের দুরধিগম্যা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। দ্রুমিল মনে মনে বলিতে লাগিল, উগ্রসেন অতিমূর্খ, সেই জন্য বরবর্ণিনীকে স্বীয় নগরী হইতে পিতৃগৃহে প্রেরণ করিয়াছে। সে নিশ্চয়ই ভাগ্যবঞ্চিত হইয়াছে। না জানি, মূঢ়মতি এই বরাননা ব্যতিরেকে কিরূপে জীবন ধারণ করিতেছে।

দ্রুমিল এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কামশরের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া পড়িল। পুনরায় চিন্তা করিল, এই পতিব্রতা পুরুষগণের সর্ব্বথা দুষ্প্রাপ্যা। কি প্রকারে আমি ইহাকে সম্ভোগ করি? দুরাত্মা মন্মথ আমাকে অতিমাত্র পীড়ন করিতেছে; তাহার তেজও অসামান্য। ইহাকে যদি অদ্য সম্ভোগ না করি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে।

দুর্ব্বৃত্ত দানব এই প্রকার চিন্তা করিয়া মনে মনে স্বার্থসিদ্ধির উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক মায়াবলে উগ্রসেনের রূপ ধারণ করিল। উগ্রসেনের যে প্রকার রূপ, অঙ্গ ও উপাঙ্গ সকল যে প্রকার, মায়াবলে অবিকল তদ্রূপ হইয়া, তাঁহার অনুরূপ স্বর, ভাষা, গতি, বয়স, বেশ ও বস্ত্র পরিগ্রহ করিল। অনন্তর উগ্রসেন সদৃশ দিব্য মাল্য, দিব্য অম্বর, দিব্যগন্ধানুলেপন ও দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত এবং সর্ব্বথা তন্ময় হইয়া অশোকচ্ছায়া আশ্রয় পূর্ব্বক পর্ব্বতশিখরে শিলাতলে আসীন হইল; অবশেষে বীণাদণ্ড গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিমোহন করত সুস্বর সঙ্গীত আরম্ভ করিল।

দুরাত্মা দ্রুমিল পদ্মাবতীর রূপে বিমোহিত হইয়া এইরূপে তালগানক্রিয়াযুক্ত, সপ্তস্বরসুশোভিত, সর্ব্বভাবসুসম্পন্ন, মহাসৌখ্য-বিধায়ক, সুন্দর স্বর ও লয়মিশ্রিত সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইলে সখীমধ্য-

বিহারিণী বরাননা বৈদর্ভী তাহা শ্রবণ করিলেন এবং কোন্ ধর্ম্মাত্মা এই গান করিতেছেন, জানিতে উৎসুক হইয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, একটী দিব্য পুরুষ পুষ্পমাল্য, অম্বর, দিব্যগন্ধানুলেপন ও সর্ব্বাভরণ-শোভায় বিভূষিত হইয়া উগ্রসেনরূপে সুশীতল শিলাতলে অশোক-চ্ছায়ায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে পতিব্রতা পদ্মাবতী চিন্তা করিলেন, "মদীয় পতি নিত্যধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা মাথুরেশ কি রাজ্য-ত্যাগ করিয়া ঈদৃশ দূরপথে আগমন করিয়াছেন?"

পদ্মাবতী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে পাপাত্মা দৈত্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিল, "তুমি আমার প্রিয়তমা, একাকিনী রহিয়াছ কেন?"

পদ্মাবতী চকিত, শঙ্কিত, লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া অধোবদনে ভাবিতে লাগিলেন, "নাথ এখানে কিরূপে আসিলেন? আমি পাপকারিণী ও দুরাচারিণী, একাকিনী বিচরণ করিতেছি। নিশ্চয়ই ইনি আমাকে তাড়না করিবেন।"

দুরাত্মা দানব আবার পদ্মাবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, প্রিয়ে! আইস, তোমা ব্যতিরেকে ক্ষণকালও আমি প্রাণধারণে সমর্থ নহি। তুমিই আমার জীবন এবং একমাত্র প্রিয়তমা। তোমার স্নেহে আমার নিরতিশয় সন্তোষ জন্মে। তোমাকে ত্যাগ করিতে কোনমতেই আমার সাহস হয় না।

পদ্মাবতী ঐরূপ অভিহিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জাবনত-বদনে তদীয় সকাশে সমাগত হইলেন। দুরাত্মা দৈত্য তাঁহাকে আলিঙ্গন ও একান্তে আনয়ন্ পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে সম্ভোগ করিল।

দৈত্যপতি দ্রুমিল স্বেচ্ছানুসারে সম্ভোগ করিল সত্য, কিন্তু

বরাননা বৈদর্ভী কামসঙ্কেতসুখ প্রাপ্ত হইলেন না। তাহাতে অতিমাত্র শঙ্কিত ও দুঃখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বস্ত্র পরিগ্রহ করিলেন এবং ক্রোধভরে সেই দৈত্যাধমকে কহিলেন, তুমি কে? তোমার আকার অতিশয় দারুণ, আচার নিতান্ত পাপময় এবং তোমার অন্তরে ঘৃণার লেশমাত্র নাই।

পদ্মাবতী দ্রুমিলকে এইরূপ বলিয়া দুঃখে একান্ত ব্যাকুল ও পীড়িত হইয়া উঠিলেন; ঘন ঘন তাঁহার দেহযষ্টি কম্পিত হইতে লাগিল। তখন তিনি দৈত্যকে শাপদানে সমুদ্যত হইয়া কহিলেন, দুরাত্মন্! তুমি মদীয় স্বামীবেশে সমাগত হইয়াছ এবং আমার পরম পতিব্রতধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়াছ; তুমি সুস্বর-সঙ্গীতে পাতিব্রত্য বিনাশ করিয়া আমার জন্মও বিফল করিলে। অতএব তোমার এ পাপের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য। আমি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কংসের জন্ম।

পদ্মাবতী শাপদানে উদ্যত হইয়া এই প্রকার সম্ভাষণ করিলে দৈত্যপতি তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, তুমি কি জন্য আমাকে শাপদনে উদ্যত হইয়াছ, বল। আমি এমন কি দোষ করিয়াছি যে, তুমি অভিশপ্ত করিবে? আমি পৌলস্ত্যের অনুচর দ্রুমিল-

নামা দৈত্য; দৈত্যাচারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। সমুদায় বেদার্থ, শাস্ত্রার্থ ও কলানিচয় আমার পরিজ্ঞাত আছে। এইরূপে আমি সকল বিষয়েই বিশেষজ্ঞ। আমাদের আচার-নিয়মও শ্রবণ কর। আমরা বলপূর্ব্বক পরস্ব ও পরদার ভোগ করিয়া থাকি। ফলতঃ, আমরা দৈত্য। সত্য সত্য বলিতেছি, সর্ব্বতোভাবে দৈত্যাচার বা জাতিভাবের অনুসরণ পূর্ব্বক সংসারমার্গে বিচরণ করি, প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণের ছিদ্র অন্বেষণ করি এবং নানাপ্রকার বিঘ্নযোগে তাঁহাদের তপোহানি সংঘটিত করি; এ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। অধিকন্তু, দেবদেব নারায়ণ, পতিব্রতা ধর্ম্মতৎপরা সাধ্বী রমণী এবং সুব্রাহ্মণ ইহাদিগকেই কেবল দূরে পরিহার করিয়া অধিষ্ঠান করি। কেন না, মহাত্মা বিষ্ণু, পতিব্রতা রমণী ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইহাঁদিগের তেজ সহ্য করা দৈত্যগণের অসাধ্য। রাক্ষসসহচর দানবগণ ঐরূপ পতিব্রতা, বিষ্ণু ও সুব্রাহ্মণের ভয়ে দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। ফলতঃ আমি দানবধর্ম্মানুসারে পৃথিবী-বিচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার কিছুমাত্র দোষ নাই। তবে তুমি কি জন্য শাপপ্রদানে অভিলাষিণী হইয়াছ?

পদ্মাবতী কহিলেন, তুমি আমার ধর্ম্ম কাম উভয়ই নষ্ট করিয়াছ। আমি পতিব্রতা, সাধ্বী, পতিকামা, তপস্বিনী এবং সর্ব্বথা স্বমার্গের অনুসারিণী। তুমি পাপ মায়াবলে আমাকে বিনষ্ট করিলে। সেইজন্য অদ্য তোমাকে দগ্ধ করিব সন্দেহ নাই।

দ্রুমিল কহিল, যদি তোমার অভিরুচি হয়, ধর্ম্মবিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। অগ্নিবিদ্ ব্রাহ্মণের যে ধর্ম্ম, তাহা অবধান কর। যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা অগ্নিতে আহুতি দেন এবং কখন অগ্নিত্যাগে

উদ্যত নহেন, তিনিই অগ্নিহোত্রী এবং উত্তরোত্তর বিজয়ী হন। বরাননে! ভৃত্যধর্ম্মও অবধান কর। যে ভৃত্য প্রতিনিয়ত কায়, মন ও বাক্যে শুদ্ধ, জ্ঞানবলে বিদ্বেষ পরিহার ও ভক্তিপূর্ব্বক অগ্রে অবস্থান করে, সেই পুণ্যভোক্তা প্রকৃত ভৃত্য বলিয়া পরিগণিত। অন্যান্য ধর্ম্মও অবধান কর। যে গুণবান্ পুত্র সবিশেষ বিবেচনা সহকারে কায়মনোবাক্যে পিতামাতার প্রতিপালন করে, তাহার নিত্য গঙ্গাস্নানফললাভ হয়; অন্যথা করিলে নিঃসন্দেহ পাপভাগী হইয়া থাকে। যে রমণী কায়মনোবাক্যে প্রতিদিন স্বামীর শুশ্রূষা করে, ভর্ত্তা রুষ্ট হইলে প্রতিরোষে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রীতিভাব প্রদর্শন করে, স্বামী তাড়না করিলেও দোষ গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করে এবং পতির সকল কর্ম্মেই পুরোবর্ত্তিনী হয়, সেই রমণীই পতিব্রতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পিতা পতিত, বহুদোষে লিপ্ত এবং কুষ্ঠী বা ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও যে পুত্র তাঁহাকে ত্যাগ না করিয়া সেবা করে, তাহার পরমলোকে ও বিষ্ণুর সেই পরমপদে অধিষ্ঠান হয়। এইরূপে ভৃত্য প্রভুর উপাসনা করিলে তদীয় প্রসাদে ইন্দ্রলোকে গমন করে। ব্রাহ্মণ অগ্নিত্যাগ না করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন; কিন্তু অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হইলে বৃষলীপতি বলিয়া অভিহিত হয়। ভৃত্যও স্বামী ত্যাগ করিলে স্বামীদ্রোহী হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব পিতা, অগ্নি ও স্বামী ত্যাগ করা বিধেয় নহে। যে ব্রাহ্মণ পুত্র বা ভৃত্য ও অগ্ন্যাদি ত্যাগ করে, তাহার নারকী গতি-প্রাপ্তি হয়। যদি শ্রেয়োলাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে স্ত্রী কদাচ পতিত, ব্যাধিত, বিকল, কুষ্ঠী, সর্ব্বধর্ম্মহীন ও বহুপাতকলিপ্ত পতিকে ত্যাগ করিবে না। যে রমণী স্বামীত্যাগ পূর্ব্বক অন্য-

চারিণী হয়, সে সর্ব্বধর্ম্মবহিস্কৃতা পুংশ্চলী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। পতি উপরত হইলে যে নারী লোভপরায়ণা হইয়া গ্রাম্য ভোগ ও শৃঙ্গারাদিতে সংসক্ত হয়, তাহাকেও লোকে পুংশ্চলী বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

অধুনা দানব, রাক্ষস ও প্রেতগণ কি কারণে সৃষ্ট হইল, তাহাও বলি, শ্রবণ কর। যেরূপ ব্রাহ্মণগণ দানবমধ্যে, পিশাচমধ্যে রাক্ষসগণও সেইরূপ। তাহারা প্রোক্ত সকল ধর্ম্মার্থ অধ্যয়ন করে, সকলেই সকল অবগত আছে ও তাহার ব্যবহারও করিয়া থাকে। কেবল মানবগণ অজ্ঞানবশতঃ বিধিহীন অনুষ্ঠান এবং অবৈধতা বশতঃ অন্যায় পথে বিচরণ করে। যে নরাধমগণ ঐরূপ বিধিহীন ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, আমরা নিরতিশয় দণ্ড সহকারে তাহাদের শাসন করিয়া থাকি। তুমি নিতান্ত নির্ঘৃণ ও দারুণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ। কি জন্য গার্হস্থ্য ত্যাগ করিয়া অনায়াসে এখানে আগমন করিলে বল? রে দুষ্টে! কার্য্যে তোমার কিছুমাত্র পতিদৈবনিষ্ঠতা নাই। তুমি স্বামিত্যাগ করিয়া কি কারণে এই বিজনসঙ্গ অবলম্বন করিয়াছ এবং নিতান্ত ঘৃণাশূন্য হইয়া শৃঙ্গারভূষণ ও বেশবিন্যাস পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছ? তুমি কি জন্য এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে, বল? তুমি একাকিনী নিঃশঙ্কিতা হইয়া অম্লানবদনে গিরিকাননে বিচরণ করিতেছ। সেই জন্য আমি তোমাকে মহদ্দণ্ডে শাসন করিলাম। ফলতঃ তুমি দুষ্টা ও অধর্ম্মচারিণী; পতিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ। তোমার পতিদৈবত্ব কোথায়, প্রদর্শন কর। তুমি পুংশ্চলী, সেই জন্য স্বীয় স্বামীর নিকট হইতে একাকিনী চলিয়া আসিয়াছ। পৃথক্ শয্যাগ্রহণ করিলেই নারীজাতি পুংশ্চলী বলিয়া পরিগণিত হয়। রে নির্লজ্জে! রে

নির্ঘৃণে! রে দুষ্টে! আবার সম্মুখীন হইয়া কি বলিতেছ? অন্ত তোমার বলবীর্য্যপরাক্রম প্রদর্শন কর।

পদ্মাবতী কহিলেন, রে অসুরাধম! শ্রবণ কর। পিতা স্নেহ বশতঃ আমাকে পতিগৃহ হইতে আনয়ন করিয়াছেন। তাহাতে পাতক-সম্ভাবনা কোথায়? আমার মন সর্ব্বদা সেই পতির প্রতি আসক্ত এবং আমি সর্ব্বদা পতিরই ধ্যান করিয়া থাকি। কাম, লোভ, মোহ বা মাৎসর্য্য প্রযুক্ত তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসি নাই, তুমি পতিরূপ ধারণ করিয়াই ছলক্রমে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছ। আমি স্বামী-বোধেই তোমার সম্মুখীন হইয়াছি। রে নরাধম! এক্ষণে তোমার মায়া জানিতে পারিয়াছি। অতএব একমাত্র হুঙ্কারে তোমাকে ভস্মীভূত করিব।

দ্রুমিল কহিল, শ্রবণ কর। যাহাদের চক্ষু নাই, তাহারাই দেখিতে পায় না। তুমি ধর্ম্মনেত্রবিহীন হইয়াছ, কিরূপে আমাকে জানিতে পারিবে? যে সময় তোমার পিতৃগৃহে মন ধাবিত হয়, সেই সময়েই তুমি পতিভাব ত্যাগ করিয়া ধ্যানে মুক্ত হইয়াছ এবং সেই সময়েই তোমার জ্ঞানচক্ষু বিনষ্ট ও হৃদয় স্ফুটিত হইয়া যায়। তুমি জ্ঞানচক্ষুবিহীন হইয়া কিরূপে আমাকে জানিতে পারিবে? যাহা হউক, সংসারে কে কাহার মাতা, কে কাহার পিতা, কে কাহার ভ্রাতা ও বান্ধব? সর্ব্বস্থানে স্ত্রীলোকের পতিই এক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নরাধম এই বলিয়া সাহাস্য-আস্যে পুনরায় বলিল, রে পুংশ্চলি! তোমা হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই। তোমার ক্রোধে আমার কি হইতে পারে? তুমি বৃথা তর্জ্জন করিতেছ। এক্ষণে মদীয় গেহে মনসুখে ভোগসম্ভোগ করিবে চল।

পদ্মাবতী কহিলেন, রে পাপ! রে নির্ঘৃণ! কি বলিতেছিস্? এখান হইতে দূর হ। আমি পতিব্রতপরায়ণা; সর্ব্বথা সতীভাবের অনুসরণ করি। যদি পুনরায় এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিস্, দগ্ধ করিয়া ফেলিব।

মহিষী এই প্রকার কহিলে দৈত্য তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে বসিয়া পড়িল এবং অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কহিল, শুভে! আমি তদীয় উদরে স্বীয় অমোঘ বীর্য্য নিক্ষেপ করিয়াছি। তাহাতে ত্রৈলোক্যবিক্ষোভণ পুত্র সমুৎপন্ন হইবে।

দুরাচার দৈত্য এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। দুরাত্মা পাপীয়ান্ দানব প্রস্থান করিলে নৃপনন্দিনী সাতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

উগ্রসেনমহিষী এইরূপে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে তদীয় সখীগণ তাহা শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রে! কি জন্য রোদন করিতেছ, কি হইয়াছে বল। তোমার ত কোন অভদ্র ঘটে নাই? যিনি এইমাত্র প্রিয়ে বলিয়া আশ্বাস করিলেন, তোমার স্বামী সেই মথুরাধীশ কোথায় গেলেন?" তখন পদ্মাবতী বারংবার রোদন করিয়া অতিমাত্র দুঃখভরে সমুদায় নিগূঢ় বৃত্তান্ত তাহাদের গোচর করিলেন এবং অতিশয় কম্পিত হইতে লাগিলেন। সখীগণ তাঁহাকে তদবস্থায় পিতৃগৃহে লইয়া গিয়া মাতার সমক্ষে সমুদয় নিবেদন করিল। দেবী শ্রবণ করিয়া পতিমন্দিরে গমন ও দুহিতৃবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত তাঁহার গোচর করিলেন। রাজা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং যানাচ্ছাদন পূর্ব্বক কন্যাকে পরিচারিকা সমভিব্যাহারে মথুরায়

পাঠাইয়া দিলেন। বস্তুতঃ পিতামাতা এইরূপেই পুত্রীর দোষ আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন।

এদিকে পদ্মাবতী প্রিয়মন্দির প্রাপ্ত হইলে ধর্ম্মাত্মা উগ্রসেন তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া অতিশয় পুলকিত হইয়া কহিলেন, বরাননে! তোমা ব্যতিরেকে আমি জীবনধারণে কখনই সক্ষম হই না। তোমার ভক্তি, সত্যনিষ্ঠতা, সদ্‌গুণ, শীলতা, পতিনিষ্ঠা ও বিশুদ্ধচারিত্র্যে আমি অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি।

নৃপোত্তম উগ্রসেন প্রিয়তমা পত্নীকে পূর্ব্বোক্তরূপ সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিহারসুখে মগ্ন হইলেন। ঐ সময়ে সর্ব্ব-লোকভয়াবহ দারুণ গর্ভ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বৈদর্ভী স্বকীয় গর্ভকারণ অবগত ছিলেন। তিনি তদ্দর্শনে দিবানিশি চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই দুষ্ট পুত্রে আমার প্রয়োজন কি? এই ভাবিয়া তিনি গর্ভপাতের ঔষধ-চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে ব্যাপৃতা হইলেন এবং তজ্জন্য নানাবিধ উপায়ও কল্পনা করিলেন। তথাপি সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর গর্ভ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অনন্তর ঐ গর্ভ মাতা পদ্মাবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মাতঃ! তুমি কি জন্য দিন দিন ঔষধচেষ্টায় ব্যথিত হইতেছ? আয়ু পুণ্যবলে বর্দ্ধিত ও পাপপ্রভাবে ক্ষীণ হইয়া থাকে। লোকে স্বীয় কর্ম্মবিপাক বশতঃ আপনিই মৃত ও জীবিত হয়। এইজন্য কেহ আমগর্ভে পতিত, কেহ অপক্ক অবস্থাতেই গত, কেহ জাত-মাত্রেই উপরত এবং কেহ কেহ যৌবনে মৃত্যুর কবলিত হইয়া থাকে। ফলতঃ সকলেই কর্ম্মবিপাকবশতঃ জীবিত ও উপরত হয়। আমি কে, তাহা তোমার পরিজ্ঞাত নাই। মহাবল কালনেমিকে দর্শন বা তাহার নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবে। ঐ

দানব ত্রিলোকের ভয়াবহ এবং দেবাসুর-মহাযুদ্ধে ভগবান্ নারায়ণ কর্ত্তৃক নিহত হয়। আমি কালনেমির সেই শক্রর নির্যাতনার্থ ত্বদীয় উদরে অবতরণ করিয়াছি। অতঃপর তুমি এই দুঃসাহস পরিহার কর।” এই বলিয়া সে বিরত হইল। তদবধি বৈদর্ভী উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া, মনের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

পদ্মাবতীর অন্তরের মালিন্য কিছুতেই দূর হইল না। মনে মনে দিবানিশি ভাবিতে লাগিলেন, “হায়! আমি অসতী, কুল দূষিণী এবং যার পর নাই পাপকারিণী। যখন দুর্দ্দান্ত দানব পতিরূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইল, আমি অভাগিনী তখন কিছুতেই তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। পতিবিবেচনায় মোহবশে অন্ধীভূত হইলাম, পতিজ্ঞানে তদীয় অঙ্কে আরূঢ় হইবার বাসনা হইল; হায়! তাহার স্বর শ্রবণ করিয়া কামবশে তখন বুঝিতে বা চিনিতে পারিলাম না। কন্দর্পহতকই আমার সর্ব্বনাশসাধন করিল। দুরাত্মার অসাধ্য কিছুই নাই। দুর্জ্জয় তেজস্বী কন্দর্প ঋষিসত্তম ঋষি ও দেবসত্তম দেবতাকেও জয় করিতে পারে। আমি কোন্ ছার! অবলা রমণী তাহার নিকট অতি সামান্য পদার্থ। নারীশরীরেই সর্ব্বদা দুরাত্মা কন্দর্পের বাস। ভালে, কণ্ঠে, নেত্রে, কুচাগ্রে, নাভিতে, কটিতে, পৃষ্ঠে, জঘনে, যোনিমণ্ডলে, অধরে, দশনে ও কুক্ষিতে এইরূপে নারীর অঙ্গে ও উপাঙ্গে সর্ব্বত্রই দুরাত্মা কন্দর্পের অধিষ্ঠান। নারীর তত্তৎপ্রদেশ আশ্রয় করিয়াই দুরাচার কাম পুরুষগণের বলপৌরুষ হরণ করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ অবলা নারী কামের শরসম্পাতে আহত ও সন্তপ্ত হইয়া সুরূপ সুগুণ পিতা, ভ্রাতা বা অন্য আত্মীয়-

বান্ধবকে দর্শন করিলেও চলনেত্রা ও উৎকুলহৃদয় হইয়া উঠে; তখন তাহারা পাতকচিন্তাতেও পরাঙ্মুখ হয়; তৎকালে তাহাদিগের যোনি স্পন্দিত ও স্তনাগ্রও পুলকিত হইয়া উঠে। ফলতঃ অবলাগণের কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান নাই। সুতরাং এ অবস্থায় পতিরূপধারী দুরাত্মা দানবকে দেখিয়া আমি বিমোহিত হইব, তাহাতে বিচিত্র কি?

হায়! আমরা মোহবশে অন্ধীভূত হইয়া অসার দেহকে সার বলিয়া বিবেচনা করি। বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ, চন্দনাদি লেপন এবং তাম্বূলজ প্রভৃতি অন্যান্যবর্ণ দ্রব্যে চিত্রিত করিলেই দেহের তারুণ্য অভিরূপসম্পন্ন, রসাদি সেবন করিলেই মাংসসমষ্টি বর্দ্ধিত, অঙ্গসকল আপ্যায়িত ও বিস্তৃত এবং অভ্যঙ্গাদির অনুষ্ঠান করিলেই সৌকুমার্য্য সম্পাদিত হয়। এইরূপে রক্ত মাংস উভয়ের সংযোগে দন্ত, স্তন, বাহু, কটি, পৃষ্ঠ, উরু, হস্ত ও পদ শরীরের এই সকল উপাঙ্গ ও অঙ্গ বর্দ্ধিত ও স্বরূপতালাভ করে। এইরূপ কৃত্রিম দেহ মনুষ্যলোকে কি জন্য শোভা পায়, বলিতে পারি না। এই দেহ বিষ্ঠামূত্রের কোষমাত্র এবং তজ্জন্য অতিশয় অপবিত্র ও জুগুপ্সিত। জলবুদ্‌বুদের ন্যায় তাহার আবার রূপবর্ণনা কি? যাবৎ পঞ্চাশদ্বর্ষ এই দেহের দৃঢ়তা, অনন্তর দিন দিন ক্ষয় হইয়া থাকে। তৎকালে দন্তসকল শিথিলিত, মুখ লালাক্লিন্ন, দর্শনশক্তি বিলুপ্ত, কর্ণ বধিরায়িত, গতি শক্তি তিরোহিতা এবং হস্তপদ অবসাদিত হয়। অধিকন্তু জরার নিষ্পীড়ন জন্য দেহ ক্ষমতাহীন ও দিন দিন শুষ্ক হইয়া যায়। অত্যুচ্চ পাদপ ও পর্ব্বত সকলও কালবশে পীড়িত ও পতিত হইয়া থাকে। ভূতগণের অবস্থাও সেইরূপ। হায়! আমরা এই অকৃত্রিম দেহ, নশ্বর সৌন্দর্য্য ও

ক্ষণস্থায়ী রূপের মোহে বিমোহিত হইয়া পদে পদে অসীম যাতনা উপভোগ করিতেছি। পাপের যাতনা অহরহঃ হৃদয় দগ্ধীভূত করে। আমি মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।" পদ্মাবতী এইরূপ সুদুঃসহ চিন্তায় আকুল হইয়া অতিকষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দশমাস অতীত হইলে সেই মহাগর্ভ সাতিশয় পুষ্ট হইয়া, মহাতেজ মহাবল পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হইল। এই পুত্রই কংস। এই কংসই পরিশেষে বাসুদেবহস্তে নিহত হইয়া নিঃসংশয়িত মোক্ষপদ লাভ করে।

তৃতীয় অধ্যায়।

কংস কর্ত্তৃক উগ্রসেনকে কারারুদ্ধকরণ।

কংস ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মথুরাপুরী আনন্দকোলাহলে পরিপূর্ণ হইল; উগ্রসেনের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি রাজধানীতে মহামহোৎসবের আয়োজন করিলেন। অনাথ ও দীনদুঃখীরা অজস্র দান প্রাপ্ত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

অনন্তর নরপতি উগ্রসেন নবজাত শিশুর মুখচন্দ্রমাদর্শনাভিলাষে পুলকিত-হৃদয়ে সূতিকাগারে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। পুত্রের মুখদর্শনমাত্র উগ্রসেনের

হৃদয় শঙ্কাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার অন্তর অবসন্ন হইয়া পড়িল; তিনি বিষণ্ণ-হৃদয়ে সূতিকাগার হইতে প্রত্যাগত হইলেন।

তদনন্তর উগ্রসেন নানাদেশ হইতে বহুদর্শী বিচক্ষণ দৈবজ্ঞ-গণকে আনয়ন করিয়া নবজাত শিশুর শুভাশুভ-গণনায় অনুমতি প্রদান করিলে গণকগণ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে গণনা করিয়া দিলেন; কিন্তু গণনার ফল শ্রবণ করিয়া উগ্রসেনের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। কি করিবেন, বিধিলিপি অখণ্ডনীয় ভাবিয়া মনকে প্রবোধ প্রদান করিলেন।

এদিকে নবজাত শিশু দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। শৈশবসময় অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই তাহার দেহে দানবপ্রকৃতির লক্ষণ-সকল পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। বাল্যকালে যে সকল সমবয়স্ক সঙ্গী ছিল, কাহারও সহিত রাজ-পুত্রের সৌহার্দ্দ বা সদ্ব্যবহার রহিল না; কুমার আত্মীয়স্বজনের প্রতি মমতারহিত হইল, বালকস্বভাবে যে হৃদয়প্রীতিকরী মধুরিমা থাকে, তাহার কিছুই তাহাতে পরিদৃষ্ট হইল না। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কুমার এরূপ উগ্রপ্রকৃতি হইয়া উঠিল যে, রাজ্যবাসী সক-লেই যেন তাহাকে কণ্টকস্বরূপ বিবেচনা করিতে লাগিল। তাহাকে শাসন করা উগ্রসেনেরও অসাধ্য হইয়া উঠিল। যথা-কালে এই দুর্জ্জয় পুত্র কংস নামে অভিহিত হইয়া যার পর নাই উচ্ছৃঙ্খল গতি প্রাপ্ত হইল।

দেখিতে দেখিতে কংসের যৌবনকাল সমুপস্থিত। তখন সে এরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল যে, তাহার দৌরাত্ম্যে অন্ধক, ভোজ ও যদুবংশীয়গণের রাজ্যে বাস করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। প্রজা-বৃন্দের ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি উৎপীড়ন দেখিয়া উগ্রসেন পুত্রকে

দমন করিবার যথেষ্ট প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কোন ফললাভ হইল না।

এদিকে ধেনুক, ভৌম, বক, মুষ্টিক, প্রলম্ব, চাণূর, দ্বিবিদ, বাণ, অরিষ্ট প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত দানবশ্রেষ্ঠগণ আসিয়া কংসের সহিত যোগদান করিল। তাহাদের সহিত দুর্ব্বৃত্ত কংসের বিলক্ষণ সদ্ভাব সংস্থাপিত হইল। সেই সকল দুরাচারগণের সহিত মিলিত হইয়া, তাহাদিগের সহায়তায় দুর্জ্জয় কংস স্বীয় পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল। মথুরার রাজসিংহাসন কংসের করতলগত হইল।

কংস সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া নানারূপ অভাবনীয় অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলে, রাজ্যবাসী সকলেই যার পর নাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল; তাহার আসুরিক ব্যবহার দর্শনে সকলে স্তম্ভিত ও কম্পিত হইতে লাগিল; সাহস করিয়া কেহই দুরাচারের প্রতিকূলে কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইল না। সকলেই কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট দুরাচার কংসের অধঃপতন কামনা করিতে লাগিল।

এই প্রকারে কংস একান্ত বলদৃপ্ত হইয়া সকলের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে অগত্যা অনেকে আর সহ্য করিতে না পারিয়া রাজ্যত্যাগ পূর্ব্বক কেরল, পাঞ্চাল, বিদর্ভ, কুরু, বিদেহ, শাল্ব, কেকয় প্রভৃতি রাজ্যে গমন পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন।



চতুর্থ অধ্যায়।

কংসের উৎপীড়নে মথুরার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মন্ত্রণা।

মাথুর-রাজ্যের চারিদিকে অনেকগুলি জনপদ বিদ্যমান। তন্মধ্যে গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন প্রভৃতি কয়েকটী সুপ্রসিদ্ধ। ঐ সকল জনপদের অধীশ্বরেরা মথুরাপতির করদরূপে অধিবসতি করিতেন। তত্রত্য অধিবাসীরা হলচালন ও গোপালন দ্বারা আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সেই সকল জনপদের অধীশ্বরেরাও প্রজাগণের তত্তৎকার্য্যে আন্তরিক সহানুভূতি, আনুকূল্য ও উৎসাহ প্রদান করিতেন। ঐ সমস্ত জনপদের অধীশ্বরেরা মথুরারাজ্যের সামন্তনৃপতিরূপে গণনীয়।

দুরাচার কংসের উৎপীড়নে প্রপীড়িত হইয়া সামন্তনৃপতিগণ যার পর নাই উদ্বেজিত হইয়া উঠিলেন; কিরূপে কংসের অধঃপতন হইবে, কিরূপে এই বিষম দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তিলাভ করিবেন, এই চিন্তাই তাঁহাদিগের হৃদয়ে বলবতী হইল। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, দৈববল ভিন্ন আর কিছুতেই এ দুর্ব্বৃত্ত কংসের উপদ্রব-নিবারণ হইবার সম্ভব নাই। সে

উপায় করিতে হইলে ভগবানের আরাধনা ভিন্ন আর কোন পথ নাই। তবে ইহার মধ্যে একটী কথা আছে। ভগবানের প্রসাদে এই বিষম কণ্টক উদ্ধৃত হইলে কাহাকে মথুরার সিংহাসনে অধিরূঢ় করা যায়?

এইরূপ পরামর্শ হইতে হইতে নানারূপ তর্ক উঠিতে লাগিল; যাঁহার যেরূপ অভিপ্রায়, তিনি সেইরূপ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে এই মীমাংসা স্থির হইল যে, মথুরেশ্বরের জামাতা মহামতি বসুদেবের ঔরসজাত পুত্রই প্রকৃত সিংহাসনের অধিকারী। অধিকন্তু বসুদেবের ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ, উদার-চেতা, উদারাশয় মহাত্মা অতি বিরল; বংশগৌরবেও তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। এ অবস্থায় তাঁহার পুত্রকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা যুক্তিসম্মত ও ন্যায়ানুগত সন্দেহ নাই।

এইরূপ পরামর্শ স্থির হইলে ভগবানের আরাধনার উদ্দেশে মহান্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল। সকলে একাগ্রহৃদয়ে ভগবানের ধ্যানে ও আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

কংসের নিপাতসাধন ও বসুমতীর ভারাপনোদনার্থ ভগবানের অবতারগ্রহণে স্বীকার।

বসুমতী সতী দুরাচার কংসের দুর্ব্বহভার সহ্য করিতে না পারিয়া যার পর নাই পরিক্লিষ্টা হইয়া উঠিলেন। এদিকে কংসের

উৎপীড়ন-নিবারণার্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক মহান্ যজ্ঞের আয়োজনও হইল; সুধাময় হরিনামসংকীর্ত্তনে প্রেমিকগণের হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে লাগিল। তখন পরমকারুণিক ভগবান্ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া দৈববাণীচ্ছলে সকলকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। আকাশবাণী শ্রবণমাত্র সকলের হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল; অচিরে সকলের মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে বুঝিতে পারিয়া সকলেই আনন্দে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আকাশবাণীর মর্ম্ম এই যে, দয়াময় ভগবান্ হরি বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া কালশক্তি দ্বারা বসুমতীর ভার বিদূরিত করিয়া দিবেন। বসুমতীর পত্নী দেবকী দেবীর অষ্টমগর্ভেই এই অবতারের আবির্ভাব হইবে। সেই সন্তান হইতেই সকলের সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ হইবে, বসুমতী বিষম ভার হইতে উদ্ধার লাভ করিবেন, দুষ্টের দমন হইবে, শিষ্টের পালন হইবে এবং জগৎসংসার শান্তিসলিলে সুখসন্তরণ করিবে সন্দেহ নাই।

আকাশবাণী শ্রবণ মাত্র যেন সকলের হৃদয় হইতে দুঃখশেল সমুৎপাটিত হইল। সকলেই ভাবিলেন, কৃপাময়ের কৃপায় আশু জগতে ধর্ম্মের বিজয়পতাকা সমুড্ডীন হইবে। এইরূপ সুখের আশায় বিভোর হইয়া সকলেই সতৃষ্ণনয়নে সেই অনাদি অনন্ত পরমপুরুষের আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিয়া উদ্গ্রীব রহিলেন।



ষষ্ঠ অধ্যায়।



নারদের সহিত কংসের কথোপকথন এবং বসুদেব-দেবকীর কারাবাস।

ভগবান্ জনার্দ্দন কংসের বিনাশসাধনার্থ ধরাতলে আবির্ভূত হইবেন জানিয়া দেবর্ষি নারদের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। স্বার্থ থাকুক আর নাই থাকুক, একের গুপ্তমন্ত্রণা অন্যের কাছে যতক্ষণ না প্রকাশ করেন, ততক্ষণ নারদের শান্তি নাই, হৃদয় স্থির হয় না, ইহাই তাঁহার স্বভাব। সুতরাং তিনি এই সংবাদ-প্রদানের জন্য ত্বরিতগতিতে অবনীতলে মথুরাপুরে সমুপস্থিত হইলেন। দেবর্ষিকে দর্শনমাত্র কংস ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিল।

দেবর্ষি সুখোপবিষ্ট হইয়া ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে মধুর-বচনে কংসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মথুরেশ্বর! আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়াই আগমন করিতেছি। একটী ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া দ্রুত না আসিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। অসুরগণের সংহারের জন্য দেবতারা প্রাণপণে যত্নবান্ হইয়াছেন। শুনিলাম, তোমাকে বিনাশ করিবার অভিলাষে বিষ্ণু স্বয়ং ধরাধামে

অবতীর্ণ হইবেন। তোমার কনিষ্ঠা সহোদরা দেবকীর অষ্টমগর্ভে তাঁহার আবির্ভাব হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। যাহাতে এই ঘটনা বিদিত হইয়া পূর্ব্ব হইতে তুমি সাবধান হইতে পার, আত্ম-রক্ষার উপায় স্থির করিয়া রাখিতে সমর্থ হও, সেই জন্যই তোমার নিকট সংবাদপ্রদানার্থ আমি উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে যাহাতে তোমার নিজের কল্যাণ সাধিত হয়, তুমি তাহার উপায়বিধান কর। আমি বিদায় হই।

দেবর্ষি প্রস্থান করিলে কংস মনে মনে বিবেচনা করিল, নারদ কলহপ্রিয় ও ভেদশীল; একের মন্ত্রণা অপরের নিকট প্রকাশ করাই উহার স্বভাব। বিশেষতঃ কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া বলাই উহার কার্য্য। উহার কথা গ্রাহ্য-যোগ্য নহে।

কংস মনে মনে এইরূপ বলিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ কেমন এক প্রকার অচিন্তনীয় আশঙ্কায় নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তাহার অন্তরের উদ্বেগ এত বৃদ্ধি পাইল যে, সে আর কিছুতেই সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। সে মনে মনে স্থির করিল, এ বিষমকণ্টক সমূলে উৎপাটন করাই বিধেয়। মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া সুতীক্ষ্ণ-তরবারি-হস্তে দ্রুতগতি দেবকী-সমীপে উপস্থিত হইল এবং সবলে ভগিনীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক রোষভরে বলিল, “পাপীয়সি! তুই আমার কালস্বরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিস্, তুই আমার মৃত্যুর একমাত্র হেতুভূত। তোর্ গর্ভজাত সন্তান হইতেই আমার মৃত্যুর আশঙ্কা; অতএব তোকে ইহলোক হইতে দূর করাই আমার পক্ষে আশু-কর্ত্তব্য। নচেৎ কিছুতেই আমার শান্তিলাভের আশা নাই।”

পত্নীর সঙ্কটাবস্থা দেখিয়া বসুদেবের হৃদয় কম্পিত হইল। তিনি ব্যস্তসমস্তভাবে অগ্রসর হইয়া মধুরবচনে কংসকে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, বীরবর! তুমি ভোজবংশের চূড়ামণি, সর্ব্বত্র তোমার যশঃপতাকা উড্ডীয়মান। তুমি গুণবান্, মহাতেজা ও কীর্ত্তিশালী; সামান্য নারী-হত্যা করিয়া হস্ত কলুষিত করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। দেখ, জীব যখন জন্মগ্রহণ করে, মৃত্যু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আগমন করিয়া থাকে; একদিন সকলকেই ইহধাম হইতে প্রস্থান করিতে হইবে। কেহই মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। এই দেহ নাশ হইলে কর্ম্মফলে জীবকে অন্য দেহ ধারণ করিতে হয়, ইহাই বিধির চিরন্তন নিয়ম। জীব অবিদ্যাবশেই মোহে অভিভূত থাকে। মোহাচ্ছন্ন হইয়াই জীব আপনার মঙ্গলের পথ দেখিতে পায় না। যিনি আত্মকল্যাণকামনা করেন, পরের প্রতি হিংসা করা তাঁহার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। হিংসা করিলে পরিণামে আত্মহিংসার পথ পরিষ্কার করা হয়, ইহা বিবেচনা করা বুদ্ধিমানের একান্ত কর্ত্তব্য। ইহধাম হইতে প্রস্থান করিলে পরলোকে কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়, ইহা তোমার অবিদিত নহে; পরকালে যে বিষম যমযন্ত্রণার ভয় আছে, তাহা স্মরণ করা জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। তুমি বিবেচক, তত্ত্বদর্শী; দেবকী তোমার কনিষ্ঠা সহোদরা; দেখ, এই অবলা তোমার ভয়ে অচেতনপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। ইহার উপর নিষ্ঠুরাচরণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি যে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া ইহাকে বধ করিতে সমুদ্যত হইয়াছ, ইহা তোমার ভ্রান্তিমাত্র। যদিও ইহার গর্ভজাত সন্তান হইতে তোমার অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে যাহাতে সেই ভয় দূর হয়,

আমি তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছি। ইহার গর্ভে যখন যে কোন পুত্রের জন্ম হইবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব, তুমি তাহাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা হয়, করিও. আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে তোমার আর কোন আশঙ্কারই সম্ভাবনা থাকিবে না।

মহামতি বসুদেবের সান্ত্বনাবাক্যে এবং উপদেশে দুর্ম্মতি কংস ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল; উত্তোলিত কৃপাণ আবার কোষমধ্যে সংরুদ্ধ করিল; কিন্তু বসুদেব ও দেবকীকে স্বাধীন-ভাবে অবস্থিতি করিতে না দিয়া দুরাচার তাঁহাদের উভয়কেই কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিল। চারিদিকে বিশালদেহ প্রহরীগণ দিবানিশি প্রহরীকার্য্যে নিযুক্ত হইল। এইরূপে বসুদেব ও তৎ-পত্নী দেবকী দেবী কংসের কারাগারে বন্দী অবস্থায় মনের ক্লেশে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

দেবকীর গর্ভসঞ্চার।

যথাকালে বসুদেবের ঔরসে দেবকী প্রথমগর্ভ ধারণ করিলেন। দুরাচার কংসের নিকট তৎক্ষণাৎ সংবাদ প্রেরিত হইল। কংস প্রহরীগণকে সতর্কভাবে থাকিতে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক বলিল,

"সাবধান, দেবকীর গর্ভে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আমাকে সংবাদ দিতে বিলম্ব করিও না।" প্রহরীরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া দিবানিশি কারাগারের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক সতর্কভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতীত হইতে লাগিল। দেবকী পূর্ণ-গর্ভবতী হইলেন। যথা-সময়ে তাঁহার গর্ভে একটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। দুরাচার কংস সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই সদ্যোজাত সন্তানটীকে লইয়া অম্লানবদনে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। এই প্রকারে দেবকীর গর্ভে ক্রমান্বয়ে ছয়টী সন্তান জন্মগ্রহণ করে, ছয়টীই দুরাচার মথুরেশ্বরের হস্তে প্রদত্ত ও তৎকর্ত্তৃক নিষ্ঠুররূপে নিহত হয়।

সন্তানের বিয়োগে বসুদেবের হৃদয় একান্ত কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়িল; দিবানিশি তাঁহার নয়নযুগল হইতে শোকাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; মনের কষ্ট মনোমধ্যে বিলীন রাখিয়া কারাগারে দিনপাত করিতে লাগিলেন। বসুদেবের দ্বিতীয়া পত্নীর নাম রোহিণী। রোহিণী দেবী কারাগারে আসিয়া পতির সেবশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

কালসহকারে পুনরায় দেবকীর গর্ভসঞ্চার হইল। গর্ভলক্ষণ দেখিয়া বসুদেবের শোকের পরিসীমা রহিল না। তিনি বিলাপ-বাক্যে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, 'হায়! দেবকীর গর্ভসঞ্চারে কোন সুফলেরই প্রত্যাশা নাই। যদি ইহার পরিবর্ত্তে রোহিণীর গর্ভলক্ষণ দৃষ্ট হইত, তাহা হইলে বংশরক্ষার উপায় হইত, হৃদয়ে আনন্দলাভ করিতে পারিতাম।" উভয় পত্নীই পতির

মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "প্রভো! আমাদিগের পতির মনোরথ পরিপূর্ণ কর। তুমি দয়াময়। লোকে তোমাকে বিপদ্‌ভঞ্জন ও ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু বলিয়া ডাকিয়া থাকে। আমরা জীবনে তোমা ভিন্ন আর কাহা-কেও জানি না। আর কত দিন আমাদিগকে এরূপ দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে?"

অহো! ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তির মহিমা কে বুঝিতে সক্ষম হয়? কে তাঁহার বৈচিত্র্যময়ী লীলার গূঢ় রহস্য অনুভব করিতে পারে? করুণাময়ের করুণায় অচিরেই রোহিণী গর্ভধারণ করি-লেন; অনুমান হইল যেন, দেবকীর গর্ভ সংকর্ষণপ্রভাবে রোহি-ণীর জরায়ুমধ্যে আকৃষ্ট ও সংপ্রতিষ্ঠিত হইল। অধিকন্তু রোহিণী যেমন গর্ভধারণ করিলেন, অমনি দেবকীরও গর্ভপাত হইয়া গেল। সকলেই জানিল, দেবকীর সপ্তমগর্ভ নষ্ট হইয়া গেল; কিন্তু বসুদেবের মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, করুণাময় ভগবান্ কৃপা করিয়া দেবকীর গর্ভস্থিত ভ্রূণরক্ষার জন্য আকর্ষণ পূর্ব্বক রোহি-ণীর গর্ভে সংস্থাপন করিলেন।

এদিকে রেহিণীদেবী গর্ভধারণ করিলেন বটে, কিন্তু কংসভয় স্মরণ করিয়া বসুদেবের হৃদয় কম্পিত হইল। কি জানি, দুরাত্মার অসাধ্য দুষ্কর্ম্ম পৃথিবীতে কিছুই নাই। এইরূপ নানা আশঙ্কায় আশঙ্কিত হইয়া বসুদেব রোহিণীকে নন্দগোকুলে গমন করিতে আদেশ করিলেন; তদনুসারে রোহিণী গর্ভবতী অবস্থায় নন্দ-গোকুলে গিয়া গোপনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দেবকী ও রোহিণী ভিন্ন বসুদেবের আরও অনেকগুলি পত্নী

বিদ্যমান ছিলেন; কংসের দৌরাত্ম্য দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ও ভীতিবিত্রস্ত হইয়া উঠিল; তাঁহারাও মথুরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ নিজ অভিমত স্থানে পলায়ন পূর্ব্বক গোপনে বাস করিতে লাগিলেন।

দেবকীর সপ্তম গর্ভ নষ্ট হইল বটে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পুনরায় গর্ভ ধারণ করিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব গর্ভ অপেক্ষা এবার গর্ভের অপরূপ লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহার অঙ্গযষ্টি দিব্য জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; তৎকালীন তদীয় অপরূপ দিব্য রূপলাবণ্যের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি পতিত হইত, তিনিই বিস্মিত ও চমকিত হইয়া উঠিতেন।

দেবকীর পুনরায় গর্ভসঞ্চার হইয়াছে শুনিয়া দুর্ম্মতি কংস একদিন কারাগারে ভগিনীর নিকট সমুপস্থিত হইল। দেবকীর দিকে দৃষ্টিপাতমাত্র তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না; ক্ষণকাল সে নির্নিমেষলোচনে সহোদরার দিকে নেত্রপাত করিয়া থাকিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, অহো! দেবকীব দেহে যেরূপ অপরূপ দীপ্তি বিকাশ পাইতেছে, ইতিপূর্ব্বে মুহূর্ত্তের জন্যও এরূপ অভূতপূর্ব্ব দিব্য দীপ্তি আমার নয়নগোচর হয় নাই। বোধ হয়, আমার প্রাণবিনাশের জন্য হরি ইহার গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন। যাহা হউক, এখন কি করিলে আমার শ্রেয়োলাভ হইবে? যদি দেবকীকে সংহার করি, নারীহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়, ভগিনীহত্যাপাপে অভিভূত হইতে হয়, শ্রী বিনষ্ট হইবার সম্ভব, অধিকন্তু পরমায়ুর হ্রাস হইয়া যাইবে। কেবলমাত্র হিংসালিপ্ত প্রাণধারণ করা জীবন্মৃতের তুল্য। তাদৃশ পাতকী যতদিন বসুধামণ্ডলে বিদ্যমান থাকে, ততদিন অকীর্ত্তির পাত্র হয় সন্দেহ

নাই। ইহলোকে ত এইরূপ, পরকালেও তাহার নিস্তার নাই, ভীষণ নরকযন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হয়।

মনে মনে এইরূপ অন্দোলন করিয়া দানবপ্রকৃতি কংস নারী-হত্যায় ক্ষান্ত হইল। মনে করিল, ইহার গর্ভে সন্তান জন্মিলে সেই বৈরীকে বিনাশ করাই শ্রেয়ঃ। এই ভাবিয়া দেবকীনন্দনের জন্মের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। তাহার হৃদয় সর্ব্বদাই চিন্তাকুল, শঙ্কিত ও অধীর হইয়া রহিল; মুহূর্ত্তের জন্যও সে শান্তিলাভে সমর্থ হইল না। ভোজন, শয়ন, ভ্রমণ, রাজকার্য্য-পরিদর্শন সকল সময়েই কেবল তাহার এই চিন্তা—কখন্ দেবকীনন্দনের আবির্ভাব হয়। চিন্তায় চিন্তায় সে যেন জগৎসংসার তন্ময় দেখিতে লাগিল; সে একপ্রকার বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য হইল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন, গোকুল প্রভৃতি জনপদ মথুরারাজ্যের অন্তর্ভূত। গোপপতি নন্দ প্রতি বৎসর করপ্রদানার্থ কংসালয়ে উপস্থিত হইতেন; এবারও সেই উপলক্ষে মথুরায় আগমন করিলেন। গোপরাজ নন্দ বসুদেবের পরম সখা; নন্দ যখনই মথুরায় আগমন করিতেন, বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইতেন না; এ যাত্রাতেও আসিয়া বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গোকুলে রোহিণীর গর্ভে একটী পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে, নন্দের মুখে এই সংবাদ পাইয়া বসুদেবের আনন্দের পরিসীমা রহিল না; তিনি বন্ধুপ্রবর নন্দের হস্তে সেই পুত্রের লালনপালনভার সমর্পণ করিলেন। নন্দের মুখে বসুদেব এ কথাও শুনিলেন যে, এতদিনের পর যশোদা সতী গর্ভধারণ করিয়াছেন; প্রসবেরও অধিক বিলম্ব নাই; আসন্ন-

প্রসবা যশোমতী দুই চারি দিনের মধ্যেই প্রসূতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভব।

উভয় বন্ধুতে নানাকথাপ্রসঙ্গে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইল। অনন্তর গোপরাজ বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নিজধামে প্রস্থান করিলেন। তখন বসুদেবের হৃদয় আবার চিন্তাজালে সমাবৃত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, দুরাচার কংসের দৌরাত্ম্যনিবারণার্থ যে বিশালযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, কতদিনে তাহার ফলোদয় হইবে, কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। আমার যতগুলি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, দুরাত্মা সকলেরই প্রাণ বধ করিল। এখন কি কর্ত্তব্য? দৈববাণী স্মরণ করিলে স্পষ্টই ধারণা হয়, দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান হইতেই আমাদের আশা ফলবতী হইবে, সংসার পরিত্রাণ লাভ করিবে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হইবে। ফলতঃ এবার দেবকীর গর্ভলক্ষণ দেখিয়া হৃদয়েও অনেক আশার সঞ্চার হয়। দেবকীর অঙ্গে যেরূপ অলৌকিক দিব্য লক্ষণসমূহ লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ইঁহার গর্ভে অসাধারণ পুরুষের আবির্ভাব হইবে।

মহামতি বসুদেব এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাবীসন্তানের কল্যাণকামনায় একান্তহৃদয়ে ভগবানের ধ্যান ও স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বসুদেব কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমাকে নমস্কার। হে মধুসূদন! তোমাকে নমস্কার! হে সর্ব্বলোকেশ! তোমাকে নমস্কার। হে তিগ্মচক্রধারিন্! তোমাকে নমস্কার। অহো! ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ বিশ্বমূর্ত্তি, মহাবাহু, বরদ, সর্ব্বতেজঃসম্পন্ন এবং বিদ্যা ও অবিদ্যাত্মক বিভু; তাঁহাকে নমস্কার। তিনি আদি-

দেব, মহাদেব, বেদবেদাঙ্গপারগ, সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে কোটি কোটি প্রণাম। অহো! ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ কখন বিশ্বমূর্ত্তি, কখন মহামূর্ত্তি, কখন বিদ্যামূর্ত্তি, কখন বা ত্রিমূর্ত্তিধারী। তিনি সকল দেবতার কবচস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার। সেই দেবের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, বিশাল ভুজ, আমি সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। সেই দেব শরণ্য এবং শরণস্বরূপ; তিনিই সনাতন বিষ্ণু, তাঁহার কান্তি নীলমেঘের তুল্য, হস্তে চক্রাস্ত্র বিরাজমান, তাঁহাকে নমস্কার। সেই দেব শুদ্ধ, সর্ব্বগত, নিত্য, আকাশরূপী এবং ভাব ও অভাব হইতে নির্ম্মুক্ত, তাঁহাকে নিরন্তর নমস্কার করি। হে ভগবন্। হে অচ্যুত! তোমা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই আমার দৃষ্টিগোচর হয় না, আমি এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব ত্বন্ময় দর্শন করিতেছি। হে ত্রিলোকপতে! তুমি সর্ব্বশক্তিময়, তুমি নিখিল বিশ্বচরাচরের অধীশ্বর, তোমার ইচ্ছায় বিশ্বসংসারের সৃষ্টিস্থিতিলয়কার্য্য সমাধান হইতেছে। তুমি ত্রিগুণের অতীত, তোমার আদি অন্ত কিছুই নাই। তুমি পরমপুরুষ, পিতামহের পিতামহ ও বিধাতা। তোমার মহিমা অনন্ত ও অপার। আমরা তোমার গুণের কি ব্যাখ্যা করিব? তোমার প্রসাদেই সুদারুণ অসুরভয় বিদূরিত হইয়া থাকে; আমরা সকলেই তোমার সৃষ্ট ও সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়। তোমার প্রসাদ লাভ করিলে সর্ব্ববিধ বিঘ্ন ও বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। হে আদিনাথ! তুমি স্বয়ং সত্য ও ধর্ম্মের আশ্রয়। নিখিল বিশ্বচরাচর তোমা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তুমি সত্বাদি গুণত্রয়ের অতীত হইয়াও সর্ব্বগুণের প্রতিপালক এবং আদ্যন্তবিহীন হইয়াও ত্রিলোকের আদি ও অন্তস্বরূপ। তুমি যদি সত্য ও সাধুতার

পুরস্কার এবং গুণরাশির গৌরব না করিবে, তাহা হইলে এ সংসারে আর কে তাহাদিগের আদর করিবে? ধর্ম্ম আর কাহার আশ্রয় লইবে? সত্যকে কে প্রতিপালন করিবে? হে ভূত-ভাবন! তোমারই প্রসাদবলে সাধুগণ সত্যে ও ধর্ম্মপথে বিচরণ করেন, তোমারই অনুকম্পায় কোন কোন ব্যক্তি সকলের দুর্জ্জেয় হইয়া উঠে, তোমারই অনুগ্রহে সর্ব্বলোকাতিশায়িনী গৌরব-লক্ষ্মী প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে ভক্তবৎসল! ভক্তের প্রতি তোমার অনুগ্রহের সীমা নাই; আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অকৃত্রিম অপার অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। হে মাধব! তুমি প্রসন্ন হইলেই দেবকীর গর্ভস্থ শিশুর রক্ষাবিধান হয় সন্দেহ নাই। অধিক আর কি বলিব, একান্তহৃদয়ে পুনঃ পুনঃ তোমাকে নমস্কার করি।

মহামতি বসুদেব এইরূপে ভগবানের স্তব করিয়া তদ্গত-চিত্তে সেই বিভুপদে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহারই অনুধ্যানে নিরত হইলেন। এইরূপেই সে দিন অতিবাহিত হইল।

অষ্টম অধ্যায়।

—*—

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম।

দেখিতে দেখিতে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইল। দেবকী সতী আসন্নপ্রসবা হইলেন। এদিকে ভাদ্রমাস সমুপস্থিত। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি।

জয়ন্তীযামিনীতে রোহিণীনক্ষত্রের উদয়; অশ্বিনী অভিজিৎসংযুক্ত-ভাবে পরিদৃষ্ট। রাত্রি দুই প্রহর। অকস্মাৎ এই সময়ে জগৎ-সংসার যেন মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিল। দিঙ্মণ্ডল প্রসন্ন হইয়া উঠিল, গগনমণ্ডলে তারকারাজি সমুজ্জ্বলরূপে দীপ্তি বিকাশ করিতে লাগিল, স্রোতস্বতীসলিল দর্পণবৎ স্বচ্ছ হইল; প্রত্যেক জলাশয় কমলদলে সুশোভিত হইল; বিকসিত কুসুমস্তবকে পাদপশির শোভা পাইতে লাগিল, সুস্নিগ্ধ মলয়ানিল প্রবাহিত হইয়া জীবগণকে সুখপ্রদান করিতে আরম্ভ করিল। ঈদৃশ বিজয়মুহূর্ত্তে শেষ রাত্রে দেবকীর গর্ভ হইতে ভগবান্ হরি প্রাদুর্ভূত হইলেন; যেন পূর্ব্বদিক্ হইতে পূর্ণচন্দ্রমার অভ্যুদয় হইল।

নবশিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার অলৌকিক রূপলাবণ্য দেখিয়া বসুদেবের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি নির্নিমেষ-লোচনে চিত্রার্পিতবৎ একদৃষ্টে শিশুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। দেখিলেন, শ্রীবৎসচিহ্নে শিশুর বক্ষঃস্থল পরিশোভিত, করে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজমান, চরণকমল ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নে চিহ্নিত। শিশুর অলৌকিক রূপ দেখিয়া বসুদেব মনে মনে চিন্তা করিলেন, হায়! এখন উপায় কি? যে শিশুর রূপ-দর্শনমাত্র হৃদয়দ্বার সমুদ্ঘাটিত হয়, যাহাকে দর্শনমাত্র অন্তর-তিমির সমূলে বিনাশ পায়, যাহার অলৌকিক লাবণ্য দর্শনে জীবমাত্রেই বিমোহিত হয়, কোন্ প্রাণে তাদৃশ হৃদয়রত্নকে দুরাচার কংসের করালকরে সমর্পণ করিব? ভগবন্! তুমিই নিরুপায়ের উপায় এবং অশরণের একমাত্র শরণ; তুমি ইহার উপায়বিধান না করিলে মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের আর গত্যন্তর নাই।

হৃদয়মন্দিরে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া মহাগীতি বসুদেব এইরূপ

চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, ইত্যবসরে নন্দরাজের কথা তাঁহার স্মৃতি-পথে সমুদিত হইল। দৈবই যেন তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, ভয় কি? দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনার্থ যিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, বসুমতীর ভারাপনোদনই যাঁহার একমাত্র ব্রত, পাপের বিনাশ ও পুণ্যের সংস্থাপনই যাঁহার উদ্দেশ্য, জগতে কোন্ বিঘ্নবাধা বা অন্তরায় তাঁহার অনিষ্টসাধন করিতে সমর্থ হয়?

হৃদয়মন্দিরে এইরূপ ভাবের উদয় হওয়াতে বসুদেবের হৃদয়বল যেন দশগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল; তিনি শিশুকে গোকুলে নন্দগৃহে স্থানান্তরিত করিতেই দৃঢ়সংকল্প হইলেন। মনে মনে ইহাও ভাবিলেন যে, যদি গোকুলে কোন সদ্যোজাত শিশু পাওয়া যায়, আমার শিশুর পরিবর্ত্তে তাহাকে লইয়া আসিব; তাহা হইলে আর দুরাচার কংস হইতে কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকিবে না। মনে মনে এই সংকল্প স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ শিশুটীকে অঙ্কোপরি গ্রহণ করিলেন।

অহো! ভগবানের বিচিত্র লীলা হৃদয়ঙ্গম করা মানবের সাধ্যাতীত। বসুদেবের মনোরথ-পরিপূরণের অভিলাষেই যেন দয়াময় ভগবান্ তৎক্ষণাৎ প্রকৃতির গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে গগনমণ্ডল ঘনঘটাজালে সমাবৃত হইল; সমন্তাৎ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; মধ্যে মধ্যে সৌদামিনীর ক্ষণস্থায়ী বিকাশে জীবজন্তুর হৃদয় ভীতিবিত্রস্ত হইয়া উঠিল। ভীষণ দুর্যোগের লক্ষণ দেখিয়া কারাগৃহের প্রহরীরা নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রাদেবীর অঙ্কে বিশ্রামলাভ করিল। তাহাদিগের বিশ্বাস, ঈদৃশ দুর্যোগে কাহারও গৃহবহির্গমনের সম্ভাবনা নাই। প্রহরী-গণকে গাঢ়নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া মহামতি বসুদেব সেই

সুযোগে শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে কারাগার হইতে বহির্গত হইলেন।

ভগবানের লীলা বিচিত্র। যখন বসুদেব শিশুক্রোড়ে পথে নিঃশব্দপদসঞ্চারে বহির্গত হন,তখন মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতেছিল। পাছে শিশুর অঙ্গে জলবিন্দু নিপতিত হয়, এই আশঙ্কায় অনন্তদেব স্বীয় ফণামণ্ডল বিস্তৃত করিয়া শিশুর মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। ঘোরা রজনী ; চারিদিক্ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ; সহজে পথনিরূপণ করা কঠিন ; এই ভাবিয়া ধর্ম্মরাজ স্বয়ং শৃগালরূপ পরিগ্রহ করিয়া পথ দেখাইয়া দেখাইয়া বসুদেবের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে যমুনাও আপনার তরঙ্গবেগ হ্রাস করিয়া দিলে বসুদেব অনায়াসে নিরুদ্বেগে যমুনা পার হইয়া নন্দব্রজে সমুপস্থিত হইলেন।

যৎকালে বসুদেব নন্দালয়ে উপস্থিত হন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণেই যশোদা দেবীর গর্ভে একটী মনোহারিণী কন্যারত্ন জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ; যশোদা তখনও অচেতনাবস্থায় শয্যায় শয়ানা রহিয়াছেন ; গোকুলের গোপকুল সকলেই নিদ্রায় অচেতন। বোধ হইল যেন, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ পরমভাগবত বসুদেবের মনোরথপরিপূরণার্থই এইরূপ সুযোগ সংঘটিত করিয়া দিয়াছেন। উপযুক্ত অবসর দেখিয়া বসুদেবের আনন্দের পরিসীমা রহিল না ; তিনি যশোদার শয্যাপার্শ্বে আপন শিশুটীকে স্থাপন পূর্ব্বক তদীয় কন্যারত্ন লইয়া ত্বরিতপদে মথুরায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে গগনমণ্ডল পরিষ্কার হইল ; বারিবর্ষণও নিবৃত্ত হইয়া গেল।

যামিনী প্রভাতা। পূর্ব্বাশা তরুণ-অরুণরাগে রঞ্জিতা হইল।

এদিকে কংসও দেবকীর প্রসবসংবাদ শ্রবণ করিয়া দ্রুতপদে সূতিকাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। সহোদরকে দেখিবামাত্র দেবকীর নয়নকমল হইতে অবিরলধারে শোকাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি গলদশ্রুলোচনে ধীরবচনে কংসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাই! এটী পুত্র নহে, কন্যা জন্মিয়াছে। তুমি বুদ্ধিমান্, নারীহত্যা করা তোমার ন্যায় বিচক্ষণের অকর্ত্তব্য। আমার ছয়টী সন্তানই একে একে তোমার হস্তে নিহত হইয়াছে, এটীকে আমি তোমার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি; কনিষ্ঠা সহোদরার প্রতি প্রসন্ন ও অনুকূল হইয়া এই প্রার্থনাটী পরিপূর্ণ কর, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।"

পতিপরায়ণা দেবকী এইরূপে বিনয় সহকারে সহোদরের নিকট প্রার্থনা করিয়া কন্যাটীকে বক্ষোমধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন; অবিরল অশ্রুধারায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হইতে লাগিল; কিন্তু ক্রূরমতি দুরাচার কংসের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও দয়ার সঞ্চার হইল না। তাহার হৃদয় পাষাণ, স্বার্থসাধনই তাহার মূলমন্ত্র, স্নেহ-মমতা তাহার হৃদয় হইতে একেবারেই বিদূরিত হইয়াছে। দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তানকে সে নিজ হস্তে বধ করিবে, ইহাই তাহার সংকল্প। সুতরাং ভগিনীর রোদনে দৃক্‌পাত ও করুণ-বচনে কর্ণপাত না করিয়া দুরাচার সবলে দেবকীর ক্রোড় হইতে শিশুকন্যাকে আকর্ষণ করিয়া লইল এবং তাহার পদদ্বয় ধরিয়া শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিতে সমুদ্যত হইল।

অহো! দৈবের কি বিচিত্র গতি। কংস যার পর নাই পাষাণহৃদয় নিষ্ঠুর সত্য, শত শত নৃশংসকার্য্যানুষ্ঠানেও তাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে না সত্য, কিন্তু কন্যাটীকে শিলা-

পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিবার সময় তাহার চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল, হৃদয়ে যেন নির্ব্বেদের সঞ্চার হইল। তাহার বোধ হইল যেন, মায়াদেবী অপূর্ব্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখে বিরাজমানা রহিয়াছেন। দেবী অষ্টভুজা ; ধনু, শূল, বাণ, বর্ম্ম, অসি, খড়্গ, চক্র ও গদাতে সেই অষ্টভুজ পরিশোভিত। দেবীর দেহ রত্নালঙ্কার, দিব্যাম্বর, গন্ধানুলেপন ও দিব্যমাল্যে বিমণ্ডিত ; সিদ্ধচারণাদি সকলে পূজোপহারহস্তে চারিদিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ; সকলের বদনবিবর হইতেই দেবীর স্তুতিবাদ বিনির্গত হইতেছে।

এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শনে কংসের হৃদয় ভীতিবিত্রস্ত হইয়া উঠিল। সে যেন শুনিতে পাইল, মায়াদেবী জলদগর্জ্জনে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "রে পাপিষ্ঠ ! অকারণ শিশুহত্যা করিয়া পাপভার বৃদ্ধি করিতেছিস্ কেন ? কালের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ নহে, কালের করালচক্রে সকলকেই নিষ্পেষিত হইতে হইবে। যাঁহার হস্তে তোর্ মৃত্যু অবধারিত আছে, তিনি যেখানেই থাকুন না, আসন্নকালে তাঁহার হস্তেই তোর্ পতন নিশ্চয়। বৃথা শিশুহত্যা করিয়া পাপভার বৃদ্ধি করিস্ না, নিরপরাধ শিশুর প্রাণদণ্ড করিয়া কোন ফল নাই।"

এই কথা কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র কংসের হৃদয় যেন বিহ্বলপ্রায় হইয়া উঠিল, সে আত্মজ্ঞানশূন্যপ্রায় হইয়া পড়িল। তাহার মন এইরূপ বিহ্বল ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইত্যবসরে বোধ হইল; কে যেন সেই সদ্যোজাতা কন্যাটীকে তাহার হস্ত হইতে টানিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ তিরোধান প্রাপ্ত হইল।

তখন যেন কংসের স্বভাব ও হৃদয় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া

গেল; সে বসুদেব ও দেবকীসমীপে সমুপস্থিত হইয়া অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল, হৃদয়সন্তাপে সন্তপ্ত হইয়া অনুনয় সহকারে বলিতে লাগিল, শুন বসুদেব! শুন ভগিনি! তোমাদের ন্যায় আত্মীয় আমার আর কেহ নাই; আমি স্বার্থে অন্ধ হইয়া পিশাচের ন্যায় দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি: তোমাদের শিশুসন্তানগুলির প্রাণসংহার করিয়া কি কুকর্ম্ম করিয়াছি, বলিতে পারি না। সকলই অদৃষ্টের লিখন। যাহা হইয়াছে, এখন আর তাহার জন্য অনুশোচনা করা বৃথা। তোমরা দুঃখ করিও না, হৃদয় হইতে শোক দূর কর। পৃথিবীতে দৈবের অধীন হইয়া সকলকেই চলিতে হয়, পূর্ব্বজন্মে যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পরজন্মে তদনুসারে কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়, ইহাই বিধিনির্দ্দিষ্ট। 'হায়! আমি হত হইলাম, আমি একজনকে বধ করিয়াছি', অজ্ঞ ব্যক্তিরাই এইরূপ বিবেচনা করে। দেহের নাশ হয় বটে, কিন্তু আত্মার নাশ নাই; এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর পরিগ্রহ করে। সংসারচক্রের গতি অতি বিচিত্র; প্রকৃত জ্ঞানোদয় ভিন্ন ঐ চক্রের নিষ্পেষণ হইতে উদ্ধারলাভের সম্ভাবনা নাই। বসুদেব! তোমাকে আর অধিক কি বলিব, তুমিই আমার আত্মীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহা স্মৃতিপথ হইতে দূর করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও; আমি তোমাদের উভয়ের নিকট করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

সহোদরের এইরূপ চিত্তপরিবর্ত্তন দেখিয়া এবং তাহার মুখে এইরূপ অনুতাপসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবকীর হৃদয় অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইল। তিনি কংসের প্রতি প্রসন্নভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; বসুদেবও ক্রোধভাব বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নানা-

ষিধ শাস্ত্রতত্ত্ব বুঝাইয়া কংসের হৃদয়তৃপ্তিবিধানের চেষ্টা করিলেন। তখন কংস তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সভাতলে প্রস্থান করিল। দুরাত্মার মন বারেকমাত্র ধর্ম্মপথের দিকে অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ স্থায়িত্বলাভ করিল না। দুষ্ট মন্ত্রিগণের কুমন্ত্রণায় তাহার হৃদয় আবার পূর্ব্বভাবে পরিণত হইল; আবার হিংসা, দ্বেষ ও কুটিলতায় তাহার হৃদয় জর্জ্জরিত হইতে লাগিল; আবার পাপানুষ্ঠানই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া পাপাত্মার হৃদয়ে ধারণা বদ্ধমূল হইল।

নবম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসব।

এদিকে নন্দগোকুলে আনন্দের পরিসীমা নাই। রজনীপ্রভাতে দিব্য সন্তান জন্মিয়াছে দেখিয়া নন্দ ও যশোদা অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। গোপরাজ নন্দ কর্ত্তৃক বিচক্ষণ বহুদর্শী বিপ্রগণ আহূত হইয়া নবজাত শিশুর কল্যাণকামনায় স্বস্ত্যয়নাদি শুভকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যথাবিধি জাতকর্ম্ম পরিসমাপ্ত হইল; পিতৃগণের ও দেবগণের উদ্দেশে যথাশাস্ত্র পূজার অনুষ্ঠানেও ত্রুটি হইল না। ঋত্বিক্‌গণ আশাতীত অর্থ প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট-হৃদয়ে নবজাত কুমারের প্রতি অজস্র আশীর্ব্বর্ষণ করিতে লাগিলেন; চারিদিকেই আনন্দধ্বনি সমুত্থিত

হইয়া গগনমণ্ডল প্রতিনাদিত করিতে লাগিল। অসংখ্য অসংখ্য সূত ও মাগধাদি সমুপস্থিত হইয়া স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; অসংখ্য অসংখ্য গায়ক আসিয়া মঙ্গলগাথা গান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণকুহর তৃপ্ত করিতে লাগিল; নর্ত্তকীগণ হাবভাব-বিলাসসহকারে মধুর-নর্ত্তনে দর্শকবৃন্দের মনোহরণ করিতে আরম্ভ করিল; সমন্তাৎ মুহুর্ম্মুহুঃ ভেরী, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদিত্রবাদনে ব্রজগোকুল যেন কোলাহলময় হইয়া উঠিল; চারিদিকে ধ্বজ, পতাকা, চেলপট্ট, মাল্য প্রভৃতি উড্ডীন, সমুড্ডীন ও সংস্থাপিত হওয়াতে ব্রজধামের শোভার পরিসীমা রহিল না। গাভী, বৎস ও বৃষগণের গাত্র তৈল-হরিদ্রায় অভিষিক্ত হইল; গোপকুল নানাবিধ বসনভূষণে বিভূষিত হইয়া অপরূপ বহুমূল্য উপায়ন-হস্তে নন্দগৃহে উপস্থিত হইতে লাগিল। নবকুমারের মুখচন্দ্রমা দর্শন করিয়া হৃদয়-মন পরিতৃপ্ত করিবে, সকলেরই এই উদ্দেশ্য, এই বাসনা, এই আকিঞ্চন। হীরকরত্নাদি অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত হইয়া গোপাঙ্গনাগণ নন্দগৃহে আগমন পূর্ব্বক "দীর্ঘজীবী হও" বাক্যে নবকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

গোপকুল ও গোপিকাগণের আনন্দোৎসব ক্রমে ক্রমে এরূপ বৈচিত্র্যধারণ করিল যে, সকলেই যেন হর্ষভরে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল; তৎকালে সকলেই যেন আত্মহারাপ্রায় হইয়া পড়িল। সকলেই পরস্পরের গাত্রে হরিদ্রাচূর্ণ, তৈল ও বারিসেক-প্রক্ষেপ-রূপ মহামহোৎসবে মাতিয়া উঠিল; গোপিকাগণ পুলকপূর্ণ-হৃদয়ে মধুর সঙ্গীতনাদে ব্রজধাম প্রতিনাদিত করিয়া তুলিল। গোপগণও হর্ষভরে পরস্পর পরস্পরকে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও জল দ্বারা অভিষিক্ত করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রীড়োৎসব এত বৃদ্ধি পাইল যেন

দধির হোলী, দুগ্ধের হোলী, ঘৃতের হোলী, নবনীতের হোলী ও জলের হোলীক্রীড়া বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

এই উৎসব উপলক্ষে নন্দগোপের গৃহে মাগধ, বন্দী, পৌরাণিক ও অপরাপর বিদ্যোপজীবীগণের অসংখ্য অসংখ্য ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল, নন্দরাজ তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত সম্মাননা, সংবর্দ্ধনা ও অভ্যর্থনা প্রদর্শন পূর্ব্বক অকাতরে অজস্র অর্থদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। গোপপতির দাতৃত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া সকলের হৃদয়ে মহান্ বিস্ময় ও প্রীতির সঞ্চার হইল।

এদিকে রোহিণী দেবীরও আনন্দের পরিসীমা নাই। ইতি-পূর্ব্বেই তাঁহার গর্ভে একটী ধবলসুন্দর মোহন পুত্রসন্তানের আবির্ভাব হইয়াছে; বসুদেবের অনুরোধে নন্দরাজ তাহার পরিরক্ষণ-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। রোহিণীও নানাবিধ বহুমূল্য বসনভূষণে বিভূষিতা হইয়া পুত্রের কল্যাণকামনায় ভগবানের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যথাসাধ্য ব্রাহ্মণ ও দীনদুঃখীকে অর্থ-দান দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। এইরূপে ব্রজধাম যেন সাক্ষাৎ আনন্দমূর্ত্তি ধারণ করিল।



দশম অধ্যায়।



পূতনাবধ ও শকটভঞ্জন।

কংসের হৃদয় বায়ুবিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় নিরন্তর চিন্তাতরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। 'তাহার বিনাশকর্ত্তা কোন স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছেন' এই কথা যেন পলকে পলকে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। এই সমস্ত চিন্তার আন্দোলনে জর্জ্জরিত হওয়াতে তাহার পাষাণহৃদয় পূর্ব্বাপেক্ষাও নিষ্ঠুরভাব ধারণ করিল। নবজাত সন্তানমাত্রের উপরেই তাহার ক্রোধ চতুর্গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। সে মনে মনে এক একবার সংকল্প করিল, রাজ্যমধ্যে যেখানে যে কোন গৃহে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে আনিয়া বধ করিবে। এইরূপ সংকল্প করিল বটে, কিন্তু লোকলজ্জাভয় স্মরণ করিয়া আবার তাহার হৃদয়ে কথঞ্চিৎ বিবেকের সঞ্চার হইল; অগত্যা সে সংকল্প তাহার হৃদয়ে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিল না। সংকল্প দূর হইল বটে, কিন্তু দুরাত্মার হৃদয়ের কুটিলতা ও নৃশংসভাব বিদূরিত হইল না; পর-হিংসা ও পরবিদ্বেষ সে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না।

ব্রজধামে নন্দালয়ে জন্মোৎসব হইতেছে, দুরাচার কংসের

কর্ণে এই সংবাদ প্রবেশমাত্র সে রোষে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; কিরূপে সেই শিশুর প্রাণবিনাশ করিবে, এই চিন্তাই তাহার হৃদয়ে বলবতী হইল। সহসা বলপ্রয়োগ না করিয়া কৌশলে শিশুর প্রাণবধের জন্য দুরাত্মা নানারূপ কুটিল মন্ত্রিগণের সহিত কুটিল মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইল।

কংসের ধাত্রীর নাম পূতনা। পুরাণে এই ধাত্রী পূতনা রাক্ষসী নামে কীর্ত্তিত। কংস নন্দশিশুর প্রাণবধার্থ সেই পূতনাকে ব্রজধামে প্রেরণ করিল। পূতনা দিব্য রমণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্বীয় স্তনযুগলে কালকূটবিষ মাখাইয়া ধীরে ধীরে নন্দগৃহে উপস্থিত হইল। তাহার কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া নন্দ, যশোদা প্রভৃতি সকলে সাদরে অভ্যর্থনা ও সম্মাননা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। অনন্তর নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে ক্ষণকাল অতীত হইলে পূতনা শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহে মুখচুম্বন পূর্ব্বক তাহার মুখে স্বীয় বিষমিশ্রিত স্তনদান করিল। অন্তর্যামী শিশু পূর্ব্ব হইতেই দুষ্টার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তিনি স্তনে এরূপ তীব্রবেগে দশনদংশন করিলেন যে, পূতনা যাতনায় অস্থির হইয়া স্বকীয় বিকটমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক চীৎকার করিতে করিতে ধরাশায়িনী হইল; তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল।

অনেকে বলেন, পুরাণের এই বর্ণনাটী রূপকালঙ্কার মাত্র; প্রকৃত কথা এই যে, কংস কৌশলে শিশুর প্রাণহননাভিলাষে স্বীয় ধাত্রী পূতনাকে ব্রজধামে প্রেরণ করিলে পূতনা তথায় থাকিয়া নন্দ-যশোদার সহিত সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করে এবং শিশুপালন-সম্বন্ধে নানারূপ শিক্ষাদানচ্ছলে আপন অভীষ্টসাধনের উপায়

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। পূতনা নামে এক প্রকার রোগ আছে, সূতিকাগারে শিশুদিগকেই এই রোগ আক্রমণ করিয়া থাকে। যাহাতে নন্দকুমারের দেহে এই রোগ আক্রান্ত হয়, কংসধাত্রী কৌশলে তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। নিশাভাগে অবিশুদ্ধ বিষবৎ স্তন্যপান করিলেই এই রোগের উৎপত্তি হয়। ধাত্রী নন্দকুমারের দেহে ঐ রোগের সঞ্চার করিয়া দিল বটে, কিন্তু মহাবল, পূর্ণস্বাস্থ্য কুমারের দেহে সে রোগ স্থায়ী হইতে পারিল না। দেহ বলিষ্ঠ ও পূর্ণস্বাস্থ্যসম্পন্ন থাকিলে রোগ কদাচ সে দেহে তিষ্ঠিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং ধাত্রীর বিষমিশ্রিত অবিশুদ্ধ দুগ্ধ ভূরিপরিমাণে পান করিয়াও নন্দদুলালের কিছুমাত্র অহিত-সংঘটন হইল না। অগত্যা কংসধাত্রী বিফলমনোরথ হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিল। ইহাই পূতনাবধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। যাহা হউক, পূতনাবধের পর নন্দকুমার পূর্ণস্বাস্থ্য-সম্পন্ন ও সবলকায় থাকিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

একদা যশোমতী সতী পুত্রটীকে শকটের নিম্নভাগে শয়ান রাখিয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন। এদিকে কুমারের স্তনপানে অভিলাষ হয়, তিনি সাধ্যমত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু যশোদার কর্ণে সে ক্রন্দনশব্দ প্রবেশ করিল না। শিশু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রোদন করিতে করিতে চারিদিকে হস্ত-পদ প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তাঁহার পদক্ষেপে শকট তৎক্ষণাৎ বিপর্য্যস্তভাবে ভূতলে নিপতিত হইল। সেই শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র যশোদা ও অন্যান্য সকলে দ্রুতপদে সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, শকট বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে,

তদুপরি দধি, দুগ্ধ, নবনীত, ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য-পূরিত যে সকল ভাণ্ড ছিল, তাহা পতিত ও ভগ্ন হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কেন এরূপ হইল, ইহার কারণ কি, বুঝিতে না পারিয়া সকলেই বিস্মিতলোচনে পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া রহিলেন। যখন নন্দদুলালের পদক্ষেপে শকট বিপর্য্যস্ত হয়, তৎকালে কতিপয় শিশু সেইখানে উপস্থিত ছিল, তাহারা যশোমতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শিশুর পদক্ষেপে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে।'

শিশুগণের মুখে এই কথা শুনিয়া গোপগোপীগণের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। শিশুর পদক্ষেপে যে শকটের এরূপ বিপর্য্যয় ঘটে, তাহারা এ বিশ্বাস কিছুতেই হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিল না; ইহা দুর্নিমিত্তের সূচনা বলিয়াই সকলের ধারণা হইল। তখন যশোদা সতী গ্রহশান্তির জন্য ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া পুত্রের মঙ্গলোদ্দেশে নানাবিধ দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

অনেকের মতে এই শকটভঞ্জনও পুরাণের রূপক-বর্ণনা বলিয়া বিশ্বাস। কারণ, অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, কোন কোন শিশুর হস্তপদে এরূপ বল থাকে যে, পঞ্চমবর্ষীয় বালকও তাহার বলের সমকক্ষ হইতে সমর্থ হয় না। নন্দকুমারের দৈহিকযন্ত্রের পূর্ণতা হেতু তদীয় শারীরিক তেজ ও বলও অপ্রতিম ছিল, সুতরাং এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া কদাচ বিস্ময়ের বিষয় নহে।



একাদশ অধ্যায়।

তৃণাবর্ত্ত-সংহার, কৃষ্ণের নামকরণ ও তাঁহার বন্ধন।

পূতনার হস্ত হইতে নন্দকুমারের অব্যাহতিলাভের সংবাদ পাইয়া কংসের হৃদয় পূর্ব্বাপেক্ষা আরও চিন্তাকুল ও বিহ্বল হইয়া উঠিল। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দুরাত্মা দিবানিশি কেবল যশোদাকুমারের প্রাণবধের উপায়ানুসন্ধানে প্রবৃত্ত রহিল।

একদা তৃণাবর্ত্তনামক বিকটকায় অসুরকে আহ্বান পূর্ব্বক কংস মিষ্টবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া নন্দকুমারের সংহারার্থ ব্রজধামে পাঠাইয়া দিল। তৃণাবর্ত্ত ছদ্মবেশে ব্রজগোকুলে সমুপস্থিত হইয়া কুমারের বধোপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল।

এদিকে যশোদা এক অনাবৃত স্থানে শিশুকে শয়ান রাখিয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেম, ইত্যবসরে তৃণাবর্ত্ত প্রবল বায়ুরূপ ধারণ করিয়া মহাঝটিকা উৎপাদন করিল, ভীষণ ধূলিরাশিতে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হইল; দুরাত্মা শিশুকে ঊর্দ্ধে শূন্যমার্গে উৎক্ষিপ্ত করিয়া পলায়নের চেষ্টা কবিল; মহাতেজা শিশু তাহাতে কিছুমাত্র কষ্টবোধ না করিয়া দুরাত্মাকে ধারণ পূর্ব্বক তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন এবং আপনিও দারুণ চীৎকার করিয়া রোদন

করিয়া উঠিলেন। রোদনধ্বনি শ্রবণমাত্র জননী যশোদা যেমন দ্রুতপদে তথায় সমুপস্থিত হইলেন, অমনি শিশু শূন্য হইতে তাঁহার ক্রোড়দেশে নিপতিত হইলেন। দারুণ আসুরিক অত্যাচার মনে করিয়া যশোদার ভয় ও বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি ব্রাহ্মণগণদ্বারা পুত্রের কল্যাণকামনায় নানাবিধ স্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠান করিলেন।

অনেকে ইহাকেও পুরাণের রূপকবর্ণনা বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা বলেন, কোন সময়ে ব্রজগোকুলে ভীষণ আবর্ত্তময় বাত্যা সমুত্থিত হওয়াতে অনাচ্ছাদিত স্থানে শায়িত যশোদাদুলালের প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। দৃঢ়মুষ্টিতে তৃণগুচ্ছধারণ করিয়া তেজস্বী মহাবল শিশু শয়ান ছিলেন, সুতরাং সেই প্রবল বায়ু তদীয় গুরুভার দেহ শূন্যে অধিকদূর উত্তোলিত করিতে সমর্থ হয় নাই; কিঞ্চিন্মাত্র উত্থিত হইয়াই ভারময় দেহ ভূপতিত হয়। এই আবর্ত্তময় বাত্যাই তৃণাবর্ত্ত নামে কল্পিত হইয়াছে।

এদিকে বসুদেব পুত্রবিরহে হর্ষবিষাদে কারাগারে অবস্থিতি করিতেছেন। যথাসময় সমাগত দেখিয়া তিনি নিজ কুলপুরোহিত গর্গমুনিকে আহ্বান পূর্ব্বক শিশুদ্বয়ের নামকরণসম্পাদনার্থ গোকুলে নন্দালয়ে প্রেরণ করিলেন। গর্গ পরমপ্রীত হইয়া গোকুলে গমন পূর্ব্বক যথাবিধানে রোহিণীকুমার ও যশোদাদুলালের নামকরণ-সংস্কার সম্পাদন করিলেন। রোহিণীনন্দন বলরাম এবং যশোদাদুলাল কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইলেন।

কৃষ্ণবলরাম দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। গোকুলে আনন্দের আর অবধি রহিল না। ক্রমে

ক্রমে রামকৃষ্ণ জানু ও হস্ত দ্বারা বিচরণ করিতে শিখিলে তদ্দর্শনে রোহিণী ও যশোদার হৃদয় আনন্দবেগে উথলিয়া উঠিল। ক্রমে শিশুদ্বয় পাদচারণা করিতে শিখিয়া ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদের তৎকালীন রূপমাধুরী দর্শনে গোকুলের সকলেই বিমোহিত হইয়া পড়িল। অধিকন্তু কৃষ্ণকে যে কেহ ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেন, তাঁহারই হৃদয় প্রেমে গদগদ হইত, নয়নে আনন্দাশ্রু পড়িত, হৃদয় যেন সম্পূর্ণ স্নিগ্ধ বোধ হইত; তাঁহারা মনে করিতেন, যেন আপন পুত্রকেই হৃদয়ে ধারণ করিয়া সুখসাগরে সন্তরণ করিতেছেন।

কৃষ্ণের নিকট সকলেই সমান। জননীর ক্রোড়ে উঠিয়া তিনি যেরূপ আনন্দলাভ করিতেন, অন্য কামিনীর অঙ্কে উত্থাপিত হইলেও তাঁহার হৃদয়ে সেইরূপ আনন্দ অনুভব হইত। ইহা দেখিয়া জননী যশোদার হৃদয়ে কিঞ্চিৎ ঈর্ষার উদয় হইত। তিনি মনে করিতেন, আমার সন্তান, অন্যের ক্রোড় অপেক্ষা আমার ক্রোড়ই উহার অধিকতর স্পৃহণীয় হওয়া উচিত; আমার ক্রোড়ে যেরূপ আগ্রহভরে উঠিতে ইচ্ছা করিবে, অন্যের ক্রোড়ে যাইতেও সেরূপ আগ্রহ করিবে কেন? মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া যশোদাদেবী হৃদয়ে দুর্জ্জয় ঈর্ষাপিশাচীকে পোষণ করিয়া রাখিলেন। কিরূপে পুত্র তাঁহার মায়াবন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকিবে, এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইল। সেই বাসনা ফলবতী করিবার জন্য যশোদা নানাবিধ চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সে মনোরথ সুসিদ্ধ হইল না। কৃষ্ণ তাঁহার ক্রোড়ে উঠিয়াও যে ভাব প্রদর্শন করিতেন, অপরা রমণীর অঙ্কে উঠিলেও সেই ভাব প্রকাশ পাইত। তাঁহাকে

ক্রোড়ে লইয়া সকলেই মনে করিত, আমার গর্ভজাত শিশুকে অঙ্কে ধারণ করিয়াছি। এই ভাবিয়া সকলেই তাঁহার চন্দ্রবদনে সস্নেহে ঘন ঘন চুম্বন দান করিতেন, স্নেহাশ্রুতে বালকের অঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিতেন। এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া যশোদার হৃদয় ঈর্ষাবশে ব্যথিত হইয়া উঠিল।

কৃষ্ণ দিন দিন অতীব চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, বালকস্বভাববশে নানারূপ দৌরাত্ম্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, গৃহে গৃহে গমন করিয়া আভীরিণীগণের দুগ্ধভাণ্ড, দধিভাণ্ড, নবনীতভাণ্ড প্রভৃতি ভগ্ন করত দধিদুগ্ধাদি হরণ ও ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যশোমতী কিছুতেই তাঁহার দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে না পারিয়া একদা রজ্জুদ্বারা তাঁহার হস্তবন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অহো! কি ভ্রম! জগৎসংসার যাঁহার মায়াবলে সংবদ্ধ রহিয়াছে, সামান্য রজ্জুতে সেই অনাদিপুরুষকে বন্ধন করিতে কে সমর্থ হইবে? যশোদা রজ্জু লইয়া শিশুর করবন্ধনে প্রবৃত্ত হইলে রজ্জু ক্রমশই হ্রাস পাইতে লাগিল, যতই রজ্জু আনীত হয়, কিছুতেই কৃষ্ণের হস্তবন্ধনে কুলায় না। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া যশোমতী যার পর নাই বিস্মিত হইয়া উঠিলেন; পরিশ্রম নিবন্ধন তাঁহার বদন স্বেদবারিতে সংপ্লুত হইল। জননীর ক্লেশ দেখিয়া দয়াময় শিশু যেন আপন ইচ্ছাবশেই বন্ধনগ্রস্ত হইলেন।

এটীও অনেকের বিবেচনায় রূপকবর্ণনা বলিয়া নিরূপিত। কৃষ্ণ অন্যরমণীর অঙ্কগত হইলেও স্বীয় জননীর ন্যায় তৎপ্রতি স্নেহভাব প্রদর্শন করাতে যশোদার মনে ঈর্ষার সঞ্চার হয়। তিনি কৃষ্ণকে মায়াবন্ধনে বন্দী করিবার জন্য অনেকবিধ প্রয়াস পাইয়াও সফলকাম হইলেন না; তাঁহার হৃদয়ে যার পর নাই দুঃখের সঞ্চার

হইল। ইহা দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ের বাসনা বুঝিতে পারিয়া ইচ্ছাময় কৃষ্ণ তাঁহার নিকট এরূপভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, যশোদার আত্মবিস্মরণ জন্মিল; তিনি হৃদয়ে ধারণা করিলেন যে, এইবার কৃষ্ণ আমার মায়াবন্ধনে সংবদ্ধ হইয়াছে। ইহাই কৃষ্ণের বন্ধন বলিয়া কীর্ত্তিত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

যমলার্জ্জুনভঞ্জন ও বৃন্দাবন-প্রতিষ্ঠা।

পুরাণে বর্ণিত আছে, নন্দব্রজে বহুদিনের প্রাচীন একটী বৃক্ষ ছিল; তাহার নাম যমলার্জ্জুন। দুইটী বৃক্ষ যুগ্মভাবে সমুৎপন্ন হইয়া দৃঢ়বেষ্টন পূর্ব্বক সুস্নিগ্ধ ছায়া-বিতরণে শ্রান্তগণের শ্রান্তি দূর করিয়া দিত। ব্রজবাসীরা কেহই সেই বৃক্ষে হস্ত প্রদান করিত না; সকলেরই ধারণা ছিল, কোন মহাত্মাদ্বয় শাপভ্রষ্ট হইয়া এই বৃক্ষদ্বয়রূপে ধরাতলে আগমন করিয়াছেন। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কেহই সেই বৃক্ষের গাত্রে হস্তপ্রদান করিতে সাহসী হইত না। একদা শ্রীকৃষ্ণ যদৃচ্ছাবশে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই বৃক্ষের নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং ক্রীড়াচ্ছলে সেই বিশাল মহীরুহের প্রকাণ্ড শাখা ভগ্ন করিয়া ফেলিবামাত্র দুইটী দিব্যমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। মূর্ত্তিদ্বয় করযোড়ে কৃষ্ণের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিল, "প্রভো! আমরা বহুদিন যাবৎ শাপ নিবন্ধন বৃক্ষযোনিত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই ব্রজ

গোকুলে অবস্থান করিতেছিলাম; অদ্য আপনার প্রসাদে আমাদের মুক্তিলাভ হইল। আপনি দয়াময়, আপনার চরণে কোটি কোটি প্রণাম।" এই বলিয়া মূর্ত্তিদ্বয় বিমানারোহণে তৎক্ষণাৎ সুরধামে প্রস্থান করিল।

এই বিস্ময়কর ব্যাপার শ্রবণ করিয়া ব্রজবাসীগণের হৃদয় চমকিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণের অসমসাহসিকতা ও অমিতবীর্য্যের নিদর্শন দেখিয়া তাহাদিগের হৃদয় যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িল। সকলেই মনে করিতে লাগিল, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিময় অসাধারণ পুরুষ।

সহসা নন্দব্রজে অত্যন্ত ব্যাঘ্রের ভয় উপস্থিত হইল। নন্দ, উপনন্দ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ঘোষবৃদ্ধগণ সমবেত হইয়া পরামর্শ করিলেন, আর ঘোষপল্লীতে আমাদিগের বাস করা বিধেয় নহে। একে ত ব্যাঘ্রের উৎপাত, তাহার উপর রাক্ষসী মায়া হইতে ভাগ্যবশে কয়বার শ্রীকৃষ্ণের জীবনরক্ষা হইয়াছে; অধিকন্তু দুরাচার কংস অতি নিকটে উপস্থিত; মধ্যে যমুনা নদীমাত্র ব্যবধান; অতএব এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করাই শ্রেয়ঃ।

বৃদ্ধগণের মতেই সকলে অনুমোদন করিল। অনন্তর কোন্ স্থানে বাস করা অভিমত, সকলে তাহারই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক স্থান অনুসন্ধানের পর বৃন্দাবনভূমিই সকলের মনোনীত হইল। ঐ স্থান গোবর্দ্ধনগিরির অতি সন্নিকটে সংস্থিত। তত্রত্য ভূমি মনোমুগ্ধকর তৃণলতাদিতে সমাচ্ছন্ন এবং মনোহর বনস্থলীতে সমন্তাৎ পরিবৃত। ঐ স্থানে বাস করিলে গবাদি পশুকুল সুখস্বচ্ছন্দে বিচরণ ও শস্যাদি ভোজন করিয়া জীবনধারণ করিতে পারিবে; সুতরাং ঐ স্থানেই বাসের উপ-

যোগী বলিয়া স্থির হইল এবং গোকুলবাসীরা সকলেই তথায় গমনের উদ্‌যোগ করিতে আরম্ভ করিল।

গোকুলে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। গোপকুল অসংখ্য অসংখ্য শকট আনয়ন পূর্ব্বক তদুপরি স্ব স্ব দ্রব্যাদি উত্তোলন ও নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বৃন্দাবনোদ্দেশে শুভযাত্রা করিলেন। গোপকুলের কুলপুরোহিত স্বস্তিবাচন করিতে করিতে অগ্রগামী হইলেন। নন্দরাজ রামকৃষ্ণকে রথোপরি আরোহণ করাইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে সানন্দচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে নানাবিধ নদ, নদী, গিরি, কানন, পল্লী অতিক্রম করিয়া গোপগণ মনোমুগ্ধকর পরমপবিত্র বৃন্দাবনধামে সমুপস্থিত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে গোগণের বাসস্থান নিরূপিত হইল। অনন্তর শনৈঃ শনৈঃ গোপকুলের আবাসসকল বিনির্ম্মিত হইলে মনোহারিণী একটী পল্লী বিরাজ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বৃন্দাবন একটী চিত্তরঞ্জিনী নগরীতে পরিণত হইয়া উঠিল। গোপগণ কৃষ্ণবলরামকে লইয়া পরমসুখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

কংসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর প্রভৃতি বধ।

একদা রামকৃষ্ণ স্বীয় বয়স্যবর্গ সহিত যমুনাতীরে বৎস চরাইতেছিলেন, সেই সময় একটা দৈত্য তাঁহাদিগের হিংসা করিবার বাসনায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগবান্ হরি সেই দৈত্যকে বৎসরূপে

বৎসযূথের মধ্যগত দেখিয়া বলদেবকে দেখাইয়া দিলেন। পরে আপনি যেন কিছুই জানিতে পারেন নাই, এইরূপ ভাব প্রকাশ করত ধীরে ধীরে তাহার নিকটে গেলেন। সমীপে উপস্থিত হইয়াই বৎসরূপী সেই অসুরের পশ্চাদ্‌ভাগের দুইটা পদ সহিত লাঙ্গুল ধরিয়া কিয়ৎক্ষণ ঘূরাইলেন, পরে গতাসু করিয়া কপিত্থ-গাছের অগ্রে প্রক্ষেপ করিলেন। ঐ বৎসাসুরের বিশাল ভারে সেই কপিত্থতরু ভাঙ্গিয়া পড়িল, সুতরাং ঐ অসুরও তাহার সহিত পতিত হইল। তদনন্তর মৃত অসুরকে দেখিয়া বালকগণ যার পর নাই বিস্মিত হইয়া উঠিল। তাহারা আশ্চর্য্য প্রকাশ করিতে করিতে সকলেই কৃষ্ণকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল এবং দেবগণ পরিতুষ্ট হইয়া স্বর্গ হইতে কুসুমবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই দুরাচার দৈত্যই বৎসাসুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

একদা গোপবালকেরা স্ব স্ব বৎসগণকে জলপান করাইবে বলিয়া জলাশয়-সমীপে গমন পূর্ব্বক গোবৎসগণকে জলপান করাইয়া আপনারাও জলপান করিতে লাগিল। তথায় মহাবলবান্ একটা পক্ষী তাহাদের নয়নগোচর হইল। সে বজ্রনির্ভিন্ন পর্ব্বত-চ্যুত প্রকাণ্ড শৃঙ্গের ন্যায় তথায় বসিয়াছিল। দেখিবামাত্র সমুদয় বালক যার পর নাই ভীত হইল। ঐ পক্ষীর নাম বক। সে একটা মহান্ অসুর, বকরূপ ধারণ করিয়া বসিয়াছিল। সে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত বেগে আসিয়া একেবারে গ্রাস করিল। তাহার তুণ্ড অতিশয় তীক্ষ্ণ এবং সে স্বয়ং মহাবলিষ্ঠ ছিল।

বলরাম প্রভৃতি বালকেরা কৃষ্ণকে মহাবকের মুখগ্রস্ত হইতে দেখিয়া, যদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ প্রাণ বিনা বিচেতন হয়, ভয়ে সেইরূপ

অচৈতন্ত হইল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই বকের বদনমধ্যস্থ হইয়া অগ্নির ন্যায় তাহার তালুমূল দগ্ধ করিতে লাগিলেন, সুতরাং সে জগদ্‌গুরুর জনক ঐ গোপালককে রোষে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তৎক্ষণাৎ বমন পূর্ব্বক বাহির করিয়া ফেলিল। তাহার পরেই তুণ্ডাঘাত দ্বারা প্রাণবধার্থ পুনরায় নিকটে গেল। কংসপ্রেরিত ঐ বককে পুনরায় আসিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার দুই বাহু দ্বারা তাহার তুণ্ডদ্বয় ধারণ করিলেন এবং দর্শনকারী বালকগণের সমক্ষে বীরণবৎ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণের হৃদয়ে পরম হর্ষ জন্মিল। সেই সময়ে সুরলোকস্থ সমস্ত লোক নন্দনবনের মল্লিকাদি কুসুম ভগবান্ হরির উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কৃষ্ণসমভিব্যাহারী গোপবালকগণ যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া পড়িল। এই সংবাদ পাইয়া গোপগোপীগণের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।

শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যহই বলরাম ও অন্যান্য বয়স্যগণের সহিত শৃঙ্গধ্বনি করিতে করিতে গোচারণার্থ বনভূমিতে গমন করিতেন। গোপালকেরা গোবৎসগণকে ছাড়িয়া দিয়া আমোদ-প্রমোদসহকারে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত।

একদা অঘ নামে একটা ভয়ঙ্কর অসুর ঈর্ষাবশতঃ ব্রজবালকদিগের ঐরূপ সুখক্রীড়া দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া সেই স্থানে আসিয়া সমুপস্থিত হইল। ঐ দানব অতিশয় দুর্দ্দান্ত, দেবতারা অমৃতপানে অমর হইয়াও তাহা হইতে মৃত্যুভয় করত নিরন্তর ছিদ্র অন্বেষণ করিতেন; তাঁহারা স্ব স্ব জীবনবাসনায় পরস্পর প্রত্যহই এইরূপ বলিতেন, "কিরূপে এই পাপাত্মার বিনাশ হইবে?" ঐ অঘাসুর পূতনা ও বকাসুরের অনুজ, কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত

হইয়া আসিয়াছিল। সে কৃষ্ণকে বালকবৃন্দের সহিত অবলোকন করিয়া নিশ্চয় করিল, এই বালক আমার দুই সহোদরের বিনাশ-কারী, বৎসপাল সহ অদ্য ইহাকে বিনাশ করিব। ইহাদিগকে বিনষ্ট করিলে ব্রজবাসীগণেরও আর কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না। এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া ঐ খল অসুর যোজনপ্রমাণ দীর্ঘ ও পর্ব্বততুল্য বিশাল অজগর-দেহ ধারণ করিয়া ঐ সকল বালককে গ্রাস করিবার আশায় পথিমধ্যে শয়ন করিল। তাহার বিশাল-দেহে পর্ব্বতগুহাতুল্য বিকট মুখ প্রসারিত রহিল। অধরোষ্ঠ ধরায় পতিত ও উত্তরোষ্ঠ জলধরে সংলগ্ন হইল, ওষ্ঠপ্রান্তভাগ পর্ব্বতগুহার তুল্য বিস্তীর্ণ রহিল। তাহার দন্ত-সকল গিরিগুহা-তুল্য, মুখের মধ্যভাগ যেন গাঢ় অন্ধকার, জিহ্বা যেন বিস্তীর্ণ পথ, নিশ্বাস সাক্ষাৎ যেন পবন, চক্ষুর্দ্বয়ের দৃষ্টি দাবাগ্নিবৎ অত্যুষ্ণ।

ঐরূপ বিস্তীর্ণ বদন দর্শন করিয়া সকল বালকই তাহাকে বাস্তবিক অজগর মনে করিল। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল, এই অজগর কি আমাদিগকে গ্রাস করিবে? এ যদি আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে চাহে, বকাসুরের ন্যায় অসুরহন্তা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ক্ষণকালমধ্যে আপনিই বিনষ্ট হইবে। ইহা বলিয়া বকারি ভগবান্ হরির কমনীয় বদন অবলোকন পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে অসুরের মায়াবলে গোপবালকগণ তাহার মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইল। দুরাত্মা অসুর তাহাদিগকে গিলিয়া না ফেলিয়া হাঁ করিয়াই রহিল। তাহার মনে মনে এই ইচ্ছা যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাহার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট না হন, ততক্ষণ সে বালকদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে না।

এদিকে সর্ব্বলোকের অভয়দাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দীন গোপ-বালকদিগকে মৃত্যুর জঠরাগ্নির তৃণীভূত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত পীড়িত হইতে লাগিলেন। পরে সেই খলের জীবন ও ঐ সকল সাধুর হিংসন এই দুইটী ঘটনা যাহাতে না ঘটে, অনেকক্ষণ ভাবিয়া তদ্বিষয়ের উপায় স্থির করত অবশেষে আপনিও সেই অজগরের মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অজগররূপী অঘাসুরের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেবগণ মেঘব্যবধানে থাকিয়া ভয় হেতু হাহাকার করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিলেন, এদিকে অঘাসুরের কুটিলব্যবহারে তাহার দেহ চূর্ণ করিতে ভগবানের ইচ্ছা হইল; সুতরাং বালক ও বৎস সহ আপনাকে তাহার গলদেশে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। তখন সেই অঘাসুরের কণ্ঠ নিরুদ্ধ ও লোচন বহির্গত হইয়া পড়িল; সে ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল; অবিলম্বেই তাহার দেহমধ্যে পবন নিরুদ্ধ হইয়া পরিপূর্ণ হইল এবং ব্রহ্মরন্ধ্র-ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বায়ু বহির্গত হইবামাত্র তাহার সঙ্গে সমুদায় ইন্দ্রিয়ও নির্গত হইল। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, আপনার সমস্ত সুহৃদ্-বয়স্যগণ গতাসু হইয়াছে, অতএব অমৃতবর্ষিণী স্বীয় দৃষ্টি দ্বারা জীবনদান পূর্ব্বক উত্থাপিত করিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হওত নির্গত হইয়া আসিলেন। ঐ সর্পের স্থূলদেহস্থ অদ্ভুত মহৎ-জ্যোতিঃ স্বীয় তেজে দশদিক্ প্রজ্বালিত করিয়া ভগবানের বিনির্গম প্রতীক্ষা করত আকাশে অবস্থিতি করিতেছিল। ভগবান্ নির্গত হইবা-মাত্র দর্শনকারী দেবগণের সমক্ষে তাহা সেই ঈশে গিয়া প্রবেশ করিল। অঘাসুর যে অজগরশরীর ধারণ করিয়াছিল, তাহার

অদ্ভুত চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া বহুকাল যাবৎ বৃন্দাবনে ব্রজবাসীগণের ক্রীড়াদ্রব্যস্বরূপ হইয়া বিদ্যমান ছিল।

এইরূপে দিন দিন শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিকী শক্তির পরিচয় পাইয়া বৃন্দাবনবাসী গোপগোপিকাগণের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তাহারা কৃষ্ণকে লোকাতীত অদ্ভুত পুরুষ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক মায়াবলে গোপবালক ও গোবৎস-হরণ এবং ব্রহ্মার মোহ।

একদা শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণের সহিত গোচারণে গমন করিয়া বনমধ্যে বনভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবৎসগণ ইতস্ততঃ মনোসুখে বিচরণ করিতে লাগিল। ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে পদ্মাকারে ভূরি ভূরি পংক্তি রচনা করিয়া ঘন হইয়া বসিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার অভিমুখে সকলেরই মুখ রহিল, অতএব কমল-কর্ণিকার পত্রসকল যেরূপ শোভা পায়, তাহারা তদ্রূপে বিরাজমান হইল। তাহাদের মধ্যে কোন কোন বালক পুষ্প দ্বারা, কেহ কেহ পুষ্পদল দ্বারা, কতকগুলি পল্লব দ্বারা, কতিপয় শিশু অঙ্কুর, ফল, গাছের ছাল, শিক্ষা

ও প্রস্তরখণ্ড দ্বারা পত্র রচনা করিয়া আহার আরম্ভ করিল। স্বর্গ-বাসী ও মর্ত্ত্যস্থ ব্যক্তিগণ বিস্মিত হইয়া এই ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। বালকগণ ভোজনের আমোদে ব্যাপৃত আছে, এদিকে গোবৎসগণ চরিতে চরিতে তৃণলোভে হঠাৎ দূরবর্ত্তী একটা বৃহৎ বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

ব্রহ্মা নভোমার্গে অবস্থিত হইয়া এই সকল ব্যাপার দর্শন করিতেছিলেন, ঐ অবসরে তিনি আসিয়া বালরূপী ঈশ্বর হরির অন্যমহিমা-দর্শনার্থ তদীয় বৎস এবং ভোজনস্থান হইতে বৎস-পালসকলকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন; পরে অন্যত্র স্থাপন করিয়া আপনি অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ বৎসসকলকে ও বৎসপালদিগকে দেখিতে না পাইয়া বিপিনের ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুত্রাপি দেখিতে না পাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ব্রহ্মারই এই কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, কোন বিষয়ই তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না। তখন সেই তত্ত্বদর্শী হরি সেই সকল বালকগণের জননীর ও ব্রহ্মার আনন্দবিধানার্থ আপনাকেই বৎস ও বৎসপাল এই দ্বিবিধরূপে রচনা করিলেন। বৎস ও বৎসপালদিগের যদ্রূপ ক্ষুদ্র পরিমাণে শরীর, যে প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদাদি, যাদৃশ শৃঙ্গ, বেণুদল, শিক্য প্রভৃতি, যেমন বসন-ভূষণ, যেমন গুণ, যেমন আকার, যেমন বয়স, যে প্রকার আহারবিহার, অবিকল তদ্রূপ হইয়া সর্ব্বস্বরূপ ভগবান্ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ভগবান্ হরি এই প্রকারে সর্ব্বাত্মা হইয়া ব্রজে প্রবেশ করিলেন। বৎসপাল-বালকদিগের মাতৃগণও ভগবন্মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়িল; তাহারা মায়ারচিত বালকগণকেই স্ব স্ব তনয় জ্ঞান করিতে লাগিল।

এই প্রকারে স্বয়মাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বৎসপালক হইয়া বৎস এবং বৎস-পালকচ্ছলে আপনার দ্বারা আপনাকেই পালন করত সংবৎসর বনে বনে ও গোষ্ঠে গোষ্ঠে ক্রীড়া করিলেন। তখন ব্রহ্মা পুনরায় বনপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভগবান্ পূর্ব্ববৎ অনুচরগণ সহ মিলিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। তিনি মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, এ কি? গোকুলে যত বালক ও গোবৎস ছিল, বৎস সহিত সকল বালকই আমার মায়াশয্যায় শয়ান আছে, অদ্যাপি তাহাদের পুনরুত্থান হয় নাই। আমার মায়ায় মোহিত সেই সকল বালক হইতে অভিন্ন এ সকল বৎস ও শিশু কোথা হইতে হইল? ইহারা এখানে কিরূপে আসিল? ব্রহ্মা এই প্রকার তর্ক-বিতর্ক করিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না; বিশ্বমোহন ভগবান্ বিষ্ণুকে মায়া দ্বারা মুগ্ধ করিতে গিয়া তিনি আপনিই বিমোহিত হইলেন; হংসপৃষ্ঠে নিশ্চল হইয়া অবস্থিতি করিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণুর মহিমা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বহৃত গোবৎস ও বালকদিগকে আনিয়া দিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও মায়াযবনিকা অপসৃত করিয়া দিলেন; কৃত্রিম কল্পিত বৎস ও বৎস-পালগণ তিরোহিত হইল। অনন্তর চতুর্ম্মুখ বিধাতা নানাবিধ বেদান্তবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া তদীয় প্রসন্নতা লাভ করত নিজধামে প্রস্থান করিলেন।



পঞ্চদশ অধ্যায়।

—•—

ধেনুকাসুরমর্দ্দন ও কালিয়-দমন।

একদা শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেব ও অন্যান্য বয়স্যগণের সহিত বৃন্দাবনগোষ্ঠে গোচারণ ও নানাবিধ ক্রীড়া করত ভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রীদামনামা গোপাল ও সুবলাদি সকলে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! এই স্থানের অনতিদূরে একটী সুবৃহৎ অরণ্য আছে, সেই বন বহুতর তালতরুতে পরিব্যাপ্ত, তথায় সতত ভূরি ভূরি তালফল পতিত হইয়া আছে, কিন্তু ধেনুক দানব সেই সমুদয় তালই অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হে রাম! হে কৃষ্ণ! সেই অসুর অতিশয় বীর্য্যবান্, তাহার রূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, সে একাকী নহে; আত্মতুল্য বলশালী অন্যান্য বহুতর জ্ঞাতিগণে পরিবৃত থাকে। তাহার ভয়ে কোন ব্যক্তিই সেই বনের সুরভি তালফল কখন ভোজন করিতে পায় না, সুতরাং তথায় রাশি রাশি ফল পড়িয়া থাকে।

সুহৃদ্‌গণের এই প্রকার বচন শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের প্রিয়করণাভিলাষে কৃষ্ণ ও বলরাম হাস্যপূর্ব্বক গোপগণে পরিবৃত হইয়া

সেই তালবনের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। বলদেব তালারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হস্তীর ন্যায় মহাবলে বাহুদ্বয় দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক কম্পিত করত তরু হইতে তালফল পাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তালফলের পতনশব্দ শ্রবণমাত্র ধেনুকাসুর রাসভাকার হইয়া বেগে পর্ব্বত-সহিত পৃথ্বীতল কম্পিত করত তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ধাবমান হইল। মহাবল ধেনুক সত্বর সমীপে আসিয়া পশ্চাদ্ভাগের দুইখান পা দিয়া বলদেবের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল, পরে কুৎসিত গর্দ্দভশব্দের অনুকরণ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে দৌড়িতে লাগিল; অনন্তর পুনরায় নিকটে আসিয়া প্রচণ্ডক্রোধে সম্মুখে দাঁড়াইল এবং বলদেবকে নিহত করিবার জন্য রোষবশতঃ পশ্চাদ্ভাগের দুইটা পা তাঁহার দিকে প্রসারণ করিল। বলদেব এক হাতে সেই দুইটী পা ধরিয়া অনেকক্ষণ ঐ অসুরকে বারংবার উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক ঘুরাইলেন, পরে ভ্রামণ দ্বারা তাহার জীবনত্যাগ হইয়াছে জানিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিলেন।

তদনন্তর ধেনুকাসুরের যে সকল জ্ঞাতি গর্দ্দভরূপী হইয়া ছিল, তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া রামকৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল এবং রোষবশতঃ তাঁহাদের বান্ধবদিগকে আহত করিল। কিন্তু সেই সকল অসুরকে আসিতে দেখিয়া রাম ও কৃষ্ণ পশ্চাদ্ভাগের পা ধরিয়া তালগাছের উপর নিক্ষেপ করিলেন। দুরাত্মগণ সবেগে বৃক্ষগাত্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

এই প্রকারে ধেনুকাসুরকে সগণে নিহত হইতে দেখিয়া সর্ব্বসাধারণ মানবগণ নির্ভীকহৃদয়ে তালবনস্থ তালফল ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং পশুগণ নিরুদ্বেগে তৃণ ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ অনুবর্ত্তী

গোপগণের স্তব শ্রবণ করিতে করিতে অগ্রজ সহ ব্রজমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন।

একদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে পর্য্যটন করিতে করিতে সখাগণে পরিবৃত হইয়া কালিন্দীকূলে গোচারণ করিতে গেলেন। সে দিন বলদেব তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন না। কালিন্দীর জলমধ্যে কালিয় নামে একটী ভয়ঙ্কর বিষধর বাস করিত। তাহার বিষে কালিন্দীর জল সর্ব্বদা ভয়ানকরূপে দূষিত হইয়া থাকিত। গো এবং গোপগণ তৎসন্নিকটে গিয়া নিদাঘ ও আতপে অতিশয় আর্ত্ত হইল এবং পিপাসায় আকুল হওয়াতে সেই দুষ্ট জলই যথেষ্ট পরিমাণে পান করিল। দৈবোপহত হইয়া সেই বিষাক্ত বারি পান করিবামাত্র সকল ব্যক্তিই গতাসু হইয়া জলোপান্তে পতিত হইল। যোগেশ্বরেশ্বর হরি তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া অমৃত-বর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিলেন।

কালসর্প কালিয় দ্বারা কালিন্দীর জল দূষিত দেখিয়া ভগ বা হরি তাহার বিশুদ্ধি অন্বেষণ করত সেই বিষধরকে নিগ্রহ করিতে বাসনা করিলেন। কালিন্দীর মধ্যে একটী হ্রদ ছিল, তাহার অভ্যন্তরে কালিয় বাস করিত। এই হেতু তাহার উপর দিয়া পক্ষী প্রভৃতি খেচরগণ গমন করিলে তন্মধ্যে পতিত হইয়া তৎ-ক্ষণাৎ গতাসু হইত। তাহার তীর দিয়া যে সকল স্থাবর বা জঙ্গম প্রাণী গমনাগমন করিত, তাহারাও বিষজলের তরঙ্গস্পর্শী এবং দুষ্ট বারির কণাবাহি বায়ু কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইত।

কালিন্দীর তীরে ঐ স্থানে একটী শুষ্ক কদম্ববৃক্ষ ছিল। ভগবান্ হরি সেই কদম্ববৃক্ষোপরি আরোহণ পূর্ব্বক দৃঢ়রূপে রসনা-বন্ধন

করিলেন, পরে বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক সেই অত্যুচ্চ তরু হইতে ঐ বিষজলের উপর লম্ফ দিয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ পতিত হইবামাত্র সেই সর্পহ্রদ তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে শত ধনুঃ পর্য্যন্ত প্রস্থৃত হইল, কারণ, পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবানের পতনবেগে তত্রত্য সর্পগণ সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল। তাহাতে তাহাদের বিষের তেজে হ্রদস্থ জলরাশি উন্নত হইয়া উঠিতে লাগিল। উগ্রতর অহিবিষে ঐ হ্রদের ভয়ঙ্কর তরঙ্গ কষায়ীকৃত হইল।

ভগবান্ হরি সর্পহ্রদে বিহার করিতে করিতে বাহুদণ্ডে তত্রত্য জল আহত করিতে আরম্ভ করিলে কালিয় রোষবশে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিল। মহাবিষধর কালিয় কৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রোষবশে তাঁহার মর্ম্মস্থানে দংশন করিল এবং আপনার শরীরাভোগে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

এদিকে ব্রজমধ্যে ঐ সময়ে ভূকম্পাদি আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ উৎপাত দৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। তদ্দর্শনে নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দ যার পর নাই ভীত হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ বলদেবকে সঙ্গে না লইয়া কৃষ্ণ একাকী বয়স্যগণের সহিত গোচারণে গিয়াছেন, এই ভাবিয়া সকলের হৃদয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে গোকুল হইতে বহির্গত হইলেন। ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে সকলে যমুনাতীরে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, হ্রদমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্পশরীরে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন এবং তৎসমীপে গোপবালকগণ মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে গোপগণ আকুল ও অতিশয় আর্ত্ত হইয়া সেই দিকে প্রধাবিত হইল।

এদিকে ভগবানের বিস্তারশালী শরীরে ঐ ভুজঙ্গের কলেবর ব্যথিত হইতে লাগিল। সে কুণ্ডল উন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কুপিত হইল এবং ফণা উন্নত করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কেবল নিরীক্ষণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিল। ভগবান্ হরি ক্রীড়া সহকারে খগেন্দ্রের ন্যায় সেই সর্পকে চতুর্দ্দিকে ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। ঐরূপ ভ্রামণ দ্বারা যখন সেই সর্পের সামর্থ্য বিনষ্ট হইল, তখন তাহার উন্নত স্কন্ধ অবনত করিয়া তদীয় বিস্তীর্ণ মস্তকে ভগবান্ আরোহণ করিলেন। সর্পের মস্তকস্থ রত্ননিকরের স্পর্শে ভগবানের পাদপদ্ম অপূর্ব্ব তাম্রবর্ণ ধারণ করিল। নৃত্যগুরু ভগবান্ সর্পের চঞ্চলমস্তকের উপরে নৃত্য করিবার উপক্রম করিলেন। কালিয় নাগের প্রধান মস্তক এক শত, সে ক্ষীণায়ু হইয়াও পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছিল, অতএব তাহার যে যে মুণ্ড নত না হইল, খলদণ্ডধারী ভগবান্ হরি নৃত্য-চ্ছলে চরণপাত দ্বারা সেই সেই মুণ্ড মর্দ্দিত করিয়া ফেলিলেন, তাহাতে সেই ভুজঙ্গ মুখ ও নাসিকা-বিবর দ্বারা উল্বণ শোণিত বমন করত পরমমোহ প্রাপ্ত হইল। তাহার ফণাসহস্র ক্রমে বিরুগ্ন এবং গাত্র ভগ্ন হইল; সে বহুমুখে রুধির-বমন করিতে করিতে চরাচরগুরু পুরাণপুরুষ নারায়ণের স্মরণ পূর্ব্বক মনে মনে তাঁহার শরণাপন্ন হইল।

কালিয়কে অতিভরে আক্রান্ত ও তাহার ফণারূপ আত-পত্রকে পার্ষ্ণিপ্রহারে সর্ব্বতোভাবে রুগ্ন দেখিয়া তাহার পত্নীগণ অত্যন্ত আর্ত্ত হইল; তাহারা করযোড়ে নিকটবর্ত্তিনী হইয়া পাপাত্মা পতির মোচনবাসনায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব ও পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল।

নাগপত্নীগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই ভগ্নমুণ্ড ও মূর্চ্ছিত নাগকে চরণ দিয়া উল্লিখন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। তখন দীন কালিয় কষ্টে নিশ্বাসত্যাগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে হরিপদে প্রণত হইয়া বিনীতভাবে ভক্তিসহকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। অনন্তর নরাবতার ভগবান্ কৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি আর এখানে থাকিও না, পুত্র-কলত্র-বন্ধুবান্ধব সহ সমুদ্রে গমন কর। তোমার প্রতি আমি এই যে শাসন করিলাম, যে ব্যক্তি ইহা স্মরণ এবং উভয়-সন্ধ্যায় কীর্ত্তন করিবে, তাহার কদাচ সর্পভয়ের আশঙ্কা থাকিবে না। এখান হইতে সমুদ্রে গমন করিলে তোমাকেও আর গরুড়ের ভয়ে ভীত হইতে হইবে না; অতএব তুমি শীঘ্র সাগরগর্ভে রমণকদ্বীপে গিয়া সুখে আশ্রয় গ্রহণ কর।

অদ্ভুতকারী ভগবান্ হরি এই বলিয়া কালিয়কে পরিত্যাগ করিলে সে কৃষ্ণপদে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক পুত্র-কলত্র ও বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ সাগরমধ্যস্থ রমণকদ্বীপে প্রস্থান করিল। মনুষ্যদেহধারী ভগবান্ হরির অনুগ্রহে তদবধি যমুনা নির্ব্বিষা এবং তাহার জল অমৃতবৎ সুস্বাদু হইল।





ষোড়শ অধ্যায়।

—— * ——

প্রলম্ববধ।

একদা রামকৃষ্ণ উভয়ে গোপগণের সহিত পশুচারণ করিতে-ছেন, এমত সময়ে প্রলম্বনামা মহাসুর গোপরূপী হইয়া তাঁহা-দের দুইজনকে হরণ করিবার মানসে ঐ স্থানে আগমন করিল। যদিও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ অসুরের অভিপ্রায় জানিতে পারিলেন, তথাচ তাহার বিনাশসঙ্কল্প করিয়া তাহাকে সখা বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

তদনন্তর ভগবান্ গোপালদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আইস, আমরা বয়স ও বল অনুসারে দ্বন্দ্বীভূত হইয়া ক্রীড়া করি। গোপগণ সম্মত হইল এবং রামকৃষ্ণকে আপনাদের নায়ক করিল। কতকগুলি বালক কৃষ্ণের পক্ষ হইল, কতকগুলি বলদেবের পক্ষ আশ্রয় করিল। তাহার পর বাহ্য ও বাহকরূপ বিবিধ ক্রীড়া আরম্ভ করিল। সেই সকল ক্রীড়ায় যাহারা জয়ী হইল, তাহারা বাহ্য হইয়া এক এক জনকে বাহন করিয়া তদুপরি আরোহণ আর পরাজিত ব্যক্তিরা বাহক হইয়া বহন করিতে লাগিল। এইপ্রকারে ক্রীড়া করিতে করিতে সকলে ভাণ্ডীরকবনে সমুপস্থিত হইলেন। বলদেবের পক্ষীয় শ্রীদামাদি

বালকগণ যখন ক্রীড়ায় জয়ী হইত, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি গোপালগণ তাহাদিগকে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিত। একবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে এবং ভদ্রসেন কৃষ্ণকে আর প্রলম্বাসুর বলরামকে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিতেছিল। এই সময় দানবেশ্বর প্রলম্ব শ্রীকৃষ্ণকে অসহ্য মনে করিয়া তাঁহার দৃষ্টি-পরিহারবাসনায় বলদেবকে লইয়া দূরে গমন করিল।

অনন্তর কিছু অন্তরালে গমন করিয়া দুরাত্মা প্রলম্ব স্বকীয় দানবমূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া হলধর ঈষৎ ত্রস্ত হইলেন। পরন্তু তৎপরেই তাঁহার স্মৃতি আগত হইল, তিনি রোষবশে সেই শত্রুর মস্তকে দৃঢ়তর মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। আহত হইবামাত্র অসুর শীর্ণশিরা হইল এবং শোণিতবমন করিতে করিতে ঘোরতর চীৎকার করিয়া ভূতলে পতিত ও গতাসু হইল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক গোপ ও গোদিগকে অরণ্যাগ্নি হইতে রক্ষাকরণ।

একদা গোপাল-সকল ক্রীড়াসক্ত হইয়া থাকিলে তাহাদের গোসকল দূরে গিয়া চরিতে আরম্ভ করিল এবং স্বেচ্ছাক্রমে চরিতে চরিতে তৃণলোভে গহ্বরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অজা, গাভী

ও মহিষীগণ এক বন হইতে অন্য বনে গমন করিয়া তৃণাহার করিতেছিল, হঠাৎ বনাগ্নিতাপে সন্তাপিত ও তৃষিত হওয়াতে চীৎকার করিতে করিতে ঈষিকাটবীমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এদিকে রামকৃষ্ণ প্রভৃতি গোপালকগণ পশুদিগকে দেখিতে না পাইয়া অত্যর্থ অনুতাপান্বিত হইলেন; যেহেতু, বিবিধ প্রকারে অন্বেষণ করিয়াও সে সকল কোথায় গেল, জানিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে দেখিলেন, মুঞ্জাটবীমধ্যে গোধন-সকল দাঁড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। ভগবান্ জনার্দ্দন আহ্বান করিবামাত্র তাহারা হর্ষে প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল।

অকস্মাৎ মহান্ দাবানল অনিলপ্রেরিত হইয়া ভীষণ শিখা-সঞ্চালন পূর্ব্বক স্থাবরজঙ্গম গ্রাস করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে চতুর্দ্দিক্ হইতে সমুদ্ভূত হইল। চারিদিকে দাবানল দর্শন করিয়া গো এবং গোপগণের যৎপরোনাস্তি ভয় হইল; মানবগণ যেমন মৃত্যুভয়ে পীড়িত হইয়া ভগবান্ হরির শরণাপন্ন হয়, তদ্রূপ সকলে বলভদ্র-সহিত শ্রীকৃষ্ণের শরণপ্রাপ্ত হইয়া কহিতে লাগিল, হে কৃষ্ণ! হে মহাবীর্য্য! আমরা দাবাগ্নিতে দহ্যমান হইয়া শরণাপন্ন হইতেছি, আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। এই সকল গোপগণ তোমার বান্ধব; আমরা তোমাকে আমাদের নাথ ও পরম আশ্রয় বলিয়া অবগত আছি।

শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুবর্গের ঐরূপ কাতরবচন শ্রবণ করিয়া করুণা-প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন, "ভয় নাই, তোমরা নয়ন নিমীলন কর।" তৎশ্রবণে গোপগণ "তাহাই করিতেছি" বলিয়া নিমীলিত-লোচন হইলে যোগাধীশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই উদ্বেল দাবানল মুখদ্বারা পান করিয়া নির্ব্বাণ করিলেন। অনন্তর গোপগণকে ভাণ্ডীরবনে

আনয়ন পূর্ব্বক গহ্বরপ্রবেশ, পিপাসা ও পরিশ্রমাদিজনিত ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ করিলেন।

ভাণ্ডীরবনে আসিয়া চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক গোপগণের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তাহারা কৃষ্ণের অনির্ব্বচনীয় যোগবীর্য্য ও যোগমায়াবলে দাবানল হইতে আপনাদের অভাবনীয় পরিত্রাণ দর্শন করিয়া চমকিত হইয়া রহিল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐপ্রকারে গোসকলকে নিবৃত্ত করিয়া সায়াহ্নে বলদেব সহ বংশীধ্বনি করিতে করিতে আপনাদের গোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। পোপগোপিকাগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

—*—

গোপীগণের সাধনা ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বস্ত্রহরণ।

হেমন্ত ঋতু সমাগত। অগ্রহায়ণ মাসে নন্দব্রজের কুমারীরা হবিষ্যভোজন পূর্ব্বক কাত্যায়নীর পূজারূপ ব্রত আরম্ভ করিল। অরুণোদয়কালে যমুনাজলে স্নান করিয়া তাহারা জলসমীপে সিকতময়ী প্রতিমা স্থাপন পূর্ব্বক সুগন্ধি মাল্য, গন্ধ, ধূপ, দীপ, বলি, প্রবাল, ফল, তণ্ডুল ও অন্যান্য উচ্চাবচ উপহার দিয়া দেবীর পূজা করিতে লাগিল। নন্দগোপসুতকে পতি লাভ করাই তাহাদিগের এই ব্রতাচরণের একমাত্র উদ্দেশ্য। "শ্রীকৃষ্ণে চিত্তার্পণ

পূর্ব্বক তাহারা একমাসকাল এইরূপ ব্রতানুষ্ঠান করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহা অবগত হইয়া তাহাদের কর্ম্মফলপ্রদানার্থ বয়স্যগণ সহ একদিন তথায় সমুপস্থিত হইলেন। কুমারীরা যমুনাতীরে স্ব স্ব বসনরক্ষণ পূর্ব্বক জলমধ্যে অবগাহনার্থ অবতরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের বসন হরণ করিয়া সত্বর কদম্বতরূপরি আরোহণ করিলেন।

কুমারীরা অবগাহনান্তে তীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, পূর্ব্বরক্ষিত বসনগুলি তথায় নাই। তখন তাহারা ইতস্ততঃ নেত্রপাত করিয়া দেখিল, শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রগুলি হরণ পূর্ব্বক কদম্ববৃক্ষের উপর আরূঢ় হইয়া হাস্য করিতেছেন। তখন অবলাগণ মিনতি সহকারে বসন প্রার্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে পরিহাস পূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা এইখানে আসিয়া যথেচ্ছাক্রমে স্ব স্ব বসন গ্রহণ কর।

অবলাগণ শীতল সলিলে কণ্ঠ পর্য্যন্ত মগ্ন করিয়া কম্পান্বিত-কলেবরে কহিল, "কৃষ্ণ! অন্যায় কর কেন? আমরা জানি, তুমি নন্দগোপতনয়. ব্রজের শ্লাঘ্য এবং আমাদের প্রিয়, আমাদের বস্ত্রগুলি দেও, এই দেখ, আমরা শীতে কাঁপিতেছি।" প্রৌঢ়া রমণীরা বলিল, হে শ্যামসুন্দর! তুমি যেমন বলিবে, আমরা সেই প্রকার করিয়া তোমার দাস্য করিব, আমাদের বসনগুলি প্রদান কর। যদি না দেও, রাজাকে বলিয়া দিব।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তোমরা যদি আমার দাসী হইতে এবং আমি যাহা বলিব, তাহা করিতে স্বীকৃত হইতেছ, তবে আমি বলিতেছি, এইখানে আসিয়া আপন আপন বসন গ্রহণ কর, আমার নিকটে আসিয়া না লইলে কখনই দিব না, রাজাকে

বলিয়া দিবে, দিলেই বা, ক্ষতি কি, রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আমার কি করিবেন ?

তদনন্তর অবলারা আপন আপন করতল দিয়া অধোদেশ আচ্ছাদন পূর্ব্বক জলাশয় হইতে নির্গত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে অক্ষতদেহ দেখিয়া তাহাদের শুদ্ধভাবে প্রসন্ন হইলেন, পরে তাহাদের বস্ত্রগুলি স্কন্ধে রাখিয়া প্রীতিপূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, তোমরা ব্রতস্থ হইয়া বিবস্ত্রা হওত জলে যে অবগাহন করিলে, ইহাতে তোমাদের দেবহেলনরূপ অপরাধ হইয়াছে। আমি পরিহাস করিতেছি না, সেই পাপের অপনোদনার্থ আপন আপন মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া অধোভাগে প্রণাম কর, পরে আমার নিকটে আসিয়া বসন লইও!

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিবস্ত্রাবগাহনকে এইপ্রকারে দোষ বলিয়া বর্ণন করিলে ব্রজাঙ্গনারা মনে করিল, ইহাতে বুঝি আমাদের ব্রতভঙ্গ হইল, সুতরাং ব্রতপূর্ণতা কামনা করিয়া সেই ব্রতের এবং অন্যান্য অশেষ কর্ম্মের সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ সেই ভগবান্ হরিকেই প্রণাম করিল, যেহেতু, তিনিই পাপমার্জ্জক। যাহা হউক, ভগবান্ দেবকীনন্দন একে দয়ালু, তাহাতে আবার ব্রজকুমারীদের ঐ কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইলেন; সুতরাং সেই সকল অবলাকে তদ্রূপ প্রণত দেখিয়া তাহাদের বসন প্রদান করিলেন।

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল অবলাগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক পরিহাসবাক্যে লজ্জা প্রদান করত বলিলেন, সুন্দরিগণ! বিবস্ত্র অবগাহনে অপরাধ হয় বলিয়া কেমন তোমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছি, এখানে আসিয়া আপন আপন বসন গ্রহণ কর বলিয়া কেমন লজ্জা বিসর্জ্জন করাইয়াছি, পরিহাস করিতেছি না বলিয়া

কেমন উপহাসাস্পদ করিয়াছি, মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক অধোভাগে প্রণাম কর বাক্যে প্রায়শ্চিত্ত ছল করিয়া কেমন তোমাদিগকে খেলনা তুল্য করিয়াছি, কেমন তোমাদের বসন হরণ করিয়াছিলাম!

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে আপনার ধৃষ্টতার পরিচয় দিলেও সেই সকল অবলা দোষদৃষ্টিতে তাঁহাকে দর্শন করিল না। যেহেতু, প্রিয়সঙ্গ দ্বারা তাহাদিগের দোষদৃষ্টি নিবৃত্ত হইয়াছিল। তদনন্তর ব্রজাঙ্গনারা স্ব স্ব বসন পরিধান করিয়া প্রিয়তমসঙ্গমে বশীভূত হইল; সুতরাং গৃহীতচিত্ত হওয়াতে সে স্থান হইতে বিচলিত হইতে পারিল না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদের লোচন লজ্জা-বিলসিত হইয়াছিল, ইহাতে অনুমান হয়, শ্রীকৃষ্ণই তাহাদের চিত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ভগবৎপাদস্পর্শকামনায় ধৃতব্রতা সেই সকল অবলার মানস অবগত হইয়া ভগবান্ দামোদর সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পতিব্রতাগণ! তোমরা আমার অর্চ্চনা কর, তোমাদের যাহা মনোরথ, লজ্জা প্রযুক্ত তাহা বিজ্ঞাপন না করিলেও আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। তোমাদের সেই মনোরথ আমি অনুমোদন করিয়া লইলাম। যে সকল ব্যক্তির চিত্ত আমাতে আরোপিত হয়, তাহাদের কামনা বিষয়-ভোগার্থ কল্পিত হয় না। কারণ, যবাদি বীজ ভর্জ্জিত ও পক্ক হইলে তাহা হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারে না। হে অবলাগণ! তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ, এখন ব্রজে গমন কর। যাহার নিমিত্ত তোমরা এই ব্রত আচরণ করিলে এবং যদর্থ কাত্যায়নী দেবী অর্চ্চিত হইলেন, তোমাদের সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে; আগামিনী

রজনীতে তোমরা সকলেই আমার সহিত ক্রীড়া করিতে পাইবে।

ব্রজকুমারীগণ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া লব্ধকাম হইল এবং কৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করত অতিকষ্টে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ব্রজে গমন করিল। দেবকীনন্দনও অগ্রজ সহ গোপগণে পরিবৃত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাবশে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

উনবিংশ অধ্যায়।

ইন্দ্রযজ্ঞনিবারণ, কৃষ্ণকর্ত্তৃক গোবর্দ্ধনোৎসব-প্রবর্ত্তন এবং গিরিধারণ পুরঃসর গোকুলরক্ষা।

অনন্তর গোপগণ ইন্দ্রযাগার্থ উদ্‌যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভগবান্ সকলের আত্মা ও সর্ব্বদর্শী, ইহাতে যদিও স্বয়ং ঐ বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইলেন, তথাপি বিনয়াবনত হইয়া নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোপগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতঃ! আপনাদের কোন্ বিষয়ে এই উদ্‌যোগ উপস্থিত? বৃথা উদ্‌যোগ হইতে পারে না, বোধ করি, কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে। যদি তাহা হয়, এই যজ্ঞে কি ফল, দেবতাই বা কে, কি প্রকার ব্যক্তিই বা ইহাতে অধিকারী, কি সাধন দ্বারাই বা ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়? এ বিষয়ে আপনার সুমহৎ কামনা দেখিতেছি, অতএব আমি শুনিতে বাসনা করি, সবিশেষ বলুন্।

নন্দ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তাঁহাকে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন, পিতঃ! যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী, অতএব যাঁহাদের ভেদদৃষ্টি নাই, সেই সকল পুরুষের কোন কর্ম্মই গোপনীয় নাই। অতএব জিজ্ঞাসা করি, আপনাদিগের এই যে ক্রিয়া আরব্ধ হইয়াছে, এতদ্বিষয়ে কি বিচার করিতেছেন? ইহা কি শাস্ত্রতঃ প্রবৃত্ত, অথবা লোকাচারপ্রাপ্ত?

নন্দ কহিলেন, বৎস! ভগবান্ ইন্দ্র পর্জ্জন্যরূপী, মেঘসকল তাঁহার প্রিয় মূর্ত্তি। সেই সকল মেঘ প্রাণীগণের প্রীতিজনন ও জীবনকারণ বারি বর্ষণ করিয়া থাকে। আমরা সেই মেঘপতি ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞ ও তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকি। এই ইন্দ্রার্চ্চনধর্ম্ম পারম্পর্য্যাগত আচারপ্রাপ্ত।

নন্দের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, জীবমাত্রই কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং কর্ম্ম দ্বারাই বিলয় পাইয়া থাকে। সুখ, দুঃখ, ভয়, ক্ষেমও কর্ম্ম দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। কর্ম্ম হইতেই যদি ফলসিদ্ধি হইল এবং সকলে যদি কর্ম্মেরই পরতন্ত্র হইয়া পড়িল, তবে কর্ম্মানুবর্ত্তী প্রাণিগণের ইন্দ্রে প্রয়োজন কি? অজাগলস্তনতুল্যত্ব হেতু তাহাতে কোন কার্য্যই দৃষ্ট হয় না। যদি বল, অন্তর্যামী ব্যতিরেকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে না, ইহাতে কোন দেবতার উপযোগিতা নাই, এমত বলিতে পারি না। প্রাক্তন সংস্কার কর্ত্তৃক কর্ম্মসকল বিহিত হয়, তাহার অন্যথা করিতে ইন্দ্র বা কোন দেবতারই ক্ষমতা নাই।

আরও দেখুন, কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদ বৈশ্যদিগের বৃত্তি, আমরা গোপজাতি, গোরক্ষাই আমাদের বৃত্তি। রজো-

গুণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মেঘসকল সর্ব্বত্র বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, প্রজাগণ সেই মেঘ দ্বারাই জীবিত হয়। মহেন্দ্র কি করিবেন? আমরা বনবাসী, বন ও পর্ব্বতে বাস করি, বরঞ্চ বনশৈলাদিই আমাদের ভোগক্ষেমের কারণ। অতএব গো, ব্রাহ্মণ এবং পর্ব্বতের যজ্ঞ আরম্ভ করুন্। ইন্দ্রযজ্ঞার্থ যে সকল দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ হইয়াছে, তদ্দ্বারাই এই যজ্ঞ সমাধা হউক্। পায়সাদি মুদ্গসূপ পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার পাক ও গোধূমবিকার, পিষ্টক এবং শষ্কুলী প্রস্তুত হউক, আর সর্ব্বপ্রকারে দোহন গ্রহণ করা যাউক্। ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ সম্যক্প্রকারে অগ্নিতে হোম করুন্, আপনারা তাঁহাদিগকে বহুগুণান্বিত অন্ন এবং ধেনু সহিত দক্ষিণা দিউন্। শ্বপচ চণ্ডাল প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিদিগকেও যথাযোগ্য দান করা যাউক্। সংপ্রতি গোসকলকে তৃণ দিয়া পর্ব্বতের পূজোপহার প্রদান করুন্ এবং উত্তমরূপে আহার করিয়া শোভন বসন পরিধান পূর্ব্বক সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ও অনুলেপিত হইয়া গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও পর্ব্বত এই সকলকে প্রদক্ষিণ করুন্। হে তাত! আমার এই মত, যদি ইচ্ছা হয়, এই প্রকার করুন্। এইরূপ যজ্ঞ গো-বিপ্র প্রভৃতির প্রিয় এবং আমারও অভীপ্সিত।

কালরূপী ভগবান্ হরি ইন্দ্রদর্প-চূর্ণকরণবাসনায় ঐরূপ বলিলে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ শুনিয়া সর্ব্বতোভাবে তদীয় বচন গ্রহণ করিলেন, আর তিনি যে প্রকারে যাহা যাহা বলিলেন, সেই প্রকারে তৎসমুদায় সম্পাদন করিলেন। পরে স্বস্তিবাচন করাইয়া ইন্দ্রযজ্ঞার্থ আনীত দ্রব্য দ্বারা ভূধর ও ভূদেবদিগের যথাযোগ্য বলি প্রদান করিলেন এবং সাদরে গাভীদিগকে তৃণ

দিলেন। তদনন্তর গোধন সকলকে অগ্রে করিয়া পর্ব্বত-প্রদক্ষিণ করিলেন। তাঁহারা সকলেই উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া প্রকৃষ্ট বৃষভযুক্ত ভূরি ভূরি শকটে আরোহণ করিয়াছিলেন। গোপগণও ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বচন সহিত শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্যগান করত শকটারূঢ় হইয়াছিল। ভগবান্ হরি গোপদিগের বিশ্বাসজনক অন্য-প্রকার রূপ গ্রহণ করত পূজোপকরণ ভক্ষণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার কলেবর অতিশয় বিশাল হইয়াছিল। তদনন্তর ব্রজজন-গণের সহিত আপনি আপনাকে নমস্কার করিলেন,—কি আশ্চর্য্য দেখ, এই মূর্ত্তিমান্ পর্ব্বত আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বিধান করি-তেছেন। কামরূপী এই পর্ব্বত সর্পাদিরূপ হইয়া, যে সকল বনবাসী অবজ্ঞা করিতেছিল, তাহাদিগকে হত্যা করিতেছেন। আইস, আমাদের এবং গোসকলের কল্যাণার্থ আমরা ইঁহাকে নমস্কার করি।

সেই সকল গোপ কৃষ্ণের মন্ত্রণায় উক্তপ্রকারে পর্ব্বত, গো এবং বিপ্রদিগের যজ্ঞ যথাবৎ অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার সহিত পুন-রায় ব্রজে প্রত্যাগত হইল।

এদিকে দেবরাজ আপনার অর্চ্চনার উচ্ছেদ দেখিয়া নন্দাদি গোপগণের প্রতি অতীব কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অন্তকারী বারিদপটলীর যে প্রসিদ্ধগণ প্রলয় উৎপাদন করে, তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন এবং 'আমিই ঈশ্বর' এই গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বলিলেন, বনবাসী গোপদিগের কি ধনমদমত্ততা! তাহরা মানুষ কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেছে। সকল গোপই ধনমদে মত্ত এবং কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বৃংহিতদেহ হইয়াছে। হে মেঘগণ! তোমরা শীঘ্র গিয়া তাহাদিগের ধনমদ ও গর্ব্ব

অপনয়ন কর, তাহাদের পশুসকলকে ক্ষয় করিয়া ফেল; আমি নন্দের গোষ্ঠবিধ্বংসবাসনায় ঐরাবতবাহনে আরোহণ করিয়া মহাবেগশালী মরুদ্‌গণ সহ তোমাদের পরেই ব্রজে উপস্থিত হইব।

দেবরাজের ঐ প্রকার আজ্ঞাপ্রাপ্তমাত্র প্রলয়-মেঘ সকল মহাবলে ধারাসম্পাত করত নন্দের গোকুল নিষ্পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। জলধর-সকল স্থূল জলধারা অজস্র বর্ষণ করিতে থাকিলে ভূমি জলরাশিতে আপ্লাবিত হইল; অতএব কোন্ স্থান নিম্ন ও কোন্ স্থান উন্নত, তাহাও দৃষ্ট হইল না। অত্যন্ত বারিধারা-পতন ও প্রবলতর পবনবহনে যাবতীয় পশু কাতরকলেবর এবং গোপগোপীগণ শীতে অতিশয় আর্ত্ত হইয়া গোবিন্দের শরণাপন্ন হইল।

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শিলাবর্ষণ ও অতিবাতে গোকুলের অচেতনে বিনাশ দর্শন কনিয়া বুঝিলেন, ইন্দ্র কুপিত হইয়া এই সকল কাণ্ড ঘটাইয়াছেন। মনে মনে এইরূপ বুঝিতে পারিয়া তিনি গোপগোপীগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, ভয় কি? আমি নিজ সামর্থ্যানুসারে ইহার প্রতীকার করিব। মূর্খতা বশতঃ যাহারা আপনাদিগকে লোকপাল বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদের অহঙ্কার চূর্ণ করাই কর্ত্তব্য। এই গোষ্ঠ আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, আমি ইহার আশ্রয় ও নাথ, অতএব আপনার আত্মা দিয়াও ইহাকে রক্ষা করিব, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইলাম।

ভগবান্ হরি এই বলিয়া একহস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া, বালক যেমন ছত্রাক ধরে, তদ্রূপ অবলীলাক্রমে ধারণ করিলেন। পরে গোপদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে ব্রজবাসীগণ! তোমরা গোধন সহ যথাসুখে এই গিরি-

বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ কর। আমার হস্ত হইতে পর্ব্বত নিপতিত হইবে, এ আশঙ্কা করিও না। বাত-বৃষ্টিজন্য ভয় করিতে হইবে না, তাহা হইতে পরিত্রাণের এই উপায় বিহিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় গোপদিগের চিত্ত আশ্বস্ত হইল, তৎ-ক্ষণাৎ গোধন, শকটমণ্ডলী ও ভৃত্যপুরোহিতাদি সহিত সকলে স্বচ্ছন্দে পর্ব্বতাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ভগবান্ ক্ষুৎপিপাসার ক্লেশ এবং সুখাপেক্ষা বিসর্জ্জন করিয়া অবিচ্ছেদে সপ্তাহকাল গোবর্দ্ধন ধরিয়া রহিলেন; তন্মধ্যে একবারও স্বস্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। ব্রজবাসীরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল।

শ্রীকৃষ্ণের এই যোগানুভব অবগত হইয়া দেবরাজ বিস্মিত হইলেন এবং সঙ্কল্পভ্রষ্ট হওয়াতে নিস্তব্ধ হইয়া, যে সকল মেঘকে বর্ষণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন।

তখন আকাশ নির্মেঘ হইল, দিবাকর প্রকাশ পাইলেন এবং দারুণ বাতবৃষ্টি উপরত হইল। তদ্দর্শনে গোবর্দ্ধনধারী ভগবান্ হরি গোপদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, গোপগণ! তোমরা এখন গোধন ও পুত্রকলত্র সহ পর্ব্বতের অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হও, আর ভয় নাই, বায়ু ও বর্ষণ নিবৃত্ত হইয়াছে, নদনদী সকল প্রায় বিগতজল হইয়া আসিল।

অনন্তর গোপগণ শকটযোগে দ্রব্যসামগ্রী বহন পূর্ব্বক স্ব স্ব গোধন গ্রহণ করিয়া নির্গত হইয়া আসিল, আর স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধজনেরা ধীরে ধীরে বহির্গত হইল। তদনন্তর দর্শনকারী সর্ব্ব-ভূতের সমক্ষে ভগবান্ও সেই পর্ব্বতটীকে স্বস্থানে পূর্ব্ববৎ স্থাপন

করিয়া দিলেন। পরে ব্রজবাসীগণ প্রেমাবেগপূর্ণ হইয়া যথোচিত আলিঙ্গনাদি দ্বারা কৃষ্ণের নিকটে গমন করিতে লাগিল এবং গোপীগণ স্নেহপ্রকাশ পুরঃসর পরমহর্ষে পূজা ও দধি-অক্ষতাদি দ্বারা আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। যশোদা, রোহিণী, নন্দ এবং মহাবল বলরাম স্নেহে কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আশীঃপ্রয়োগ করিলেন। স্বর্গে দেবতা, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব এবং চারণগণ তুষ্ট হইয়া স্তব ও পুষ্পবৃষ্টি মোচন করিতে লাগিলেন এবং দেববৃন্দ কর্ত্তৃক প্রমোদিত হইয়া দেবলোকে শঙ্খ ও দুন্দুভি শব্দায়মান হইল; তুম্বুর প্রভৃতি গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠগণ আনন্দে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

অমিততেজা ভগবানের অনুভাব যেরূপ শ্রুত ছিল, প্রত্যক্ষে নিরীক্ষিত হওয়াতে 'আমি ত্রিলোকের ঈশ্বর' বলিয়া দেবরাজের নিজের যে অহঙ্কার ছিল, তাহা বিনষ্ট হইল। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি করযোড়ে কহিলেন, ভগবন্! আপনি গোপবালক নহেন, জগতের জনক, উপদেষ্টা এবং নিয়ন্তা। আপনি কালস্বরূপ। যে সকল ব্যক্তি নিতান্ত অজ্ঞ, অতএব আপনাদিগকে জগদীশ বলিয়া মানে, তাহারা আপনাদিগকে ভয়কালেও নির্ভয় নিরীক্ষণ করিয়া এক্ষণে আপনাদের অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিগতগর্ব্ব হইয়া আপনাদিগের ভক্তিস্বরূপ আর্য্যপথ সেবা করিতেছে। না করিবেই বা কেন? আপনার চেষ্টাই খল ব্যক্তিদিগের দণ্ড। প্রভো! আমি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়াছিলাম, আপনার প্রভাব জানিতে পারি নাই, এহেতু অপরাধ করিয়াছি। আমি মূঢ়মতি, আমাকে ক্ষমা করুন, প্রার্থনা করি, এতাদৃশী অসতী মতি পুনরায় যেন আমার অন্তরে

সমুপস্থিত না হয়। হে অধোক্ষজ! যে সকল ব্যক্তি স্বয়ং পৃথিবীর ভারস্বরূপ এবং যাহাদের হইতে বহুতর ভারের উৎপত্তি হয়, সেই সকল সেনাপতির বিনাশ ও আপনার চরণসেবকদিগের কুশল এই দুইটী কার্য্যনিমিত্ত আপনার এই অবতার, আমি আপনার সেবক, যদিও অত্যন্ত অপরাধী হইয়া থাকি, ক্ষমা করা উচিত। প্রভো! আপনি ভগবান্ শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্তর্যামী ও অন্তঃস্থ হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন। আপনি সকলের নিবাসস্থান এবং যাদবদিগের পতি, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি যদুদিগের পতি বটেন, কিন্তু স্বয়ং যাদব নহেন, আপনি ইচ্ছাবশে এই দেহ স্বীকার করিয়াছেন, অথচ এই মূর্ত্তি বিশুদ্ধ জ্ঞান মাত্র। আপনি মায়া দ্বারা জগদ্রূপ, যেহেতু, আপনি সকলের বীজ, অতএব আপনি সর্ব্বভূতের আত্মা, আপনাকে নমস্কার। ভগবন্! যজ্ঞ নিষিদ্ধ হওয়াতে আমি অভিমান বশতঃ তীব্রমন্যু হইয়া গোষ্ঠবিনাশ নিমিত্ত বারিবর্ষণ ও বায়ু প্রেরণ করিয়া অত্যন্ত অকার্য্য করিয়াছি। হে ঈশ! তথাপি আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ, আপনা হইতে আমার এই স্তব্ধতা বিধ্বস্ত এবং উদ্যম ব্যর্থ হইল। আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম।

দেবরাজ কর্ত্তৃক এই প্রকারে পরিস্তুত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে মেঘগম্ভীরস্বরে বলিলেন, হে দেবেন্দ্র! তুমি দেবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলে, আমি অনুগ্রহ করিয়া আমার স্মরণ নিমিত্ত তোমার যজ্ঞভঙ্গ করিয়াছি। যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যসম্পদে অন্ধ হয়, সে দণ্ডহস্ত যে আমি, আমাকে দেখিতে পায় না, অতএব যাহার প্রতি আমার অনুগ্রহ করিতে

বাসনা হয়, আমি তাহাকে অগ্রে ঐশ্বর্য্যসম্পদ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া থাকি। এক্ষণে গমন কর, তোমাদের মঙ্গল হউক, আমার আজ্ঞা পালন করিও, স্বর্গে গিয়া নিরহঙ্কার ও অপ্রমত্ত হইয়া স্ব স্ব অধিকারে পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি কর।

তখন দেবেন্দ্র দেবমাতৃদিগের উত্তেজনায় স্বীয় বাহনে আরোহণ করিয়া দেব ও ঋষিগণ সহিত ঐরাবতকরোদ্ধৃত আকাশগঙ্গার জল লইয়া জনার্দ্দনের অভিষেক করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের "গোবিন্দ" নামকরণ পূর্ব্বক আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে অভিষিক্ত হইলে নদ-নদী সকলে ক্ষীরাদিবিবিধ-রসবাহিনী হইল, বৃক্ষ সকলে মধুক্ষরণ হইতে আরম্ভ হইল, ব্রীহি প্রভৃতি ওষধি সকল বর্ষণ বিনাও পরিপক্ক হইয়া উঠিল। তৎকালে পর্ব্বত-সকল স্ব স্ব গর্ভস্থিত মণিসমূহ বাহিরে প্রকটিত করিয়া ধারণ করিল। অধিকন্তু, যে সকল প্রাণী স্বভাবতঃ ক্রূর, তাহারা পরস্পর বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া সকল নির্ব্বৈর হইল। দেবরাজ এইরূপে গোকুলপতি গোবিন্দকে অভিষিক্ত করিয়া দেবাদিগণ সহ অমরাবতীতে প্রস্থান করিলেন।



বিংশ অধ্যায়।

—*—

রাসলীলা।

মনোহারিণী শারদীয়া রজনী। শ্রীকৃষ্ণ সেই যামিনীকে উৎফুল্ল মল্লিকায় সুশোভন দর্শন করিয়া যোগমায়া অবলম্বন পূর্ব্বক কেলি করিতে বাসনা করিলেন। তাঁহার প্রীতি নিমিত্ত নিশাকর তৎক্ষণাৎ আকাশমণ্ডলে সমুদিত হইয়া, দীর্ঘকালের পর সমীপাগত প্রিয় যেমন আপনার প্রেয়সীর বদনকমল অরুণবর্ণ কুঙ্কুমে বিলুপ্ত করেন, তদ্বৎ পূর্ব্বদিশার মুখ সুখতম কিরণদ্বারা অরুণ উদয়রাগে অরুণিত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেলির উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া বামলোচনাদিগের মনোহর গীত মধুরস্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রজাঙ্গনাদিগের চিত্ত একে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিল, তদুপরি আবার তাহারা অনঙ্গবর্দ্ধন তদীয় গীত শ্রবণ করিয়া নিঃসাপত্ন্যে বিহারবাসনায় পরস্পর কেহ কাহাকেও স্ব স্ব উদ্যম জ্ঞাপন না করিয়া দ্রুতপদে কৃষ্ণসকাশে প্রধাবিত হইল। বেগে আগমন করাতে তাহাদের কর্ণকুণ্ডল সাতিশয় চঞ্চল হইল।

কোন কোন গোপাঙ্গনা গো-দোহন করিতেছিল, তাহারা দোহন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সমুৎসুক হইয়া গমন করিল। অন্যান্য গোপী অন্নপাকানন্তর মহানসে রাখিয়া স্থালীস্থ জল নিঃসারণ করিতেছিল, সমুদায় ক্বাথনির্গম প্রতীক্ষা করিতে পারিল না। গোন গোপী গোধূমকণান্ন রন্ধন করিতেছিল, পক্ব অন্ন না নাবাইয়াই প্রস্থান করিল; কোন অঙ্গনা অঙ্গরাগ লেপন করিতেছিল, অপর কেহ অঙ্গোদ্বর্ত্তনাদি কর্ম্ম করিতেছিল, কেহ কেহ বা লোচনে অঞ্জন দিতেছিল, তাহারাও গীতশ্রবণে সেই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসমীপে সত্বর গমন করিল, ব্যগ্রতা নিবন্ধন তাহাদিগের বসন-ভূষণ ঊর্দ্ধাধোধারণ দ্বারা স্থানতঃ ও স্বরূপতঃ বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইল।

যাহাদিগের মন শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত, তাহাদিগের কার্য্যে কোন বিঘ্নই ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। ঐ সকল ব্রজা-ঙ্গনার পিতৃ, ভ্রাতৃ, বন্ধু যদিও পুনঃ পুনঃ বারণ করিল, তথাপি আপনাদের আত্মা গোবিন্দ কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়াতে মোহিত হইয়া চলিল, কোন মতেই নিবৃত্ত হইল না। যে সকল গোপী নির্গম লাভ করিতে পারিল না, তাহারা পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায় নিমগ্ন ছিল, ঐ সময়েও নিমীলিতনয়না হইয়া কৃত্যর্থ চিন্তা করিতে লাগিল। দুঃসহ প্রিয়বিরহজন্য তীব্রতাপে সেই সকল গোপীর সমুদায় অশুভ বিগত হইল; তাহারা ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণের আশ্লেষ প্রাপ্ত হওয়াতে তজ্জন্য পরম সুখভোগ দ্বারা সমস্ত পুণ্যও প্রক্ষীণ হইল; অতএব যদিও তাহাদের উপপতি বোধ ছিল, তথাপি সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়াতে তৎকালীন সুখদুঃখ দ্বারা অশেষ কর্ম্মক্ষয় করিয়া দেহত্যাগ করিল।

ব্রজাঙ্গনাদিগকে সমীপে আগতা দেখিয়া বক্তৃশ্রেষ্ঠ ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তোমরা নির্ব্বিঘ্নে সুখে আগমন করিয়াছ ত? আমি তোমাদের কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিব? সকলে যেরূপ শশব্যস্তে আসিয়াছ, দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে। ব্রজের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? আমার নিকটে আগমনের কারণ কি?

কৃষ্ণেব এই কথা শুনিয়া গোপিকাগণ লজ্জাবশে অধোমুখে নিরুত্তর হইয়া অবস্থিত রহিল। তদ্দর্শনে কৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন, এই যামিনী ঘোররূপা, এখন এখানে ভীষণ শ্বাপদগণ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্র ব্রজে ফিরিয়া যাও। এ সময় এ স্থানে স্ত্রীলোকের থাকা উচিত নয়। তোমাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং পুত্রগণ তোমাদিগকে দেখিতে না পাওয়াতে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে, বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট হইতে ভয় নাই কি?

তখন গোপীগণ ঈষৎ প্রণয়কোপে অন্যদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় কহিলেন, এই কুসুমিত কানন পৌর্ণমাসীর শশিকরে সুরঞ্জিত এবং যমুনাস্পর্শী সমীরণের মন্দ মন্দ সঞ্চারণে কম্পমান তরুপল্লবে শোভিত হইতেছে, ইহা দেখিতে আসিয়াছিলে, দেখা হইল; অতএব এক্ষণে ব্রজে প্রতিগমন কর, আর বিলম্ব করিও না। তোমরা গিয়া তোমাদিগের পতিগণের সেবা কর, গৃহে তোমাদের বৎস ও বালকগণ রোদন করিতেছে, তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করাও এবং দুগ্ধাদি দোহন কর।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় গোপীদিগের দৃষ্টি ক্রোধে ক্ষুভিত হইল। তদবলোকনে শ্রীহরি কহিলেন, বোধ হয়, আমার প্রতি স্নেহ হেতু তোমরা বশীকৃতচিত্ত হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছ। ইহা যুক্তি-

যুক্ত বটে, কেন না, সকল প্রাণীই আমার প্রতি প্রীতি করিয়া থাকে। কিন্তু হে কল্যাণিগণ! অকাপট্যে পতির এবং তদীয় বন্ধুবর্গের সেবা ও পুত্রকন্যাগণের লালনপালনই স্ত্রীলোকদিগের পরম ধর্ম্ম। যে সকল অবলা পতিলোক অভিলাষ করে, তাহাদিগের কর্ত্তব্য এই যে, পতি অপাতকী, পাতকী, দুঃশীল, দুর্ভাগ্য, বৃদ্ধ, জড়, রোগী বা নির্ধন যে অবস্থাপন্নই হউক্ না কেন, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। কুলাঙ্গনাদিগের উপপতিসংক্রান্ত সুখ স্বর্গের প্রতিবন্ধক, অযশের জনক এবং অতি তুচ্ছ। অতএব আমার বিবেচনায় তোমাদিগের অবিলম্বে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

গোপীগণ এইপ্রকারে ভগবদুক্ত অপ্রিয়বচন শ্রবণ করিয়া সঙ্কল্পভঙ্গে বিষণ্ণ হইল এবং দুরত্যয় চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িল। তাহারা শুষ্কবদনে মৌনভাবে অধোমুখে হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। গোপীগণ কৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত, তাঁহার নিমিত্ত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়াছিল, অতএব স্ব স্ব অশ্রুপূর্ণ নয়ন মার্জ্জন করিয়া ঈষৎ কোপাবেশ হেতু গদগদবাক্যে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, প্রভো! এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উচিত হয় নাই। আমরা সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তোমার পাদমূল সেবা করিতে আসিয়াছি, তুমি স্বচ্ছন্দে আমাদিগকে গ্রহণ কর। তুমি যে বলিলে, পতি, পুত্র, বন্ধু ও বান্ধবগণের অনুবৃত্তি করা স্ত্রীলোকের স্বধর্ম্ম, তাহা তোমাতেই বর্ত্তমান হউক্। কেন না, তুমিই শুশ্রূষণীয়ত্বরূপে উপদিশ্যমান পতিপুত্রাদির অধিষ্ঠান। কারণ, তুমি ঈশ্বর, ঈশ্বর ব্যতিরেকে তো পতিপুত্রাদি কিছুই সম্ভবে না। তুমি দেহধারীদিগের

আত্মা এবং প্রিয়তর বন্ধু; অতএব তোমা ব্যতিরেকে সংসারে কে আবার বন্ধু হইতে পারে? যাহারা বুদ্ধিমান্, তাহারা আত্মরূপী তোমাতেই রতি করিয়া থাকে, পতিপুত্রাদি কেবল পীড়াদায়ক, সে সকলে কি হইবে, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা চিরদিন হইতে যে আশা হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, তাহা ছেদন করিও না। তুমি আমাদিগকে যে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলে, তাহা আমাদিগের সাধ্যের অতীত। কেন না, আমাদের যে চিত্ত এতাবৎকাল সুখে গৃহব্যাপারে রত ছিল, তাহা তুমি হরণ করিয়াছ; যে দুই হস্ত গৃহকার্য্যে রত ছিল, তাহাও অপহৃত হইয়াছে; আমাদের পদসমূহ তোমার পাদমূলে আসিয়া একপদও চলিতে সমর্থ নহে; আমরা কি প্রকারে ব্রজে গমন করি? গিয়াই বা কি করিব? হে কৃষ্ণ! তোমার সহাস্যবদন অবলোকন ও সুমধুর সঙ্গীতে আমাদের যে কামাগ্নি দীপিত হইল, অধরামৃত দিয়া সেক করত তাহা নিবারণ কর; নতুবা এই এক অগ্নি রহিল, আবার তোমার বিরহ হইতে অন্য অগ্নি জন্মিবে; দ্বিবিধ অনলে দগ্ধ হইয়া ধ্যানযোগে যোগীদের ন্যায় আমরা তোমার চরণসন্নিধি প্রাপ্ত হইব। হে অম্বুজাক্ষ! আরণ্যজন আপনার প্রিয়তর, এই কারণে কোন অরণ্যে যদবধি আমরা আপনার পদতল স্পর্শ করিয়াছি, সেই স্থানে আপনা কর্ত্তৃক আনন্দিত হইয়া অবধি আর আমাদের অন্যের সমক্ষে অবস্থিতি করিতেও প্রবৃত্তি হয় না, অতএব স্বপতি-সন্নিধানে গিয়া কি করিব? তাহাদের প্রতি আর আমাদের রতি হয় না, সুতরাং তাহাদের হইতে কামাগ্নি-নির্ব্বাণের সম্ভাবনা দুরূহ। ভগবন্! যাঁহার কটাক্ষলাভবাসনায় ব্রহ্মাদি দেবগণ তপস্যার্থ প্রয়াস করিয়া থাকেন,

সেই শ্রী আপনার বক্ষঃস্থলে স্থানলাভ করিয়াও স্বীয় সপত্নী তুলসীর সহিত ভবদীয় পদরেণু কামনা করেন, তাহার কারণ, ঐ রেণু যাবতীয় ভৃত্য কর্ত্তৃক সেবিত হয়। আমরাও শ্রীর ন্যায় আপনার পদরেণুর শরণাপন্ন হইলাম। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমরা আপনার উপাসনা করিব, এই আশা করিয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগীদের ন্যায় ভবদীয় পদমূল প্রাপ্ত হইয়াছি। হে পুরুষরত্ন! আপনার সুন্দর সহাস্যবদন নিরীক্ষণ দ্বারা যে তীব্র কাম জন্মিয়াছে, তাহাতে আমাদের চিত্ত দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, আমাদিগকে দাস্য প্রদান করুন্।

যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদিও স্বয়ং আত্মারাম, তথাপি সমাগত গোপীদিগের ঐ প্রকার কাতরবাক্য ও বিলাপ শ্রবণ করিয়া সদয় হইলেন এবং হাস্য করিতে করিতে তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রিয়সমাগমমাত্রে সেই সকল গোপীর বদনারবিন্দ উৎফুল্ল হইল, উদারচেষ্টাশালী ভগবন্ হরি মিলিত সেই সকল গোপীর সহিত তারাগণসহ মিলিত তারাপতির ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার উদার হাস্য ও মোহন দন্তসকলে মনোজ্ঞ কুন্দকুসুমবৎ দীধিতি উদ্যোতিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ সেই বনিতাশতমধ্যে যূথপতিতুল্য হইয়া কখন আপনি গান করিলেন, কখন বা তাহাদিগের কর্ত্তৃক উপগীত হইলেন; নদীপুলিনে গমন করিয়া গলে বৈজয়ন্তীমালা ধারণ পূর্ব্বক গোপীগণ সহিত বিপিন শোভিত করত বেড়াইতে লাগিলেন। সেই পুলিন কুমুদামোদী সুশীতল পবনে শোভিত, এবং হিমবালুকায় পরিপূর্ণ ছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাহুপ্রসারণ, আলিঙ্গন এবং

কর, চূর্ণকুন্তল, উরু, নীবি ও স্তন স্পর্শ দ্বারা ব্রজাঙ্গনাদিগের কাম উদ্দীপন পুরঃসর তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-সকাশে মানলাভ হওয়াতে সেই সকল ব্রজরমণী অত্যন্ত মানিনী হইল এবং আপনাদিগকে যাবতীয় অঙ্গনামধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান করিতে লাগিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল রমণীর ঐরূপ সৌভাগ্যমদ এবং গর্ব্ব নিরীক্ষণ করিয়া তাহার প্রশমন ও তাহাদের প্রতি প্রসন্নতা-প্রদর্শনার্থ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

ভগবান্ সহসা অন্তর্হিত হইলে ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া সমন্তাৎ তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহারা উচ্চস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে এক বন হইতে অন্য-বনে গমন করত তাঁহারই অন্বেষণে প্রবৃত্ত রহিল; তাহারা তরু-নিকরের সন্নিধানে গিয়া সেই মহাপুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল।

অবলাগণ অশ্বত্থ-সমীপে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে অশ্বত্থ! নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সপ্রেম হাস্য এবং সবিলাস অবলোকন দ্বারা আমাদের মনোহরণ পূর্ব্বক চৌরবৎ গমন করিয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে দেখিয়াছ কি? হে কুরুবক! হে অশোক! হে নাগ-কেশর! হে পুন্নাগ! হে চম্পক! যাঁহার মধুর হাস্যে কামিনী-কুলের দর্প চূর্ণ হয়, সেই রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ কি এখান দিয়া গিয়া-ছেন? হে তুলসি! হে কল্যাণি! হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে! যিনি অলিকুলের সহিত তোমাকে সদা ধারণ করেন, সেই ভগবান্ অচ্যুতকে কি তুমি দেখিয়াছ?

এই প্রকারে উন্মত্তবৎ প্রলাপ করিতে করিতে সেই সকল

গোপী শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ নিমিত্ত বিহ্বল হইয়া উঠিল ; পরে তদন্বিকা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল। কোন গোপী পূতনার ন্যায় আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, কেহ কৃষ্ণবৎ আচরণ করত তাহার স্তন পান করিতে লাগিল। কোন গোপী আপনাকে বালকবৎ করিয়া রোদন করিতে করিতে শকটাসুরের ন্যায় আচরণকারিণী অন্যা গোপীকে পদ দ্বারা আহত করিল। এক গোপী আপনাকে তৃণাবর্ত্ত দৈত্যের ন্যায় করিয়া কৃষ্ণের বাল্যলীলা-অভিনয়কারিণী অন্যা গোপীকে হরণ করিয়া লইয়া চলিল। শ্রীকৃষ্ণ যেমন দূরস্থিত গাভী সকলকে আহ্বান করিয়া বংশী বাজাইতেন, কোন গোপী তদ্রূপ অনুকরণ করিয়া বংশীধ্বনি করিতে করিতে ক্রীড়া আরম্ভ করিলে অন্যান্য গোপীরা সাধু সাধু বলিয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই সকল গোপীর চিত্ত অর্পিত ; তাঁহার কথাই তাহাদের আলাপ এবং তাঁহার চেষ্টাই তাহাদের চেষ্টা হওয়াতে তাহারা সর্ব্বতোভাবে তন্ময়ী হইয়া রহিয়াছিল এবং তাঁহারই গুণগানে নিরত ছিল। ঐ প্রকারে কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে তাহাদিগের নিজ নিজ গৃহের কথা বিস্মৃত হইল ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে পুনরায় যমুনাপুলিনে আসিল এবং শ্রীকৃষ্ণের আগমনের প্রত্যাশায় সকলে মিলিত হইয়া তাঁহারই গুণগান করিতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপীদিগের যার পর নাই স্পৃহা জন্মিয়াছিল ; সুতরাং তাহারা নানাপ্রকারে বিলাপ করিয়া শেষে অধীর হইয়া পড়িল এবং মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে দয়াময় ভগবান্ পীতাম্বরধারী ও মাল্যদামে সমলঙ্কৃত হইয়া সস্মিত-

বদনে তাহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র সেই সকল অবলার নয়ন প্রীতিপ্রফুল্ল হইল; তাহারা ব্যস্তসমস্ত ভাবে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দণ্ডায়মান হইল। কোন গোপী আনন্দে অধীর হইয়া নিজ করে শ্রীকৃষ্ণের করকমল ধারণ করিল; কেহ বা বাসুদেবের চন্দন-চর্চ্চিত বাহু লইয়া আপনার স্কন্ধে সংস্থাপন করিল, কেহ অঞ্জলি পাতিয়া কৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল চাহিয়া লইল, কোন বিরহসন্তপ্তা কামিনী তদীয় চরণকমল আপনার স্তনোপরি নিহিত করিল।

তখন শ্রীকৃষ্ণ অবলাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখিগণ! তোমরা যুক্তাযুক্ত বিবেচনা না করিয়া আমার জন্য গৃহ ও আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছ; ধর্ম্মের পরীক্ষা না করিয়া বেদধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছ এবং স্নেহত্যাগ হেতু জ্ঞাতি পরিহার করিয়াছ; অতএব তোমাদের ধ্যানপ্রবৃত্তি জন্য পরোক্ষভাবে আনুগত্য করিয়া যেন তোমাদের প্রেমালাপ শুনি নাই, এইরূপ ভাব দেখাইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করিও না। তোমরা দুর্জ্জয় মোহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমার ভজনা করিয়াছ, কিন্তু আমার মন অনেকেরই প্রতি প্রেমাবদ্ধ, সুতরাং তোমাদের সাধুকৃত্য দ্বারাই তোমাদের কৃত সাধুকৃত্যের বিনিময় হইল; তোমাদের সুশীলতা দ্বারাই আমি অঋণী হইলাম, প্রত্যুপকার দ্বারা হইতে পারিলাম না।

ভগবানের এই প্রকার সুকোমল বচনাবলী শ্রবণ করিয়া গোপীগণ বিরহজন্য সন্তাপ পরিত্যাগ করিল এবং তাঁহার কর-চরণাদি অবয়ব স্পর্শে তাহাদের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণলাভ হইল। গোপীগণ পরস্পর পরস্পরের বাহু গ্রথিত করিয়া দণ্ডায়মান হইলে

ভগবান্ প্রীত ও অনুব্রত সেই সকল স্ত্রীরত্ন সহ মিলিত হইয়া রাস-ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। অতএব গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত রাসোৎসব আরম্ভ হইল। সেই সকল অবলা মণ্ডলীরূপে অবস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের দুই দুই জনের মধ্যভাগে এরূপে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দুই পার্শ্বে দুই দুই জনের গলদেশ এরূপে আলিঙ্গন করিলেন যে. তাহারা প্রত্যেকে তাঁহাকে স্ব স্ব নিকটস্থ এবং আমাকেই আলিঙ্গন করিতেছেন, এইরূপ বোধ করিতে লাগিল। একাকী শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে সকল গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এককালে সকলকে আলিঙ্গন করিলেন, কাহারও হৃদয়ে যেন এ সংশয় উপস্থিত না হয়। ভগবান্ যোগেশ্বর, তাঁহার শক্তি অচিন্ত্য, কিছুই তাঁহার অসাধ্য নহে।

যাহা হউক, এই অদ্ভুত ব্যাপার-দর্শনার্থ দেবদেবীগণের অন্তঃ-করণ অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিল; সুতরাং তৎক্ষণাৎ সস্ত্রীক দেবগণের শত শত বিমানে গগনমার্গ সঙ্কুল হইল; দুন্দুভি-সকল বাদিত ও পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল এবং প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ সস্ত্রীক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মল যশোগান করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার আরম্ভ হইলে গোপিকাগণের বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণী-সমূহের মধুরধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল। সুবর্ণময় মণিসমূহের মধ্যে মহানীলমণি যেরূপ শোভা পায়, স্বর্ণবর্ণা গোপিকাগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ভগবান্ জলদ-শ্যামল শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। গোপীগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যেমন শোভা হইল, গোপীগণও কৃষ্ণের দ্বারা সেইরূপ শোভা ধারণ করিল। রাসক্রীড়া করিতে করিতে গোপী-

গণের স্তনমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল, বসন চঞ্চল হইল, বদনে স্বেদবিন্দু দৃষ্ট হইল, তাহাদের কবরী ও কাঞ্চীর গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িল; তাহারা কৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে মেঘচক্রে বিদ্যুতের ন্যায় সাতিশয় বিরাজমানা হইল। ফলতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি বহুবিধ, ইহাতে তিনি সে সময়ে মেঘচক্রের সদৃশ হওয়াতে গোপীগণ যেন বিদ্যুৎ, স্বেদবিন্দু যেন জলধারা এবং সঙ্গীত যেন মেঘগর্জ্জন তুল্য হইয়া উঠিল।

তদনন্তর রতিপ্রিয়া অঙ্গনাকুল নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল। সেই সঙ্গীতে যেন ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শে প্রমুদিত সেই সকল গোপীর কণ্ঠদেশ নানা রাগে অনুরঞ্জিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে সাধু সাধু বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্মান করিলে কোন গোপী তাঁহার সঙ্গে অমিশ্রিত ষড়জাদি স্বরালাপ উন্নয়ন করিল, কিন্তু সে সকল স্বরালাপ সঙ্কীর্ণ হইল না; বরঞ্চ সেই ষড়জাদি স্বরের উন্নয়নকে তালবিশেষ করিয়া ঊর্দ্ধে নীত করিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীকে বহু বহু ধন্যবাদ দিলেন।

নৃত্যগীতাদি দ্বারা কৃষ্ণসম্মানিতা সেই সকল অবলামধ্যে কোন গোপী রাসে পরিশ্রান্তা হইয়া গদাধর হরির পার্শ্বে গিয়া অবস্থিত হইল এবং বাহুদ্বারা তদীয় স্কন্ধ গ্রহণ করিল; কাজেই তাহার হস্তের বলয় ও মস্তকের মল্লিকা শ্লথ হইয়া পড়িতে লাগিল। কোন কামিনী নৃত্যবশতঃ চঞ্চল কুণ্ডলদ্বয়ের কিরণে সমুল্লাসিত প্রিয়তমের গণ্ড আপনার মনোহর গণ্ডস্থলে ধারণ করিল; শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে চর্ব্বিত তাম্বূল প্রদান করিলেন। কোন গোপী নৃত্যগীত করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বগতা হইয়া তদীয় মঙ্গলকর

করকমল আপনার কুচমণ্ডলে স্থাপন করিল। অনবরত নৃত্য করিতে করিতে সেই গোপীর নূপুর ও মেখলা যেন মুখরিত হইয়া উঠিল। অন্যান্য গোপীরা কমলাবল্লভকে কান্ত প্রাপ্ত হইয়া তৎকর্ত্তৃক বাহুদ্বয় দ্বারা কণ্ঠে গৃহীতা হইল এবং তদীয় গুণগান করত পুলকভরে বিহার করিতে আরম্ভ করিল। বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণীধ্বনি করিতে করিতে সকল গোপীই রাসমণ্ডলে ভগবানের সহিত এইরূপে নৃত্য করিয়া হৃদয়ে পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইল।

গোপিকাগণ যেরূপ ভগবানের সহিত বিবিধ বিভ্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিল, রমাপতিও সেইরূপ আলিঙ্গন, করাভিমর্ষণ, স্নিগ্ধ অবলোকন, উদ্দাম বিলাস ও উদ্দাম হাস্য করত সেই সকল ব্রজাঙ্গনার সহিত সেই প্রকারে কেলি করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গে গোপীগণের প্রকৃষ্ট প্রীতি জন্মিল, তাহাতে তাহাদের ইন্দ্রিয়-সকল এরূপ আকুল হইল যে, কুন্তল, দুকূল এবং স্তনাবরণ শ্লথ হইয়া পড়িয়া গেলেও যথার্থরূপে পূর্ব্ববৎ ধারণ করিতে পারিল না। তাহাদের মাল্য ও অলঙ্কার সকলও বিস্রস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। কেবল গোপীকুল ব্যাকুল হইল, এমন নহে, দেবাঙ্গনাগণও শ্রীকৃষ্ণকেলি অবলোকনে কামার্ত্ত হইয়া মুগ্ধ হইলেন; তারাগণ সহ তারাপতিরও বিস্ময় জন্মিল; নিশাকর বিস্ময়াপন্ন হইয়া আপনার গতি বিস্মৃত হইলেন, সুতরাং তাঁহার অগ্রবর্ত্তী গ্রহসকলও নিশ্চল হইল, অতএব সুদীর্ঘা রজনীতে গোপীগণ যথাসুখে বিহার করিতে লাগিল। রাসস্থলে যতসংখ্যক গোপী ছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের পূর্ব্বপ্রার্থনা ও আপনার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া আপনাকে ততসংখ্যক করিলেন এবং

যদিও আপনি আত্মারাম, তথাপি লীলানিমিত্ত তাহাদের প্রত্যেকের সহিত ক্রীড়া করিলেন। সেই সকল রমণী রতিক্রীড়ায় শ্রান্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা পুরঃসর প্রেমপ্রকাশ করিয়া স্বীয় মঙ্গলময় করতল দ্বারা তাহাদের বদন মার্জ্জন করিয়া দিলেন। গোপীগণ অমৃততুল্য হাস্য এবং অবলোকন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত তদীয় গুণগানে প্রবৃত্ত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের নখরস্পর্শে তাহাদিগের হৃদয়ে পরম আনন্দের সঞ্চার হইল।

যেমন প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া পরিশ্রান্ত করিরাজ করিণীগণ সহ জলপ্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ শ্রান্ত হইয়া শ্রমাপনোদানার্থ সেই সকল গোপীর সহিত সরোবরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে ভগবান্ স্বয়ং লোকমর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছিলেন। ঐরূপে তিনি জলে অবগাহন করিলে গোপীদিগের অঙ্গসঙ্গ বশতঃ মালা সংমর্দ্দিত ও তাহাদের কুচকুঙ্কুমে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল; ভ্রমরকুল গুন্ গুন্ করিতে করিতে সেই মালার অনুবর্ত্তী হইল। জলমধ্যে যুবতীবৃন্দ পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণের উপর জলপ্রক্ষেপ করিতে লাগিল এবং হাস্য করিতে করিতে প্রেমভরে ইতস্ততঃ চারিদিকেই জল দিয়া আর্দ্রীকৃত করিল। ভগবান্ আত্মারাম হইয়াও গজেন্দ্রতুল্য লীলা প্রকাশ করত সেই গোপীমণ্ডলমধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিমানচারী দেবগণ কুসুমবর্ষণ পুরঃসর নানাপ্রকারে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মদমত্ত মাতঙ্গ যেমন করেণুগণসহ ভ্রমণ করে, তদ্বৎ প্রমদাগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যমুনার উপবনে বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তত্রত্য রমণীয় স্থলসকলে সুখস্পর্শ পবন বহিতেছিল। সেই বায়ু জলজ ও স্থলজ পুষ্পসকলের সৌরভে

সাতিশয় সুরভি হইয়াছিল। স্ত্রীকদম্বে পরিবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সকল রজনী রাসক্রীড়া সম্পাদন করিলেন। পরন্তু ভগবান্ ঐরূপে যুবতীবৃন্দসহ কেলি করিলেও তাঁহার শুক্র আপনাতেই অবরুদ্ধ ছিল, স্খলিত হয় নাই।

অনন্তর ক্রীড়া করিতে করিতে যখন নিশাবসান হইয়া ব্রাহ্মমূহূর্ত্ত সমুপস্থিত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। ভগবৎপ্রিয়া অবলাবৃন্দ অনিচ্ছু হইয়াও স্ব স্ব গৃহে প্রতিপ্রস্থান করিল।

একবিংশ অধ্যায়।

অহিগ্রস্ত নন্দের মোচন, শঙ্খচূড় ও অরিষ্টবধ, কংস কর্ত্তৃক কৃষ্ণবধার্থ মন্ত্রণা এবং তাঁহাকে আনয়নার্থ অক্রূরের প্রতি আদেশ।

একসময়ে দেবযাত্রা উপলক্ষে গোপবালাগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বৃষবাহিত শকটোপরি আরোহণ পূর্ব্বক অম্বিকাকাননে গমন করিলেন। তথায় সরস্বতীজলে স্নান করিয়া ভক্তি সহকারে বিবিধ উপহার দিয়া পরম বিভু দেবদেব পশুপতি ও মহাদেবী অম্বিকার অর্চ্চনা করিলেন। যতব্রত মহাভাগ নন্দ, সনন্দক প্রভৃতি সকল গোপেরই জলমাত্র পান পুরঃসর উপবাসী হইয়া সরস্বতীতীরে সেই রাত্রি বাস হইল। নিশাভাগে সকলে অব-

স্থিত আছেন, ইতিমধ্যে একটা মহাসর্প অত্যর্থ বুভুক্ষিত হইয়া অলক্ষিতরূপে যদৃচ্ছাক্রমে সেই বিপিনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শয়ান নন্দকে সহসা গ্রাস করিল।

সর্পগ্রস্ত হইবামাত্র "কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমাকে মহাসর্প গ্রাস করিল, আমি শরণাপন্ন, আমাকে শীঘ্র মুক্ত কর" বলিয়া গোপরাজ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গোপরাজের আর্ত্তনাদ শ্রবণমাত্র গোপালগণ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিল এবং নন্দকে অহিগ্রস্ত দেখিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে সত্বর জ্বলন্ত কাষ্ঠ গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। সর্প যদিও মুহুর্ম্মুহুঃ প্রজ্বলিত কাষ্ঠ দ্বারা তাড়িত হইতে থাকিল, তথাপি নন্দকে পরিত্যাগ করিল না। অতএব সাত্বতপতি ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া পদদ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শমাত্র তাহার দুরদৃষ্ট বিনষ্ট হইল, সে সর্পদেহ পরিহার পুরঃসর তৎক্ষণাৎ বিদ্যাধরমধ্যে স্বীয় রূপ ধারণ করিল।

একদা অদ্ভুতবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ব্রজাঙ্গনাদিগের মধ্যগত হইয়া রজনীযোগে বনবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপীগণ রামকৃষ্ণের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মোহবশে বিহ্বলপ্রায় হইয়া পড়িল। তাহাদের চিত্ত সেই সঙ্গীতে বিলীন হওয়াতে তাহাদের গাত্র হইতে বস্ত্র যে স্থানচ্যুত হইল, তাহাও তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিল না।

রামকৃষ্ণ এইরূপে গান করিতে করিতে যখন ক্রীড়া করেন, তখন শঙ্খচূড় নামে এক বিদ্যাধর তথায় উপস্থিত হইয়া গোপীগণকে হরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সে যখন গোপীগণকে লইয়া উত্তরদিকে প্রস্থান করে, তখন অবলারা "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!

রক্ষা কর” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ “ভয় নাই, ভয় নাই” বলিয়া বিদ্যাধরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন; অন্যান্য বয়স্যেরাও শালবৃক্ষ হস্তে লইয়া দুরাত্মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। তখন বিদ্যাধর ভীত হইয়া অবলাগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিবৃত্ত না হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইলেন। বহুক্ষণ পরে ভগবান্ বিভু শঙ্খচূড়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া মুষ্ট্যাঘাতে তাহার প্রাণসংহার পূর্ব্বক তাহার মস্তকস্থ মণি লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং সাদরে অগ্রজের হস্তে সেই ভাস্বরমণি প্রদান করিলেন।

একদা রামকৃষ্ণ বয়স্যগণের সহিত গোচারণ করিতেছেন, ইত্যবসরে বৃষভাকৃতি দুষ্ট অরিষ্ট অসুর খুরক্ষেপে ক্ষিতিতল বিক্ষত ও কম্পিত করত গোষ্ঠে আগমন করিল। তাহার ককুদ ও কায় প্রকাণ্ড। সে বৃষভজাতীয় ধ্বনি করত পদন্যাসে ধরাতল বিদীর্ণ ও লাঙ্গূল উর্দ্ধ করিয়া শৃঙ্গাগ্র দ্বারা তটসকল উৎক্ষিপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাকে দর্শনমাত্র গোপ ও গোপীগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং পশুকুল ব্যাকুল হইয়া গোকুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, গোকুল ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল, সুতরাং বৃষাসুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “রে দুষ্ট! আমি থাকিতে এই পশুপালকে ভীত করাতে তোর কি ফললাভ হইবে?” এই বলিয়া করতল দ্বারা বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক সেই তলশব্দে অসুরকে কোপিত করিয়া তুলিলেন। দুষ্ট অরিষ্ট ক্রোধিত হইয়া খুরপ্রক্ষেপে ধরণী খনন করত কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল। তাহার পুচ্ছ উর্দ্ধগত হওয়াতে সে সময় তদ্দ্বারা মেঘসকল আকাশে

ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। ঐ অসুর আপনার শৃঙ্গদ্বয়ের অগ্রভাগ অগ্রে ন্যস্ত করিয়াছিল এবং তাহার বিকট নয়ন যেন স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছিল। সে কটাক্ষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বক্রভাবে নিরীক্ষণ করিয়া ইন্দ্রক্ষিপ্ত বজ্রের ন্যায় দ্রুত দৌড়িয়া আসিল। তখন ভগবান্ তাহার দুইটী শৃঙ্গ ধরিলেন এবং হস্তী যেমন প্রতিপক্ষ হস্তীর প্রতিকূলতা করে, তদ্বৎ প্রতিকূলতা করিয়া একেবারে অষ্টাদশ পদ অন্তরে তাড়াইয়া দিলেন। অসুর তাড়িত ও পতিত হইয়া তখনি গাত্রোত্থান করিল এবং ক্রোধপূর্ণ হইয়া পুনরায় ধাবমান হইল।

শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টাসুরকে আসিতে দেখিয়া তাহার বিষাণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক নিগ্রহ করিলেন এবং পদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া ভূতলে ফেলিয়া আর্দ্রবসনের ন্যায় নির্দ্দয়রূপে নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন; পরে তাহার শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারাই সেই দুষ্টকে নিহত করিলেন। অসুর অচেতন হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। দুষ্ট অরিষ্টাসুর ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ এবং পদসকল ইতস্তত: সঞ্চালন করিতে করিতে প্রচলিতনয়ন হইয়া গতাসু হইল, অব্যবহিত পরক্ষণেই শমন-ভবনে প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে ভগবান্ হরির ভূরি ভূরি স্তব করিতে লাগিলেন।

অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠমধ্যে অরিষ্টাসুরকে নিহত করিলে একদিন দেবর্ষি নারদ কংসসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, অসুররাজ! দেবকীর অষ্টম গর্ভ বলিয়া যে কন্যা প্রসিদ্ধ হয়, সে দেবকীর কন্যা নহে; যশোদার আত্মজ; আর ব্রজে যশোদার পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ যে কৃষ্ণ, তিনি যশোদার গর্ভজাত নহেন,

দেবকী গর্ভজাত; রোহিণীপুত্র রামও দেবকীর সপ্তম সন্তান। বসু-দেব তোমার ভয়ে আপনার মিত্র নন্দের হস্তে ঐ দুই পুত্রকে সমর্পণ করিয়া আইসে, তাহাদিগের দ্বারাই অসুরগণের নিধন হইতেছে।

কংস এই কথা শ্রবণমাত্র কোপে কম্পিতকলেবর হইল এবং বসুদেবের প্রাণবধবাসনায় তৎক্ষণাৎ শাণিত অসি গ্রহণ করিল। তদ্দর্শনে নারদ কহিলেন, "রাজন্! বসুদেব নিহত হইলে রামকৃষ্ণ পলাইবে, সুতরাং বসুদেবকে নিহত করা উচিত নহে।" তখন কংস বসুদেবের বধে ক্ষান্ত হইল বটে, কিন্তু লৌহ-ময় পাশ দ্বারা বসুদেব ও দেবকীকে বন্ধন করিয়া রাখিল।

দেবর্ষি স্বস্থানে প্রস্থান করিলে কংসরাজ কেশীনামা অসুরকে আহ্বান করিয়া বলিল, "তুমি গোকুলে গিয়া কৃষ্ণকে বধ কর।" এই বলিয়া মুষ্টিক, চাণূর, শল, তোষলক প্রভৃতি অমাত্য ও প্রধান প্রধান হস্তিপালদিগকে আহ্বান করিয়া বলিল, "তোমরা সকলে আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। বসুদেবের দুই পুত্র রামকৃষ্ণ নন্দ-ব্রজে আছে। দেবর্ষি বলিয়া গেলেন, তাহাদের হইতে আমার মৃত্যু হইবে। তোমরা তাহাদের দুইজনকে এই স্থানে আনয়ন করিয়া মল্লক্রীড়াক্রমে বধ কর। আশু মল্লরঙ্গমধ্যে বিবিধ মঞ্চ প্রস্তুত কর এবং এই ঘোষণা দেও যে, ব্রজ ও অন্যান্য জনপদবাসী সকলে আসিয়া স্বেচ্ছাক্রমে মল্লযুদ্ধ দর্শন করুক্। এতদ্ব্যতীত রঙ্গদ্বারে কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে লইয়া যাও এবং তাহার দ্বারা আমার ঐ দুই শত্রুর প্রাণবধ কর। চতুর্দ্দশী-তিথিতে যথাবিধি ধনুর্যাগ আরম্ভ হউক, বরদ ভূতরাজের প্রীত্যর্থ পবিত্র পশুসকল বলি হইতে থাকুক্।

কংসাসুর এইরূপ আদেশ দিয়া যদুশ্রেষ্ঠ অক্রূরকে ডাকাইয়া

আনিল এবং তাহার হাত ধরিয়া বলিল, অক্রূর! আমার নিমিত্ত তোমাকে একটী মিত্রকৃত্য করিতে হইবে। ভোজ ও বৃষ্ণিবংশমধ্যে তোমা ভিন্ন কোন ব্যক্তি আমার প্রতি সাদর ও অত্যর্থ হিতকারী নাই। সখে! একবার নন্দব্রজে গমন কর, সেখানে বসুদেবের দুইটী পুত্র আছে, তাহাদিগকে রথে করিয়া এইখানে আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না। ঐ দুই বালক আমার মৃত্যুস্বরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, নন্দাদিগোপগণ সহ সেই দুই বালককে শীঘ্র আনয়ন কর। এখানে আনীত হইলে কালান্তক যমতুল্য হস্তী দ্বারা তাহাদিগকে নিহত করাইব। যদি হস্তীর আক্রমণ হইতে মুক্ত হয়, বজ্রসদৃশ মল্লদ্বারা বিনাশিত করিব। ঐ দুইটা বালক নিহত হইলে তাহাদের বন্ধু বসুদেব এবং বৃষ্ণি, ভোজ, দাশার্হ ও রাজ্যাভিলাষী স্থাবর মদীয় পিতা উগ্রসেন প্রভৃতি সকলকেই বিনষ্ট করিয়া ফেলিব। তাহা হইলে পৃথিবী আমার পক্ষে নিষ্কণ্টক হইবে। যদিও কোন শত্রু জীবিত থাকে, তাঁহাতে ভয় নাই; জরাসন্ধ আমার গুরু, দ্বিবিদ আমার প্রিয়সখা, শম্বর, নরক ও বাণ এই তিন মহাসুরের আমারই সহিত সৌহৃদ্য; ঐ সকল বীরের সহায়তায় বিপক্ষ সুরপক্ষীয়-দিগকে নিহত করিয়া পৃথিবী ভোগ করিতে পারিব। মনের কথা তোমাকে বলিলাম, এখন যাও, ধনুর্যজ্ঞ দর্শন বা মধুপুরের শোভা দর্শন করাইবার ছল করিয়া রামকৃষ্ণকে শীঘ্র মথুরায় আনয়ন কর।

দুষ্টমতি কংস অক্রূরকে এইরূপ আদেশ প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিয়া আপনার গৃহে প্রবেশ করিল; অক্রূরও মনে মনে কর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।



দ্বাবিংশ অধ্যায়।

কেশীবধ ও ব্যোমাসুর-সংহার।

কংসপ্রেরিত কেশীনামা মহাসুর অশ্বরূপী হইয়া মনোবেগে খুরক্ষেপে ধরাতল বিদীর্ণ করিতে করিতে গোকুলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দর্শনমাত্র গোকুলবাসী সকলেই ভীতিবিত্রস্ত হইয়া পড়িল। তখন শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টাসুরের সম্মুখে নির্গত হইয়া গর্জ্জন সহকারে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। কেশী বদনঃব্যাদান পূর্ব্বক কৃষ্ণের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং অত্যর্থ ক্রুদ্ধ হইয়া পশ্চাদ্‌ভাগের পদদ্বয় দ্বারা কমললোচনের প্রতি আঘাত করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে তাহার আঘাত হইতে অন্তর হইলেন। পরে দুরাত্মা কৃষ্ণের নিধনবাসনায় যে দুইটা পদ প্রসারিত করিল, শ্রীকৃষ্ণ দুই হস্তে তাহা ধরিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। গরুড় যেমন সর্প ধরিয়া অবজ্ঞা পূর্ব্বক ফেলিয়া দেয়, তদ্বৎ ঘৃণাকরত শতধনু অন্তরে কৃষ্ণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই কেশীর সংজ্ঞালাভ লইল, সে পুনরায় উত্থিত হইয়া মুখব্যাদান করত শ্রীকৃষ্ণের দিকে প্রধাবিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে বিলমধ্যে সর্পের প্রবেশবৎ নির্ভয়ে তাহার বদনাভ্যন্তরে বামবাহু প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। কেশীর দশনসকল চর্ব্বণবাসনায় যেমন ভগবানের বাহু স্পর্শ করিল, তৎক্ষণাৎ অতি-

তপ্ত লৌহাদি-স্পৃষ্টপ্রায় হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের বাহুও সেই অসুরের দেহমধ্যগত হইয়া উপেক্ষিত জলোদররোগের তুল্য বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণের বৃদ্ধিশীল বাহু দ্বারা কেশীর শরীরস্থ বায়ু নিরুদ্ধ হইল, সুতরাং সে স্বিন্নকলেবর ও বিবৃত্ত-চক্ষু হইয়া চরণক্ষেপণ ও বিষ্ঠাত্যাগ করিতে করিতে গতাসু হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। কর্কটিকাফল পক্ব হইলে যেমন বিদীর্ণ হয়, সেইরূপ বিদীর্ণ ও বিগতাসু কেশীর দেহাভ্যন্তর হইতে মহাভুজ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাহু আকর্ষণ করিয়া লইলেন। গগনমার্গ হইতে দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি দিব্য কুসুমরাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেশী দানবকে নিহত করিয়া ব্রজজনের সুখোৎপাদন পুরঃসর গোপালগণ সহ পশুপালন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে গোপালগণ পর্ব্বতের প্রস্থদেশে পশুচারণ করিতে করিতে চোর ও পালক-ব্যপদেশে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। সেই খেলায় কতিপয় বালক চোর এবং কতিপয় বালক পালক আর কতকগুলি মেষবৎ ব্যবহারকারী হইয়া অকুতোভাবে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময় ময়পুত্র মহামায়াবী ব্যোমাসুর মায়াবলে গোপালরূপ ধারণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং সেই সকল গোপালসহ ক্রীড়ায় মিলিয়া. যে সকল গোপাল মেষবৎ হইয়াছিল, তাহাদের এক একজনকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। সে এইরূপে এক একটী করিয়া ক্রমে ক্রমে গোপালগণকে আনিয়া গিরিগুহায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক একখণ্ড শিলা দ্বারা গুহাদ্বার আবৃত করিয়া রাখিল। ক্রীড়াস্থলে কেবল চারি বা পাঁচটী মাত্র বালক অবশিষ্ট রহিল।

ব্যোমাসুরের এই কর্ম্ম অবগত হইয়া অন্তর্যামী ভগবান্ হরি

যে সময় দুষ্টাসুর গোপালদিগকে লইয়া যায়, সেই সময় সিংহ যেমন বৃক ধরে, তদ্রূপ মহাবলে তাহাকে ধারণ করিলেন। দুষ্টাসুর মহাবলপরাক্রম, আপনাকে মুক্ত করিবার বাসনায় গিরীন্দ্রসদৃশ নিজরূপ ধারণ করিল; কিন্তু কৃষ্ণ দৃঢ়রূপে ধরিয়াছিলেন, তাহাতেই সে আতুর হইয়া পড়িল; সুতরাং কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ভগবান্ দুই বাহু দ্বারা নিগ্রহ করিয়া তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন এবং যে প্রকারে পশুবধ করে, তদ্রূপ করিয়া মারিয়া ফেলিলেন। দেবগণ স্বর্গ হইতে এই ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে ভগবান্ গিরিগুহার আবরণ নির্ভিন্ন করিয়া গোপালদিগকে সেই কৃচ্ছ্র স্থান হইতে নিঃসারিত করিয়া আনিলেন; তদনন্তর ভূতলে গোপাল এবং উপরে দেবগণ কর্ত্তৃক পরিস্তুত হইয়া অনুচরগণ সমভিব্যাহারে নিজ গোকুলে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা, পথিমধ্যে রজকবধ এবং সুদামার প্রতি বরদান।

এদিকে অক্রূর কংসের আদেশে প্রাতঃকালে রথারোহণ পূর্ব্বক নন্দের গোকুলে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে কৃষ্ণদর্শনলালসায় ভক্তপ্রবর অক্রূরের হৃদয় উৎসাহিত হইয়া

উঠিল; কৃষ্ণদর্শন হইবে বলিয়া তিনি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অক্রূর যথাসময়ে গোকুলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণ উভয়ে ব্রজমধ্যে গোদোহনস্থানে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের পরিধান নীল ও পীত বসন; নয়ন শরৎকালীন নলিন-তুল্য, দুইজনেই কিশোর, কিন্তু একজন শ্যাম, অন্যজন পীতবর্ণ, পরন্তু উভয়েই শ্রীর নিকেতন এবং উভয়েরই বৃহৎ বাহু ও সুন্দর বদন, সুতরাং দুই জনেই সুন্দর এবং বালহস্তীর ন্যায় বিক্রমশালী; ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্নে চিহ্নিত চরণ দ্বারা তাঁহারা ব্রজভূমি শোভিত করিতেছেন; উভয়েই মহাত্মা এবং উভয়েরই নয়ন অনুকম্পাবিলসিত ঈষদ্ধাস্যে শোভিত। দুই জনেরই উদার অথচ রুচির ক্রীড়া, দুই জনেই মাল্যালঙ্কৃত ও বনমালাধারী, পবিত্র গন্ধ ও অনুলেপনে উভয়েরই অঙ্গ অনুলিপ্ত, দুই জনেই স্নাত হইয়া নির্ম্মল বসন পরিধান করিয়াছেন।

ভগবদ্দর্শনজন্য আনন্দবাষ্পে অক্রূরের লোচনদ্বয় পর্য্যাকুল হইল এবং সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, আর এতাদৃশ ঔৎসুক্য জন্মিল যে, আমি অক্রূর, প্রণাম করি, এ কথা বলিতেও তাঁহার শক্তি রহিল না। প্রণতবৎসল ভগবান্ অক্রূরের হস্ত ধরিয়া তৎপরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, মহামনা বলভদ্রও প্রণত অক্রূরকে আলিঙ্গন দান করিলেন।

অনন্তর অক্রূর নন্দগৃহে সমুপস্থিত ও অভ্যর্থিত হইয়া আসন গ্রহণ পূর্ব্বক কংসের আদেশ ও নিমন্ত্রণের কথা বিজ্ঞাপন করিলে নন্দ গোকুলবাসীগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "সকলে ক্ষীরাদি সর্ব্ববিধ গোরস গ্রহণ কর, উত্তমোত্তম উপায়ন লও এবং শকট-

যোজনা করিতে বল। মথুরায় একটী মহৎ পর্ব্ব হইতেছে, দেখিতে হইবে।" ক্রমে গোকুলের সর্ব্বত্র এই ঘোষণা বিঘোষিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রার উদ্‌যোগ হইল। কৃষ্ণৈকজীবনা গোপাঙ্গনারা রামকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত অক্রূরের ব্রজাগমনবার্ত্তা শুনিয়া যার পর নাই ব্যথিত হইল; তাহারা শ্রীকৃষ্ণবিরহাশঙ্কায় ভীত হইয়া অশ্রুপূর্ণ-মুখে নানারূপে বিলাপ করিতে লাগিল। তাহাদিগকে সন্তাপিত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ "শীঘ্র প্রত্যাগত হইব" এই বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিলে তাহারা চিত্রার্পিত-পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভগবান্ কৃষ্ণ বলভদ্র ও অক্রূর সমভিব্যাহারে বায়ুবৎ বেগগামী রথারোহণে যমুনাতটে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় স্নানাদি-সমাপনান্তে পুনরায় রথারোহণে মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রথ বায়ুবেগে চলিতে লাগিল। অক্রূর দিবাবসানসময়ে রামকৃষ্ণকে লইয়া মথুরায় সমুপস্থিত হইলেন! রামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া তত্রত্য সকলের হৃদয় আনন্দবিস্ময়ে অভিভূত হইল; সকলেই নির্নিমেষলোচনে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

এদিকে নন্দাদি গোপগণ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক উপবনে উপনীত হইয়া রামকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ সহ তাঁহাদের নিকটে আসিয়া মিলিত হইলেন। তখন অক্রূরকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তুমি রথ সহিত অগ্রে পুরীপ্রবেশ পূর্ব্বক আপনার গৃহে যাও, আমরা এখানে অবরোহণ করি, বিশ্রামান্তে পুরীদর্শন করিব।

ভক্তবৎসল অক্রূর ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া রথ সহ পুরীপ্রবেশ পূর্ব্বক কংসসমীপে রামকৃষ্ণের আগমনসংবাদ নিবেদন করিয়া স্বকীয় গৃহে গমন করিলেন। এদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলভদ্র সহ পুরীদর্শনবাসনায় অপরাহ্ণে গোপগণে পরিবৃত হইয়া মথুরায় প্রবেশ করিলেন। পুরীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া তাঁহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। মথুরাবাসিনী রমণীরা প্রাসাদশিখরে আরূঢ় হইয়া রামকৃষ্ণের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল; স্থানে স্থানে দ্বিজাতিগণ দধি, অক্ষত, উদকপাত্র সহ মাল্যাদি লইয়া পরমহর্ষে তাঁহাদের উভয়ের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যইতে যাইতে দেখিলেন, এক রজক কতকগুলি পরিষ্কৃত বস্ত্র লইয়া গমন করিতেছে। দেখিবামাত্র তাহাকে কহিলেন, "তোমার মঙ্গল হইবে, আমাদিগকে উপযুক্ত শোভন বসন প্রদান কর।" সেই দুর্ম্মদ রজক কংসরাজের ভৃত্য, সে রোষপূর্ণ-নেত্রে ভৎর্সনা করিয়া কহিল, "রে দুর্ব্বৃত্ত! নিত্য বনে বনে চরিয়া ভ্রমণ করিস্, তোরা এই বস্ত্র পরিবারই যোগ্য বটে! কোন্ সাহসে রাজবস্ত্র প্রার্থনা করিস্? শীঘ্র পলায়ন কর্।"

রজক এই প্রকারে তিরস্কার আরম্ভ করিলে দেবকীতনয় ভগবান্ কুপিত হইলেন এবং আপনার করাগ্র দিয়া তখনই রজকের দেহ হইতে মুণ্ড পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে রজকের অনুজীবিগণ বস্ত্রপেটক ফেলিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ ও বলভদ্র মনোমত বসন পরিধান করিয়া পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভগবান্ সুদামা মালাকারের ভবনে গমন করিলেন।

ঐ ব্যক্তি তাঁহাদের দুই জনকে দেখিবামাত্র অবনতমস্তকে প্রণত হইয়া অর্ঘ্যাদি ও মনোহর গন্ধমাল্য দ্বারা তাঁহাদের যথাবিধি পূজা করিল। অনুচরগণ সহ রাম ও কৃষ্ণ প্রীত হইয়া সেই সকল মাল্যাদি দ্বারা সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইলেন এবং সেই মালাকারকে বরদান পূর্ব্বক বলিলেন, "মাল্যকার! তোমার বংশে শ্রী সতত বৃদ্ধিশীলা থাকিবেন এবং তোমার বল, আয়ুঃ, যশ ও কান্তি সমুন্নত হইবে।" এইরূপে বর দিয়া শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ সহ তথা হইতে বহির্গত হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

—*—

কুব্জাকে সুন্দরীকরণ, গজেন্দ্রাদিবধ নিধন ও কংস ধ্বংস।

অনন্তর রাজপথ দিয়া গমন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, একটী রমণী যুবতী ও বরাননা, কিন্তু আকারে কুব্জা, অঙ্গ-বিলেপনের পাত্র হস্তে লইয়া যাইতেছে। মাধব হাস্য করত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি বামোরু! তুমি কে? এ অনুলেপন কাহার? তোমার মঙ্গল হইবে, কিঞ্চিৎ অনুলেপন আমাদের উভয়কে দেও।

কুব্জা কহিল, "হে মনোমোহন! আমার নাম ত্রিবক্রা, আমি

কংসরাজের অনুলেপনসাধনক্রিয়ার বহুমতা দাসী। আপনাদের ন্যায় উপযুক্ত সুপুরুষদ্বয়কে অঙ্গবিলেপন দিব, ইহাতে বিচিত্র কি?" এই বলিয়া সেই ত্রিবক্রা রামকৃষ্ণকে ঘন অনুলেপন প্রদান করিল। উভয়ে অঙ্গবিলেপনে অনুরঞ্জিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া আপনার দুই পদ দিয়া কুব্জার দুই পদাগ্রের উপর দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হস্তের দুইটী অঙ্গুলী উন্নত করত তদ্দ্বারা মুখের অধোভাগ ধারণ পূর্ব্বক দেহ সমুন্নত করিয়া দিলেন। ঐরূপ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কুব্জার অঙ্গ সরল ও সমান হইল এবং নিতম্ব ও স্তন বিশাল হইয়া উঠিল। সুন্দরী হইয়া কুব্জার হৃদয় কামশরে জর্জ্জরিত হইল. সে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরচ্ছদ আকর্ষণ পূর্ব্বক সগর্ব্বে বলিল, "হে সুন্দর, গৃহে যাই আইস, তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আমার ইচ্ছা নাই।" তখন শ্রীকৃষ্ণ সস্মিতবদনে কহিলেন, "সুন্দরি! সুহৃজ্জনের প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিয়া আসিয়া তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব। এখন তুমি গৃহে যাও।" এই বলিয়া তাহাকে বিদায় প্রদান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ সহ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণও পুরবাসী লোকদিগকে ধনুর্যজ্ঞস্থান জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বহু বহু বীরপুরুষ একত্র হইয়া অদ্ভুত ধনুঃ রক্ষা করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক সেই ধনুগ্র্রহণ করিলেন এবং অবলীলাক্রমে বামহস্তে লইয়া জ্যারোপণ করত ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। ধনুর্ভঙ্গের ভীষণ শব্দে ভোজপতির হৃদয় বিত্রস্ত হইয়া উঠিল। এদিকে আততায়ী শত্রুর শত শত অনুচর আসিয়া কৃষ্ণকে বেষ্টন করিল। শ্রীকৃষ্ণ ভগ্নধনুর দুই খণ্ড দ্বারা তাহাদিগের সকলেরই বিনাশসাধন করিলেন। দেখিতে

দেখিতে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন, রামকৃষ্ণও তথা হইতে বহির্গত হইয়া স্বেচ্ছাবশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

রাত্রিপ্রভাতে কংস পুনরায় মল্লক্রীড়া-মহোৎসবের অনুষ্ঠানে আদেশ প্রদান করিল। মল্লগণ রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়া তূর্য্য ও ভেরীধ্বনি করিতে লাগিল। রাম ও কৃষ্ণ মল্লদিগের তাল ও দুন্দুভিনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া দর্শনার্থ সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। রঙ্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, তথায় কুবলয়াপীড় নামক গজেন্দ্র অবস্থিত রহিয়াছে। কৃষ্ণকে দেখিবা-মাত্র হস্তিপক তাঁহার দিকে সেই মত্তহস্তী প্রেরণ করিল। করীন্দ্র বেগে ধাবমান হইয়া শুণ্ডদ্বারা কৃষ্ণকে গ্রহণ করিল। তখন ভগবান্ আপন হস্ত দ্বারা হস্তীর শুণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন, পরে তাহাকে পদদ্বারা আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার দন্ত উৎপাটন করিয়া লইলেন এবং তাহারই আঘাতে হস্তীর ও হস্তিপকের প্রাণবধ করিলেন। তৎপরে সেই হস্তীর দন্তদ্বয় গ্রহণ করিয়া রাম কৃষ্ণ উভয়েই রঙ্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। রঙ্গমধ্যে চাণূর ও মুষ্টিকনামা মহাবীর মল্লদ্বয় কৃষ্ণ-রামের বধবাসনায় কংসের আদেশে অবস্থিত ছিল, ইহা জানিতে পারিয়া মধুসূদন চাণূরকে এবং রোহিণীনন্দন মুষ্টিককে গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর ভগবানের অরত্নি, জানু প্রভৃতি অবয়বের প্রহারদ্বারা শ্লথগাত্র হইয়া চাণূর মুহুর্ম্মুহুঃ গ্লানি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কৃষ্ণ বাহুদ্বয় দ্বারা নিগ্রহ করিয়া তাহাকে অনেকবার ঘুরাইয়া ভূমির উপর নিক্ষেপ করিলেন। ঘূর্ণনবেগে তাহার জীবন নিতান্ত পরি-ক্ষীণ হইল; সে বিস্রস্তকেশ, বিস্রস্তবেশ ও বিস্রস্তমাল্য হইয়া ইন্দ্রধ্বজবৎ পতিত ও গতাসু হইল। মুষ্টিক দানবও ঐরূপ বলী

বলদেব কর্ত্তৃক তলপ্রহার দ্বারা অত্যর্থ অভিহত হইল এবং পীড়িত ও কম্পিত হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে গতাসু হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে অন্যান্য মল্লগণ ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন ভোজপতি কংস কুপিত হইয়া আরক্তনয়নে অনুচরগণের প্রতি আদেশ দিল, "বসুদেবের এই দুইটা পুত্রকে পুরী হইতে নিঃসারিত কর, গোপদিগের সকল ধন হরণ করিয়া লও, দুর্ম্মতি নন্দকে বন্ধন করিয়া রাখ, দুর্ব্বৃত্ত বসুদেবকে আশু মারিয়া ফেল, উগ্রসেনকে অনুচরগণসহ শীঘ্র বিনষ্ট কর।"

কংসের এই বাক্য শ্রবণমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইয়া উচ্চমঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন। তাঁহাকে পুরোবর্ত্তী দেখিয়া কংস সহসা আসন হইতে উত্থিত হইল এবং কৃষ্ণের বধবাসনায় চর্ম্ম-খড়্গ গ্রহণ করিল। মহাবল শ্রীকৃষ্ণ সবলে কংসের কেশ গ্রহণ করিয়া রঙ্গোপরিস্থ উচ্চমঞ্চ হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়া আপনিও তাহার উপর পতিত হইলেন। সিংহ যেমন মৃত হস্তীকে আকর্ষণ করে, ভগবান্ মধুসূদনও সেইরূপ অসুররাজকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কর্ত্তৃক নিষ্পিষ্ট, আকর্ষিত ও প্রপীড়িত হইয়া ক্ষণকালমধ্যেই অসুররাজ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। কংসের অনুচর অনেকগুলি মহাবীর দানব কুপিত হইয়া অগ্রসর হইলে বলদেব অবলীলাক্রমে তাহাদিগের নিপাতসাধন করিলেন। তখন কংসের পুরমহিলারা ভীত ও আর্ত্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিল এবং তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাসবচনে সকলকে সান্ত্বনা করিয়া ক্রোধ সংবরণ করিলেন।



পঞ্চবিংশ অধ্যায়।



শ্রীকৃষ্ণের পিতৃমাতৃদর্শন, উগ্রসেনের কারামোচন রামকৃষ্ণের উপনয়ন ও বিদ্যাশিক্ষা এবং জরাসন্ধাদির মথুরা আক্রমণ।

অনন্তর অগ্রজ সহ ভগবান্ কৃষ্ণ জনকজননীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম পুরঃসর বিনীতবচনে কহিলেন, "হে তাত! হে অম্ব! আমাদের নিমিত্ত তোমরা দুইজনে নিত্য উৎকণ্ঠিত; আমরা পুত্র হওয়াতে তোমাদের একদিনের জন্যও হৃদয়ে আনন্দ বা সুখভোগ হয় নাই। আমরাও দৈবহত, এহেতু তোমাদের নিকট বাসলাভ করিতে পারি নাই, পিতৃগৃহস্থিত বালকেরা যে আমোদ-প্রমোদ অনুভব করে. তাহাতেও আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। এ দেহ যে পিতামাতা হইতে উৎপন্ন ও পালিত হইয়াছে, মনুষ্য শতবৎসর পরমায়ু পাইয়াও সেই পিতামাতার আনৃণ্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। তন্মধ্যে যে পুত্র সমর্থ হইয়াও দেহ ও ধনদ্বারা পিতামাতার জীবিকা-সম্পাদন করিয়া না দেয়, লোকান্তরে তাহাকে যমদূতেরা তাহার আপনারই মাংস ভক্ষণ করায়। অতএব অসামর্থ্য হেতু নিত্য উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া তোমাদের অর্চ্চনা না করাতে আমাদের দুই-

জনের এতাবৎ দিবস অনর্থক অতীত হইয়াছে। দুরাত্মা কংসের ভয়ে সর্ব্বথা অত্যর্থ ক্লিষ্ট থাকিতাম, এই হেতু তোমাদের শুশ্রূষা করিতে পারি নাই, অতএব ক্ষমা কর।”

মায়ামানব ভগবানের ঐরূপ মোহনবচনে বসুদেব ও দেবকী একেবারে মোহিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ক্রোড়ে আরোপণ করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক আনন্দ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু অশ্রুধারায় অভিষেক করত অবিলম্বেই স্নেহপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না।

ভগবান্ দেবকীনন্দন এই প্রকারে পিতামাতাকে সান্ত্বনা করিয়া পরে মাতামহ উগ্রসেন-সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার বন্ধন-মোচন ও প্রণাম করত কহিলেন, “মহারাজ! আমরা তোমার প্রজা, তুমি রাজসিংহাসনে অধিরোহণ কর। আমি ভৃত্য হইয়া সমীপে থাকিলে দেবগণও অবনত হইয়া তোমার নিমিত্ত বলি আহরণ করিবেন।” এই বলিয়া যথাযোগ্য আয়োজন করত উগ্র-সেনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করত ভগবান্ কৃষ্ণ অন্তরে পরম আনন্দলাভ করিলেন। কংসভয়ে যে সকল জ্ঞাতিকুটুম্ব পলায়ন করিয়া বিদেশবাসে কৃশ হইয়াছিল, কৃষ্ণ তাহাদিগকে নানা দেশ হইতে আনাইয়া অর্চ্চনা পুরঃসর স্ব স্ব গেহে পুনরায় বাস করাইলেন।

অনন্তর মহাবল রাম-কৃষ্ণ নন্দসন্নিধানে আগমন করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন, “পিতঃ! আপনারা স্নেহপূর্ব্বক আমা-দিগকে লালনপালন করিয়াছেন। আমরা বসুদেব দেবকীর পুত্র, আপনাদের পুত্র নহি, এমত মনে করিবেন না। পোষণ ও রক্ষণে অসমর্থ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক যে সকল শিশু পরিত্যক্ত হয়, তাহা·

দিগকে স্বপুত্রবৎ যাঁহারা প্রতিপালন করেন,তাঁহারাও পিতামাতা। আপনারা এক্ষণে ব্রজে গমন করুন, আমরাও সুহৃদ্‌গণের সুখ-বিধান করিয়া পরে আপনাদিগকে দেখিতে যাইব।" রামকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া নন্দ প্রণয়বশতঃ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, পরে তাঁহাদের দুইজনকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুজলে লোচনদ্বয় পরিপূর্ণ করত গোপগণ সহ ব্রজে গমন করিলেন।

অনন্তর বসুদেব স্বীয় পুরোহিত গর্গাচার্য্য এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-দিগকে আনাইয়া তাঁহাদের দ্বারা রামকৃষ্ণের যথাবিধি উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদন করাইলেন। উপনয়ন-সংস্কার লাভ করিয়া বিদ্যা-শিক্ষার্থ রামকৃষ্ণের বাসনা বলবতী হইল। তাঁহারা জনকজননীর অনুমতি লইয়া অবন্তীপুরনিবাসী সান্দীপনি মুনিসমীপে গমন করিলেন। দ্বিজবর সান্দীপনি গুরু সেই দুই শিষ্যের শুদ্ধভাব-সংবলিত অনুবৃত্তি দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া শিক্ষাকল্পাদি সমুদয় শাস্ত্র এবং উপনিষৎ সহ নিখিল বেদ উপদেশ দিলেন। চতুঃষষ্টি অহোরাত্রের মধ্যে রামকৃষ্ণ চতুঃষষ্টি কলায় সুশিক্ষিত হইলেন। তখন গুরুদক্ষিণা দিয়া নিজগৃহে গমনের জন্য রামকৃষ্ণ বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে প্রভাসক্ষেত্রে মহাসাগরে সান্দীপনির একটী শিশু-সন্তান বিনষ্ট হয়। গুরুদেব পত্নীর সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক শিষ্যদ্বয়ের নিকট সেই মৃতপুত্রের জীবন দক্ষিণাস্বরূপ প্রার্থনা করিলেন। মহারথ রামকৃষ্ণও তথাস্তু বলিয়া তৎক্ষণাৎ রথারোহণে প্রভাসে সাগরকূলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আগমনমাত্র সাগর মূর্ত্তিমান্ হইয়া করপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। সাগরমুখে শ্রুত হইল, পঞ্চজননামা অসুর শঙ্খরূপ ধরিয়া সাগরগর্ভে অবস্থিত

আছে, সেই দুরাত্মাই সান্দীপনির শিশুকে হরণ করিয়া লইয়াছে।

এই সংবাদ পাইয়া ভগবান্ তৎক্ষণাৎ জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া অসুরবরকে নিহত করিলেন, কিন্তু তদীয় উদরগর্ভে মুনিপুত্রকে দেখিতে পাইলেন না; অগত্যা অসুরের শঙ্খটী লইয়া দ্রুতগতি যমরাজের সংযমনী পুরীতে উপনীত হইলেন। কৃষ্ণকে দর্শনমাত্র শমনরাজ প্রণতিপুরঃসর করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ আনুপূর্ব্বিক সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। তথন যমরাজ মুনিপুত্রকে আনিয়া প্রদান করিলে শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ সহ গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন। পুত্র পাইয়া গুরু ও গুরুপত্নীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর রামকৃষ্ণ গুরুদক্ষিণাপ্রদানান্তে বিদায় লইয়া মনোহর রথে আরোহণ পুরঃসর স্বপুরে সমাগত হইলেন। তাঁহাদিগকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া মথুরাবাসিগণের আনন্দের অবধি রহিল না।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া একবার ব্রজধামে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপিকারা মৃত-কল্প হইয়া রহিয়াছে, নন্দ-যশোদাও জীবন্মৃত হইয়া আছেন; তাঁহাদিগকে প্রবোধ প্রদান ও তত্ত্বোপদেশদান করিবার উদ্দেশেই উদ্ধব ব্রজগোকুলে প্রেরিত হইলেন। তিনি যথাকালে তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রজের শোকাবস্থা দর্শনে অবিরল অশ্রুবিসর্জ্জন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। অনন্তর চিত্তবেগ সংযত করিয়া সকলকে আশ্বাস ও তত্ত্বোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় মথুরানগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

কংসাসুরের দুই পত্নী;—অস্তি ও প্রাপ্তি। তাহাদের পিতা

মগধরাজ জরাসন্ধ। পতি নিহত হইলে তাহারা দুঃখার্ত্তা হইয়া পিতৃভবনে গমন করিল। তাহারা দুঃখিত হইয়া পিতৃসমীপে আপনাদের বৈধব্যের কারণ সমুদয় নিবেদন করিল। জরাসন্ধ ঐ অপ্রিয় সমাচার অবগত হইয়া শোক ও অমর্ষে পরিপূর্ণ হইল এবং রোষবশতঃ মহীতল যাদবশূন্য করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। পরে ত্রয়োবিংশতি আক্ষৌহিণীতে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করত যদুদিগের রাজধানী মথুরানগরী সর্ব্বোতোভাবে অবরুদ্ধ করিল। জনার্দ্দন যুদ্ধকৌশলে এরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন যে, জরাসন্ধের সৈন্যের তুলনায় যাদবসৈন্য মুষ্টি-মেয় হইলেও মগধরাজকে অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া নিজরাজ্যে প্রস্থান করিতে হইল।

জরাসন্ধ নিজরাজ্যে প্রতিগত হইল বটে, কিন্তু বিধবা কন্যা-দ্বয়ের বদন দর্শনমাত্র শোকে ও রোষে তাহার হৃদয় আবার অধীর হইয়া উঠিল; সে পুনরায় মথুরাপুরী অবরোধ করিল. পুনর্ব্বার কৃষ্ণের কৌশলে বিফলমনোরথ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। এই-রূপে মহাবল জরাসন্ধ সপ্তদশবার মথুরা আক্রমণ করে এবং সপ্ত-দশবারই বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়।

এদিকে মথুরাপুরীর শোভাসৌষ্ঠব ও অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া ম্লেচ্ছরাজ কালযবন অধীর হইয়া উঠিল; মথুরা অধিকারে তাহার লালসা বলবতী হইল। সে অগণিত সৈন্য সহ মথুরাপুরী আক্রমণের উপক্রম করিল। ভগবান্ জনার্দ্দন দেখিলেন, এই সকল দুরাচার প্রবল শত্রুকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া মথুরা-পুরীতে বাস করা সুখকর বা শান্তিদায়ক নহে। সুতরাং তিনি বাসোপযোগী উত্তমস্থান অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিশেষে সাগরসমীপে রৈবতকগিরিতে নগর নির্ম্মাণ করাই স্থিরীকৃত হইল।



ষড়বিংশ অধ্যায়।

দ্বারকালীলা—দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ, যবনাদিবধ ও রুক্মিণীহরণ।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সাগরমধ্যে দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সর্ব্বাশ্চর্য্যময় নগর প্রস্তুত করিলেন। সেখানে বিশ্বকর্ম্মার সমস্ত বিজ্ঞান ও সমুদায় ক্রিয়াকৌশল দৃষ্ট হইতে লাগিল। তত্রত্য গৃহসকল সুবর্ণময় হইল, তাহার শিখর পদ্মরাগময় এবং গৃহতলসকল মহামরকতময়। ভগবান্ হরি যোগপ্রভাবে যেরূপ কৌশলে যবনও না জানিতে পারে এবং অন্য লোকেরাও অবগত না হয়, সেইরূপ করিয়া সেই স্থানে আত্মীয়জনগণকে লইয়া গেলেন; পরে বলভদ্র সহ মথুরায় আসিয়া, 'তুমি এইখানে থাকিয়া প্রজাপালন কর, আমি যবনকে বিনষ্ট করিয়া আসি,' এই পরামর্শ করত পুরদ্বার হইতে নির্গত হইলেন।

কৃষ্ণকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইয়া কালযবন তাঁহার অনুসরণ করিল। কৃষ্ণ দ্রুতপদে গমন পূর্ব্বক এক গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিলে যবনও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ গহ্বরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাসুদেবের অন্বেষণ করিতে লাগিল। গহ্বরমধ্যে অন্বেষণ করিতে

করিতে সে দেখিল, একস্থানে একটী পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন। কালযবন তাঁহাকেই কৃষ্ণজ্ঞানে পদাঘাত করিল। পদাঘাত-মাত্র শয়ান পুরুষ উত্থিত হইয়া যেমন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, অমনি তদীয় নেত্রদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গরাশি নির্গত হইয়া যবনকে ভস্মীভূত করিল।

যাঁহার চক্ষুস্তেজে যবন ভস্মীভূত হইল, ইক্ষ্বাকুবংশে তাঁহার জন্ম, তাঁহার নাম মুচুকুন্দ; তিনি মান্ধাতার পুত্র। তিনি বহুদিন হইতে গুহাগত হইয়া নিদ্রাবশে অচেতন ছিলেন। যবন ভস্মীভূত হইলে শ্রীকৃষ্ণ মুচুকুন্দের পুরোবর্ত্তী হইয়া আপনার চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন করিলেন। তখন মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তথা হইতে গন্ধমাদনগিরিতে গিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণও যবনরাজের সমস্ত ধনরত্ন গ্রহণ করিয়া মথুরায় উপস্থিত হইলেন এবং বলভদ্র ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সহ দ্বারাবতীতে গমন করিয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আনর্ত্তদেশাধিপতি শ্রীরৈবতরাজ নিজকন্যা রেবতীকে বলভদ্রহস্তে সম্প্রদান করিলেন। অনুরূপা পত্নীলাভে বলদেবের হৃদয় আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল।

তৎকালে বিদর্ভদেশে ভীষ্মক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রগণ যথাক্রমে রুক্মী, রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ ও রুক্মমালী নামে প্রথিত এবং কন্যার নাম রুক্মিণী। পরম্পরায় লোকমুখে কৃষ্ণের রূপ-গুণের প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাকে আপনার সদৃশ পতিজ্ঞানে রুক্মিণী মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। কৃষ্ণও রুক্মিণীর পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপনার সদৃশী ভার্য্যা বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। রুক্মী

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অতিশয় দ্বেষ করিত, এ কারণ শ্রীকৃষ্ণহস্তে ভগিনী সম্প্রদানে অসম্মত হইয়া সে চেদিরাজ শিশুপালকে বর স্থির করিল।

নীলকটাক্ষ রুক্মিণী এই বিষয় অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি দুর্ম্মনা হইলেন এবং অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কৃষ্ণকে আনয়নার্থ কোন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে আশু তৎসমীপে পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ দ্বারকাপুরীতে উপস্থিত হইয়া রুক্মিণী-প্রেরিত পত্রিকা শ্রীকৃষ্ণহস্তে প্রদান করিলে ভগবান্ তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, দ্বিজবর! চিন্তা নাই, আমি রাজন্যগণকে যুদ্ধে উন্মন্থন করিয়া মৎপরায়ণা অনিন্দ্যাঙ্গী রুক্মিণীকে অগ্নিশিখার ন্যায় আনয়ন করিব।

ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহদিবসে বেগগামী রথে আরোহণ করিয়া একরাত্রে বিদর্ভনগরীতে উত্তীর্ণ হইলেন। এদিকে শিশুপালের হস্তে কন্যা-সম্প্রদানার্থ সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত। অসংখ্য অসংখ্য রাজগণ ও নিমন্ত্রিতগণ সমাগত। বিবাহসভার শোভার পরিসীমা নাই। রাজকুমারী রুক্মিণী বসন-ভূষণে সুসজ্জিতা ও কৃতকৌতুক-মঙ্গলা হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

এদিকে কৃষ্ণকে একাকী গমন করিতে দেখিয়া বলদেব যুদ্ধ আশঙ্কায় ভ্রাতৃস্নেহবশানুগ হইয়া রথ, অশ্ব, গজপতি প্রভৃতি মহান্ দলবলসমভিব্যাহারে সত্বর কুণ্ডিননগরে আগমন করিলেন। বিবাহদর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া রামকৃষ্ণ সমাগত হইয়াছেন শ্রবণে রাজা তূর্য্যসংঘোষ দ্বারা সম্মান করত তাঁহাদিগকে আনিয়া যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন।

এদিকে রুক্মিণী বসনভূষণে সজ্জিতা হইয়া অম্বিকাদেবীর অর্চ্চনার্থ সখীগণ সমভিব্যাহারে পুরী হইতে বহির্গত হইয়া রথারোহণে

দেবালয়ে গমন করিলেন। যথাবিধি অম্বিকার পূজা সমাপ্ত হইল। অনন্তর রাজকন্যা মন্দির হইতে নির্গত হইয়া রাজপুরী-প্রবেশার্থ যেমন রথে আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সবলে গরুড়ধ্বজ রথে আরোপণ করাইয়া লইয়া চলিলেন। কৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতেই ঐরূপ সংকল্প করিয়া যথা-স্থানে প্রস্তুত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিয়া বলদেব সহ প্রস্থিত হইলে জরাসন্ধাদি রাজগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। পথিমধ্যে উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। অসি, গদা, বাণ প্রভৃতি প্রহারে অসংখ্য অসংখ্য প্রকোষ্ঠ, হস্ত, উরুদেশ, অঙ্ঘ্রি ও মুণ্ড রণভূমে নিপতিত হইতে লাগিল। এদিকে রুক্মী অক্ষৌ-হিণী সৈন্যের সহিত উপস্থিত হইয়া যাদবগণের উপর মুহুর্ম্মুহুঃ শরজাল বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরিঘ, শূল, পট্টিশ, চর্ম্ম, অসি, শক্তি, তোমর প্রভৃতি যে যে অস্ত্র রুক্মিণী গ্রহণ করিতে লাগিল, কৃষ্ণ তৎসমুদয়ই ছেদন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ সেই মুহূর্ত্তেই রুক্মীর প্রাণ হনন করিতেন, কেবল রুক্মী অনুরোধে নিরস্ত রহিলেন; কিন্তু রুক্মী বন্দী হইয়া কৃষ্ণের নিকট সমাগত হইল। দেখিতে দেখিতে রাজন্যবর্গও যাদবগণের নিকট পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীর বন্ধনমোচন করিয়া রুক্মিণীসমভিব্যাহারে দ্বারাবতীতে শুভযাত্রা করিলেন। যথানিয়মে রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরিণয় সম্পাদিত হইল। দ্বারাবতী আনন্দকোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল।



সপ্তবিংশ অধ্যায়।

—*—

ভৌম, পৌণ্ড্রক ও সুদক্ষিণ-বধ।

শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারাবতীতে অবস্থান করেন, সেই সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি ভৌম ইন্দ্রমাতা অদিতির কুণ্ডল হরণ করে। বাসুদেব ইহা অবগত হইয়া গরুড়োপরি আরোহণ পূর্ব্বক ভৌম-পুরী প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগরে গমন করিলেন। সেই পুরী গিরি-দুর্গ, অস্ত্রদুর্গ, জলদুর্গ, অগ্নিদুর্গ এবং বায়ুদুর্গ দ্বারা দুর্গম ও ঘোরতর দৃঢ়। শ্রীকৃষ্ণ গদা দ্বারা গিরিদুর্গ, বাণ দ্বারা অস্ত্রদুর্গ, চক্রদ্বারা অগ্নিদুর্গ এবং খড়্গ দ্বারা জলদুর্গ ও বায়ুদুর্গ ভেদ করিলেন। তখন ভৌম কুপিত হইয়া স্বীয় দলবল সহ উপস্থিত হইল এবং কৃষ্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর কৃষ্ণকে হনন করিবার অভিলাষে ভৌম নিজ করে ভীষণ শূলাস্ত্র গ্রহণ করিল; কিন্তু সেই শূল নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণধার চক্রদ্বারা ভৌমের শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভৌমের কুণ্ডলকিরীট-শোভিত সমুজ্জ্বল মস্তক ভূতলে পতিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। তখন ভৌমের পুত্র কৃষ্ণসকাশে উপস্থিত হইয়া অদি-

তির কুণ্ডল প্রদান করিলে ভগবান্‌ও তাহা অদিতিকে প্রদান পূর্ব্বক নিজ নগরীতে প্রতিপ্রস্থান করিলেন। চতুর্দ্দিকেই অরিনিসূদন কৃষ্ণের সাধুবাদ কীর্ত্তিত হইল।

ঐ সময়ে করূষদেশে পৌণ্ড্রক নামে এক দুর্ব্বৃত্ত রাজা প্রজাশাসন করিত। তাহার দ্বিতীয় নাম বাসুদেব। সে একদা অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণের নিকট এক দূত প্রেরণ করিল, বলিয়া পাঠাইল, "আমিই জীবগণের প্রতি অনুকম্পার্থ বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি, দ্বিতীয় বাসুদেব কেহ হইতে পারে না; অতএব তুমি মিথ্যা বাসুদেব নাম পরিত্যাগ কর; তুমি মূর্খতাবশতঃ আমার যে সকল চিহ্ন ধারণ করিয়াছ, সে সকল পরিত্যাগ কর, নতুবা আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর।"

ভগবান্ এই কথা শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন; বলিয়া পাঠাইলেন, "রে অজ্ঞ! যখন তুমি হত হইয়া মুখ রুদ্ধ করতঃ কাক, গৃধ্র ও বক পক্ষীতে আবৃত হইয়া শয়ন করিবে, তখন কুক্কুরেরা তোমার শরণাগত হইবে।" দূত বিদায় লইয়া প্রভুসমীপে গমন পূর্ব্বক কৃষ্ণোক্ত সকল কথা নিবেদন করিল।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করিয়া কাশীতে যাত্রা করিলেন। মহারথ পৌণ্ড্রক তৎকালে কাশীতে মিত্রপুরে অবস্থিতি করিতেছিল। কৃষ্ণের আগমনসংবাদ শ্রবণমাত্র সে অক্ষৌহিণীসেনায় পরিবৃত হইয়া পুরী হইতে বহির্গত হইল। কাশীপতি পৌণ্ড্রকের মিত্র ছিলেন, সুতরাং তিনি অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া পৌণ্ড্রকের পার্ষ্ণিগ্রহ হইলেন। পৌণ্ড্রক কৃষ্ণের সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শত্রুগণ শূল, গদা, পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, তোমর, অসি, পট্টিশ ও বাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে

প্রহার করিতে লাগিল; কৃষ্ণও গদা, অসি, চক্র ও বাণদ্বারা পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের বলসমুদয়কে হস্তী, অশ্ব রথ, পত্তি সহিত সাতিশয় পীড়া দিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল তুমুল সংগ্রাম চলিল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শাণিত বাণ দ্বারা পৌণ্ড্রককে রথচ্যুত করিয়া, যেমন ইন্দ্র বজ্র দ্বারা গিরি-শৃঙ্গ ছেদন করেন, তদ্রূপ চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। পরে শাণিত বাণ দ্বারা কাশীপতির শরীর হইতে মস্তক পৃথক্ করিয়া, যেমন বায়ুবেগে পদ্মকোষ ছিন্ন হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, তদ্রূপ সেই মস্তকটী কাশীপুরীতে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে মহাবীরদ্বয়কে বধ করিয়া দ্বারাবতীতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

এদিকে কাশীপুরীতে রাজভবনদ্বারে সকুণ্ডল মস্তক পতিত দেখিয়া সকলে সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল। রাজপুত্র সুদক্ষিণ পিতার ছিন্নমস্তক চিনিতে পারিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইল এবং বৈর-নির্যাতনার্থ মহেশ্বরের অর্চ্চনা আরম্ভ করিল। অনন্তর ভগবান্ ভব প্রীত হইয়া তৎসকাশে আবির্ভূত হইলেন, বলিলেন, বিপ্রগণ দ্বারা অভিচারবিধানে দক্ষিণাগ্নির সম্যক্ পরিচর্য্যা কর, তাহা হইলেই অগ্নি প্রমথগণে আবৃত হইয়া তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন।

মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া নিয়মব্রত ধারণ পূর্ব্বক সুদক্ষিণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিচার করত শিবের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে লাগিল। অনন্তর অতি ভীষণাকার তপ্ততাম্রবর্ণ শিখা ও শ্মশ্রুধারী, অঙ্গারউদ্গারকারী-লোচনবিশিষ্ট, মূর্ত্তিমান্ অগ্নি কুণ্ড হইতে উত্থিত হইল এবং দন্ত ও ভয়ানক ভ্রূকুটি দ্বারা কঠোর বদন ব্যাদান ও শিখাত্রয় কম্পিত করত স্বীয় জিহ্বা দ্বারা সৃক্কণী লেহন

করিতে লাগিল, আর ভূতগণে আবৃত হইয়া তালবৃক্ষপ্রমাণ পাদদ্বয় দ্বারা অবনীতল কম্পিত করত দিগ্দাহ করিতে করিতে দ্বারকার প্রতি ধাবিত হইল।

ওদিকে দ্বারকাবাসী লোকসকল সেই আভিচারিক অগ্নিকে আসিতে দেখিয়া বনদাহনকালে মৃগযূথের ন্যায় অত্যন্ত ভীত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে সভামণ্ডপে বসিয়া অক্ষক্রীড়া করিতেছিলেন, পুরবাসী সকলে ভয়ে "হে ত্রিলোকেশ! পুরদাহ-কারী অগ্নি হইতে রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া শব্দ করিয়া উঠিল। তখন ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের ব্যাকুলধ্বনি শ্রবণ করিয়া এবং স্বীয় জনগণের ভয় উপলব্ধি করিয়া হাসিতে হাসিতে "ভয় নাই, আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব," বলিতে লাগিলেন। পরে সর্ব্বান্তর্যামী প্রভু ভগবান্ তাহা মহাদেবের কার্য্য জানিয়া তাহার প্রতীকারার্থ পার্শ্বস্থ চক্রকে আদেশ করিলেন। অনন্তর কোটিসূর্য্যসমপ্রভ, প্রলয়ানলতুল্য, জাজ্বল্যমান, মুকুন্দাস্ত্র সেই সুদর্শনচক্র স্বীয় তেজ দ্বারা আকাশ, দিক্, স্বর্গ ও পৃথিবীকে প্রকাশ করত সেই অগ্নির পীড়া জন্মাইতে লাগিল। অনন্তর স্বীয় কৃত অভিচাররূপ সেই ক্রিয়াজনিত অগ্নি চক্রপাণির অস্ত্রবলে প্রতিহত হইয়া ভগ্নমুখে নিবৃত্ত হইয়া বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ঋত্বিক্-গণের সহিত সুদক্ষিণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল এবং বিষ্ণুর চক্রও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ মঞ্চসভালয়, আপণ সহিত গোপুর, অট্টালিকা, কোষ, হস্তী-রথ-অশ্বশালিনী কাশীপুরীতে গিয়া প্রবেশ করিল এবং সমুদায় বারাণসীপুরী দগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইল।



অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

—*—

ভারতলীলা।—ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের গমন, জরাসন্ধবধ ও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠান।

এদিকে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হইয়া আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্য রাজন্যগণের নিকট সংবাদ প্রদান করিলে শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্রপ্রস্থে গমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি সপারিষদ ও পুত্রাদিসহিত পত্নীগণকে প্রথমতঃ যানে আরোহণ করাইয়া এবং বলরামের ও যদুরাজের অনুমতি লইয়া পরে সারথিকর্ত্তৃক আনীত গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করিলেন। তদনন্তর রথ, গজ, পত্তি ও অশ্বনায়কাদিতে পরিব্যাপ্ত অতিতীব্র আত্মসেনাগণে পরিবৃত হইয়া এবং মৃদঙ্গ ভেরী আনক শঙ্খ গোমুখ প্রভৃতি বাদ্যে দিক্‌সকল পরিপূর্ণ করত পুরী হইতে নির্গত হইলেন।

ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ আনর্ত্ত, সৌবীর, কুরু প্রভৃতি দেশ অতিক্রম পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তখন অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের আগমনসংবাদ শুনিয়া উপাধ্যায় ও সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া

পুরী হইতে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইল.; ধর্ম্মরাজ সমাদর সহকারে পুনঃ পুনঃ হৃষীকেশকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর ভীম প্রভৃতি সকলের সহিত প্রেমালিঙ্গন হইল। তদনন্তর সকলে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সভাতলে উপবেশন করিলেন। এদিকে কুন্তীদেবী বহুদিনের পর ভ্রাতৃপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল-হৃদয়ে উত্থান পূর্ব্বক পুত্রবধূ দ্রৌপদীর সহিত আসিয়া সমাদর করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদী ও স্বীয় ভগিনী সুভদ্রা কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া স্বয়ং পিতৃস্বসা পৃথার ও গুরুসম্পর্কীয় স্ত্রীগণের পদাভিবন্দন করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনের সহিত একত্রিত হইয়া খাণ্ডববনদাহন দ্বারা বহ্নির তৃপ্তিবিধান পূর্ব্বক ময়কে তথা হইতে মোচন করিয়া যুধিষ্ঠিরের দিব্য সভারচনা করত কিয়দ্দিন পরমসুখে তথায় অবস্থিতি করিলেন।

একদা রাজা যুধিষ্ঠির মুনিগণ, ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও ভ্রাতৃবর্গে পরিবৃত হইয়া সভামণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া ধর্ম্মরাজ কহিলেন, গোবিন্দ! আমি রাজসূয়যজ্ঞ দ্বারা তোমার পরমবিভূতির অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার বাসনা, সকলে তোমার চরণারবিন্দসেবার প্রভাব প্রত্যক্ষ করুক্।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, রাজন্! তুমি যাহা সংকল্প করিয়াছ, তাহা অবশ্য অনুষ্ঠেয়, উহার অনুষ্ঠান করিলে তোমার এই কল্যাণী কীর্ত্তি সর্ব্বলোকেই পরিব্যাপ্ত হইবে। অতএব তুমি সকল নৃপতিকে পরাজয় করত জগতে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়া যজ্ঞের সমুদয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক উহার অনুষ্ঠান কর।

যুধিষ্ঠির ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লমনে ভ্রাতৃবর্গকে দিগ্বিজয়ে নিযুক্ত করিলেন। সৃঞ্জয়ের সহিত সহদেব দক্ষিণে, মৎস্যরাজের সহিত নকুল পশ্চিমে, কেকয়রাজের সহিত অর্জ্জুন উত্তরে এবং মদ্রকরাজের সহিত ভীম পূর্ব্বদিকে জয় করিতে প্রস্থিত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই বীরপুরুষেরা স্বীয় স্বীয় বলে নৃপতিগণকে জয় করিয়া দিগ্‌দিগন্ত হইতে ক্রমশঃ আগমন পূর্ব্বক যাগানুষ্ঠানকারী অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরকে ভূরি ভূরি ধন দান করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির শুনিলেন, সকল রাজাই পরাজিত হইয়াছেন, কেবল জরাসন্ধ পরাভূত হয় নাই। তখন ভীম, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ এই তিনজন ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করত বৃহদ্রথপুত্র মহাবল জরাসন্ধকে পরাভব করিবার জন্য গিরিব্রজে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা অতিথ্যবেলায় জরাসন্ধগৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রাজন্! আমরা অতিথি, আমরা বহুদূর হইতে আগমন করিয়াছি, যাহা প্রার্থনা করি, তুমি আমাদিগকে তাহা প্রদান কর, তোমার মঙ্গল হউক্।

ভীমার্জ্জুনাদির আকৃতি ও অন্যান্য চিহ্ন দেখিয়া জরাসন্ধের হৃদয় সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, তোমরা কি প্রার্থনা কর বল, যাহা চাহিবে, তাহাই প্রদান করিব।

তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, রাজেন্দ্র! আমরা রাজন্য, যুদ্ধার্থী হইয়া আগমন করিয়াছি, অন্য কামনা করি না, যদি ইচ্ছা হয়, আমাদিগের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ কর। এই দেখ, ইনি ভীম, ইনি উহাঁর ভ্রাতা অর্জ্জুন, আর এই উভয়ের মাতুল-ভ্রাতা আমাকে শ্রীকৃষ্ণ জানিবে, আমরা তোমার শত্রু।

এই কথা শুনিবামাত্র জরাসন্ধ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল।

এবং রোষভরে বলিল, রে মন্দবুদ্ধিগণ! তোমাদের সহিত যুদ্ধই করিব। হে কৃষ্ণ! তুমি অতিভীরু, যুদ্ধবিষয়ে অতি ক্ষুদ্রচিত্ত, অতএব তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না, তুমি যুদ্ধভয়ে মথুরাপুরী ত্যাগ করিয়া সমুদ্রের শরণাগত হইয়াছ। আর এই অর্জ্জুনও বয়সে কনিষ্ঠ ও বলবান্ নহেন, অতএব ইনি অসমান, ইহাঁর সহিতও যুদ্ধ করিব না; কিন্তু ভীম আমার তুল্যবল, অতএব ইহাঁর সহিত যুদ্ধ করিব।

এই বলিয়া জরাসন্ধ ভীমসেনকে এক মহতী গদা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ দ্বিতীয় গদা স্বয়ং হস্তে করিয়া পুরী হইতে বহির্গত হইল। অনন্তর রণদুর্ম্মদ উভয় বীর যুদ্ধস্থানে পরস্পর মিলিত হইয়া বজ্রসদৃশ গদা দ্বারা উভয়েই পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। উভয়ে বামদক্ষিণ দিক্ হইতে বিচিত্র মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করাতে রঙ্গস্থলগত নটদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের যুদ্ধ দেখিতে অতি মনোহর হইল। পরে যুধ্যমান গজদ্বয়ের দন্তাঘাতশব্দের ন্যায় উভয়ের ক্ষিপ্ত গদাদ্বয়ের পরস্পরাঘাতে বজ্রনির্ঘোষসদৃশ চটপটা শব্দ আরম্ভ হইল। ক্রমে নৃবীরদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের ক্ষিপ্ত গদাদ্বয়কে লৌহস্পর্শতুল্য মুষ্টি দ্বারা চূর্ণ করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে পরস্পর যুধ্যমান গজদ্বয়ের শব্দের বা নভস্থলতাড়নোত্থ বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল।

বহুক্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইল, তথাপি বীরদ্বয় অটল, কেহই কাহাকেও পরাভূত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর অমোঘদর্শন ভগবান্ শত্রুবধের উপায় চিন্তা করিয়া বৃক্ষশাখা ধারণ পূর্ব্বক তাহার মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত চিরিয়া সঙ্কেত দ্বারা ভীমসেনকে জরাসন্ধের বধের উপায় বলিয়া দিলেন। তখন মহাবীর

ভীমসেন উপায় জানিতে পারিয়া শত্রুর পাদদ্বয় গ্রহণ করত ভূতলে পাতিত করিলেন এবং পাদদ্বারা এক পা চাপিয়া ধরিয়া ও অন্য পা হস্তে গ্রহণ করত শাখার ন্যায় গুহ্যদেশ হইতে চিরিয়া ফেলিলেন। পরে এক এক দিকে এক এক পাদ, উরু, বৃষণ, স্তন, স্কন্ধ, বাহু, চক্ষু ও কর্ণ এইরূপ দুই খণ্ড করাতে প্রজাগণ তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া উঠিল। মহাবীর মগধেশ্বর নিহত হইবা-মাত্র চারিদিকে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তদনন্তর ভূতভাবন অমেয়াত্মা ভগবান্ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং জরাসন্ধকর্তৃক যে সকল রাজা কারাগারে সংরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে মোচন করিয়া দিলেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

রাজসূয়যজ্ঞানুষ্ঠান ও শিশুপালবধ।

জরাসন্ধবধান্তে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল। কৃষ্ণের অনুমোদনানুসারে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ-গণকে যজ্ঞে ঋত্বিক্‌রূপে বরণ করিলেন। দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, সপুত্র ধৃতরাষ্ট্র, মহামতি বিদুর ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, রাজা এবং রাজযোষিৎগণ আহূত হইয়া যজ্ঞদর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন।

অনন্তর সভাবরণসময়ে অগ্রপূজাযোগ্য বহুব্যক্তি সভায় উপস্থিত থাকাতে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি নিশ্চয় করিতে না পারিয়া সভাসদগণ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তখন সহদেব কহিলেন, সাত্বতপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অগ্রপূজার যোগ্য। সহদেবের এই কথা শুনিয়া সকলেই সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির প্রণয়বিহ্বলচিত্তে প্রীতিপূর্ব্বক হৃষীকেশকে পূজা করিলেন এবং তাঁহার পাদপদ্ম প্রক্ষালন করিয়া দিয়া লোকপাবন সেই পাদোদক ভার্য্যা, অনুজ, অমাত্য ও কুটুম্ব সহিত হৃষ্টচিত্তে মস্তকে ধারণ করিলেন।

এই সময়ে দমঘোষপুত্র শিশুপাল কৃষ্ণের এইরূপ সম্মানদর্শনে আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক জাতমন্যু হইয়া বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক সভামধ্যে ভয়শূন্যহৃদয়ে ক্রোধপরুষবাক্যে বলিতে লাগিল, কি দুরত্যয় কালের আধিপত্য উপস্থিত হইয়াছে! এ সময়ে জনশ্রুতিও সত্য হইয়া উঠে! যেহেতু, এক্ষণে বালকের বাক্যে বৃদ্ধদিগের বুদ্ধিও বিচলিত হইল। হে সভাসদ্গণ! তোমরা পাত্রাপাত্রবিবেচনায় অতিবিজ্ঞ, অতএব বালকের বাক্য গ্রহণ করিও না, শ্রীকৃষ্ণকে যে তোমরা অগ্রপূজার পাত্র মনোনীত করিয়াছ, তাহা করিও না। তপস্যা, বিদ্যা, ব্রত ও জ্ঞান দ্বারা নষ্টপাপ, লোকপালপূজিত, ব্রহ্মনিষ্ঠগণকে অতিক্রম করিয়া কুলপাংসন গোপালক কৃষ্ণ কাকের পুরোডাশপ্রাপ্তির ন্যায় কি জন্য অগ্রপূজাপ্রাপ্তির যোগ্য হইবে? বর্ণাশ্রমকুলরহিত, সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত, স্বেচ্ছাচারী, গুণহীন ব্যক্তি কি প্রকারে অগ্রপূজার যোগ্য হইবে?

শিশুপাল এইরূপ কটূক্তি করিলে শ্রীকৃষ্ণ কিছুমাত্র উত্তর

প্রদান করিলেন না। তখন সভাসদ্‌গণ ভগবন্নিন্দা-শ্রবণে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন পূর্ব্বক ক্রোধে চেদিরাজ শিশুপালকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। এদিকে পাণ্ডুপুত্রগণ এবং মৎস্য, সৃঞ্জয় ও কেকয়গণ ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে বধকরণার্থ স্ব স্ব অস্ত্র সমুত্তোলন করিলেন। এদিকে শিশুপালও অবমানিত হইয়া সভামধ্যে কৃষ্ণপক্ষীয় রাজগণকে ভর্ৎসনা করত খড়্গ-চর্ম্ম ধারণ করিল। তখন ভগবান্ স্বয়ং উত্থিত হইয়া স্বীয় পক্ষীয়গণকে নিবারণ করত ক্ষুরধার চক্রদ্বারা শিশুপালের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সভামধ্যে মহান্ কোলাহলশব্দ সমুত্থিত হইল। শিশুপালপক্ষীয় রাজগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিলেন।

ত্রিংশ অধ্যায়।

দুর্য্যোধনের মানভঙ্গ এবং শাল্ব, দন্তবক্র ও বিদূরথ-বধ।

অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই রাজসূয় মহাযজ্ঞ দর্শনে নরদেবতা প্রভৃতি যাহারা সমাগত হইয়াছিলেন, সকলেই আহ্লাদিত হইলেন; কেবল রাজা দুর্য্যোধন বিমর্ষভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চারিদিকেই যুধিষ্ঠিরের প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন হইতেছে, দুর্য্যোধনের প্রাণে তাহা সহ্য হইল না। রাজ-অন্তঃপুরমধ্যে ময়কল্পিত এক সভামণ্ডপে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির

অনুজগণ এবং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক আবৃত ও বন্দিগণে স্তূয়মান হইয়া কাঞ্চনাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমতকালে অভিমানী রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অসিহস্তে ক্রোধে যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিতে করিতে তথায় আগমন করিল। তখন দুর্য্যোধন সেই সভায় আগমন পূর্ব্বক ময়মায়ায় বিমোহিত হইয়া স্থলে পতন পূর্ব্বক জলভ্রমে বস্ত্র উত্তোলন করিতে ও জলে স্থল ভ্রমে তাহাতে পতিত হইল। তাহার সেই দুরবস্থা দেখিয়া ভীম, স্ত্রীগণ ও অপর সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহা দেখিয়া লজ্জায় অধোবদনে ক্রোধে জ্বলিতের ন্যায় দুর্য্যোধন তথা হইতে আপন আলয়ে প্রস্থান করিল।

শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে রুক্মিণীকে হরণ করেন, তখন শাল্ব প্রভৃতি রাজগণ তাঁহার নিকট পরাভূত হয়। সেই সময়ে শাল্ব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, "যেরূপে পারি, যাদবকুল নির্ম্মূল করিব।" এই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া সে শূলপাণির আরাধনা করে। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে দিব্য অস্ত্র সহ বর প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া সেই দুরাত্মা শাল্ব যাদবগণকে আক্রমণ করিল। রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নের সহিত তাহার তুমুল যুদ্ধ বাধিল।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে থাকিয়া নানাবিধ দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিতে লাগিলেন; সুতরাং তাঁহার মন বিচলিত হইল। তখন যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ যথাবিধি পরিসমাপ্ত হইয়াছে; অতএব শ্রীকৃষ্ণ বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বারকাপুরীতে প্রস্থান করিলেন। বায়ুবেগে গরুড়ধ্বজ রথ চলিতে লাগিল। যথাকালে রণস্থলে উপস্থিত হইয়া ষোড়শবাণ দ্বারা তিনি শাল্বকে বিদ্ধ করিলেন; শাল্বও বাণ-

দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বামহস্ত বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। এইরূপে ক্ষণকাল যুদ্ধ হইতে হইতে মায়াবী শাল্ব ক্ষণকালের নিমিত্ত তিরোহিত হইল এবং মায়াবলে বসুদেবের মূর্ত্তি সৃজন পূর্ব্বক তাহাকে লইয়া পুনরায় কৃষ্ণসকাশে উপস্থিত হইয়া বলিল, রে মূর্খ! এই দেখ, তোর পিতাকে এখনি স্বহস্তে বধ করিব। এই বলিয়া সেই কৃত্রিমবসুদেবের মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় তিরোহিত হইল।

ইতিমধ্যে ময়দানব কৃষ্ণসকাশে সমুপস্থিত হইয়া শাল্বের আসুরী মায়ার কথা বিজ্ঞাপন করিল। দেখিতে দেখিতে শাল্বও পুনর্ব্বার নেত্রপথে নিপতিত হইল। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার বর্ম্ম, ধনু, শিরোমুকুট ও সৌভপুরীকে গদা দ্বারা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন শাল্ব গদা লইয়া কৃষ্ণের প্রতি প্রধাবিত হইল। তদ্দর্শনে ভগবান্ জনার্দ্দন সুদর্শনচক্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

এমত সময়ে শাল্বের পরমসখা দন্তবক্র নামক বীর ক্রোধে গদা হস্তে লইয়া কৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং সবলে শ্রীকৃষ্ণের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গদা নিক্ষেপ করিল। ভগবান্ গদাঘাতে আহত হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি স্বীয় বৃহতী গদা লইয়া দন্তবক্রের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন, তখন দন্তবক্র গদা দ্বারা নির্ভিন্নহৃদয় হইয়া রক্তবমন করত কেশ ও হস্তপদাদি প্রসারণ পূর্ব্বক ধরণীতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

অনন্তর দন্তবক্রের ভ্রাতা বিদূরথ ভ্রাতৃশোকে ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হননেচ্ছায় অসিচর্ম্ম-হস্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে তথায় উপস্থিত হইল। সে আগত হইবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার চক্র দ্বারা কিরীট-

কুণ্ডল সহিত তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দুরাত্মগণের নিধনসাধন পূর্ব্বক ভগবান্ আত্মীয়গণ সহ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

একত্রিংশ অধ্যায়।

সুভদ্রাহরণ।

ধর্ম্মরাজের রাজসূয়যজ্ঞ অবসানে অর্জ্জুন অগ্রজের অনুমতি লইয়া তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি নানাতীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে প্রভাসে গিয়া শুনিলেন, স্বীয় মাতুলপুত্রী সুভদ্রার বিবাহের দিন অবধারিত হইয়াছে। বলরাম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তাঁহাকে দুর্য্যোধনের হস্তে সমর্পণ করিবেন, কিন্তু তাহাতে আর কাহারও মত নাই। তখন অর্জ্জুন সুভদ্রালাভকামনায় ত্রিদণ্ডীরূপ ধারণ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন এবং স্বার্থসাধনমানসে সর্ব্বদা পৌরজনকর্তৃক ও তাঁহার পরিচয়ানভিজ্ঞ বলরাম কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তথায় এক বৎসর অবস্থিতি করিলেন। এই সময়ের মধ্যে সুভদ্রার রূপলাবণ্য দেখিয়া তিনি বিমুগ্ধ হইলেন; তাঁহার রূপলাবণ্যেও সুভদ্রার হৃদয় বিমোহিত হইল।

একদা মাতা, পিতা ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট অনুমতি লইয়া সুভদ্রা দেবদর্শনচ্ছলে রথে আরোহণ পূর্ব্বক যেমন দুর্গ হইতে নির্গত হইয়াছেন, অমনি মহারথ অর্জ্জুন তাঁহাকে হরণ করিয়া

স্বীয় রথে আরোপিত করিলেন। অসংখ্য যোদ্ধা আসিয়া অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিল; অর্জ্জুন সকলকেই পরাভূত করিয়া প্রস্থান করিলেন। সংবাদ পাইয়া বলদেব ক্রোধে অন্ধ হইয়া যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিলে শ্রীকৃষ্ণ নানারূপে প্রবোধ প্রদান করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। তখন বলরাম প্রশান্ত হইয়া প্রীতি-সহকারে বরবধূকে উপহারস্বরূপ হস্তী, অশ্ব, দাস, দাসী প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

পাশক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণের বনবাস, সঞ্জয়যান, কৃষ্ণের কুরুসভায় দূতবেশে গমন, বিবিধ বাদানুবাদ এবং কুন্তী ও কর্ণের সহিত কৃষ্ণের কথোপকথন।

যুধিষ্ঠিরের কীর্ত্তি ও প্রশংসাবাদ সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইলে দুর্য্যোধনের হৃদয় ঈর্ষায় অধীর হইয়া উঠিল; বিশেষতঃ সভাতলে অপদস্থ হওয়াতে তাহার ক্রোধের ও অভিমানের পরিসীমা ছিল না। সে মাতুল শকুনির পরামর্শে বৈরনির্যাতনার্থ কূট পাশ-ক্রীড়ার আয়োজন করিল। ক্রীড়ায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে সর্ব্বস্ব হারাইয়া অবশেষে পণের নিয়মানুসারে ভ্রাতৃগণ ও

দ্রৌপদীসহিত দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও একবর্ষ অজ্ঞাতবাসে বাধ্য হন। বিরাটরাজার গৃহেই অজ্ঞাতবাসকাল অতিবাহিত হয়। তৎপরে পাণ্ডবগণের পরিচয় পাইয়া বিরাটনৃপতি আপন কন্যা উত্তরাকে অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যুর করে সম্প্রদান করেন। এই সময়ে কৃষ্ণবলরামাদি যাদবগণ, পাণ্ডবদিগের শ্বশুর দ্রুপদরাজ এবং অন্যান্য আত্মীয়গণও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বিবাহোপলক্ষে সমবেত রাজন্যমণ্ডলী পরামর্শ করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট পাঞ্চালপুরোহিতকে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। যাহাতে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান পূর্ব্বক সন্ধি করেন, ইহাই দূতপ্রেরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন সুফল ফলিল না, দুর্য্যোধন তাহাতে স্বীকৃত হইল না; সুতরাং উভয়পক্ষে সমরের আয়োজন হইতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ বিরাটনগরী হইতে দ্বারকায় প্রত্যাগত হইলে অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন উভয়েই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সংগ্রামে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি স্বয়ং যে পক্ষে থাকিব, অস্ত্র ধারণ করিব না বা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব না, ইচ্ছা করিলে গ্রহণ করিতে পার। এতদ্ব্যতীত আমার এক অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা, এক পক্ষে তাহা প্রদান করিতে পারি। কৃষ্ণের এই কথায় অর্জ্জুন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করিলেন এবং দুর্য্যোধন এক অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনার প্রার্থী হইল। দুর্য্যোধন স্বনগরে প্রতিগমন করিলেন। কৃষ্ণ সংগ্রামকালে অর্জ্জুনের সারথিপদে নিযুক্ত থাকিয়া পরিচালন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

এদিকে কুরুকুলপতি ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পাণ্ডবগণসকাশে প্রেরণ

করিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত ছিলেন। সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের উপর নানারূপ দোষারোপ করিলে কৃষ্ণ বলিলেন, সঞ্জয়! তোমার বড়ই ভ্রম হইয়াছে। যিনি সত্য ভিন্ন ভ্রমেও মিথ্যা পথে চলেন না, নিরন্তর সদনুষ্ঠানে যিনি নিরত, ধর্ম্মই যাঁহার একমাত্র শরণ, সেই যুধিষ্ঠিরকে তুমি কোন্ বিবেচনায় দোষী বলিয়া অনুভব করিতেছ? যাহাতে উভয় পক্ষে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তাহাই আমার উদ্দেশ্য। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যেরূপ লোভপরতন্ত্র, তাহাতে সন্ধির আশা দুরূহ। তথাপি আমি স্বয়ং একবার হস্তিনাপুরে গমন করিব।

শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া সঞ্জয়কে বিদায় প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং হস্তিনাপুরে যাইবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। রথ সুসজ্জিত হইল; রথের উপর শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র সকল রক্ষিত হইল। সাত্যকিকে সমভিব্যাহারে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ কার্ত্তিকমাসের শুভদিনে দূতরূপে হস্তিনাপুরে যাত্রা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের আগমনসংবাদ পাইয়া দুর্য্যোধন ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি মহাত্মারা তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ বহির্গত হইলেন। অনন্তর যথাসময়ে সকলে কৃষ্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রসকাশে উপনীত করিলে ভগবান্ প্রণম্যগণকে প্রণাম ও আশীর্ভাজনগণকে আশীর্ব্বাদ ও স্নেহালিঙ্গন পূর্ব্বক আসনগ্রহণ করিলেন।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া ভগবান্ কহিলেন, রাজন্! আপনাদিগের বংশের প্রাধান্য সর্ব্বত্র প্রথিত, আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তিও বিরল। পাণ্ডবেরা বাল্যাবধি পিতৃহীন হইয়া আপনাকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছেন। তাঁহারাও আপনার

পুত্রস্বরূপ; তাঁহাদিগের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।

কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে নানারূপে বুঝাইলেন বটে, কিন্তু দুর্য্যোধন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া রোষভরে বলিল, আমি জীবিত থাকিতে সূচ্যগ্র দ্বারা যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ হইতে পারে, তাহাও তাহাদিগকে প্রদান করিব না।

তখন শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন্! একজনকে পরিত্যাগ করিলে যদি কুলরক্ষা হয়, তবে তাহাও বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। আপনি দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ না করিলে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইবার সম্ভব।" ধৃতরাষ্ট্র বুঝিয়াও দুর্য্যোধনের প্রতিকূলে কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। এদিকে দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে বন্ধন করিয়া রাখিবার জন্য দুষ্টমন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল।

এই সংবাদ জানিতে পারিয়া মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্রেরা কালপ্রেরিত হইয়া বাসুদেবকে বন্ধন করিতে বাসনা করিতেছে। জনার্দ্দন ইচ্ছা করিলে, এই মুহূর্ত্তে জগৎসংসার রসাতলে প্রেরণ করিতে পারেন। পতঙ্গগণ যেমন পাবকে নিপতিত হয়, আপনাদিগের পুত্রেরাও সেই দশা প্রাপ্ত হইবে।" তখন ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিয়া নানারূপ তিরস্কার করিলেন এবং অনেকরূপে বুঝাইলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বিদায় লইয়া পিতৃষসা কুন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণতিপুরঃসর দুর্য্যোধনাদির আচরণ আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলে, কুন্তী কহিলেন, জনার্দ্দন! যুধিষ্ঠিরকে বলিও, ভুজবীর্য্যই ক্ষত্রিয়ের জীবিকা। যেরূপে হউক, যেন অপহৃত

পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারে ভ্রাতৃগণ সহ যত্নবান্ হয়। পিতামহগণের সুনাম যেন রক্ষিত হয়। পতিপরায়ণা দ্রৌপদী কুরুসভামধ্যে অপমানিতা হইয়াছে, এ কথা পাণ্ডবের হৃদয়ে যেন সর্ব্বদা জাগরূক থাকে।

কুন্তী এই বলিয়া নিবৃত্ত হইলে, জনার্দ্দন তাঁহাকে প্রণতি পুরঃসর বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যাত্রাকালে কর্ণকে স্বীয় রথে তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাধেয়! বেদবাক্য তোমার অবিদিত নহে, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সূক্ষ্মমর্ম্মও তুমি অবগত আছ। তুমি ধর্ম্মতঃ পাণ্ডুর নন্দন; তোমার জননীর কন্যকাবস্থায় তোমার জন্ম হইয়াছে। তুমি যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ। ধর্ম্মতঃ তুমিই রাজ্যেশ্বর হইবে, পঞ্চ-পাণ্ডব তোমার অধীন হইয়া সুখে অবস্থান করিবে; তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি অনুকূল হও।

শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শুনিয়া কর্ণ কহিলেন, মাধব! তুমি যাহা বলিলে সত্য, কিন্তু আমি ত্রয়োদশ বৎসর দুর্য্যোধনের আশ্রয়ে পরম সুখে অছি; এখন আমি কোনরূপেই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি বুঝিতেছি, যখন তুমি স্বয়ং পাণ্ডবপক্ষে সহায়, তখন পাণ্ডবের জয় অনিবার্য্য। তথাপি আমি দুর্য্যোধনের পক্ষ পরিত্যাগে সমর্থ নহি। বিশেষতঃ শৈশবে জননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবার পর রাধা ও অধিরথ আমাকে লালন-পালন করিয়াছেন; তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া সূত-জাতির সহিত আমার বিবাহবন্ধন ঘটিয়াছে; এখন আমি কিরূপে তাঁহাদের পিণ্ডলোপ করি? অতএব হে কৃষ্ণ! এখন আর আমার অন্য পথ নাই। যদি ক্ষত্রকুলান্তকর মহাসংগ্রাম

হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, নচেৎ অসার নরদেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সুরপুরে গিয়া তোমাকে দর্শন করত সুখী হইব।

মহাবীর কর্ণ কৃষ্ণকে এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার রথ হইতে অবতরণ করিলে বাসুদেবও সাত্যকি সমভিব্যাহারে দ্বারাবতী অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

—*—

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ;—ভীষ্ম, ভগদত্ত, দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতির পতন।

বাসুদেব দৌত্যকর্ম্মে বিফলমনোরথ হইয়া উপপ্লব্যনগরে পাণ্ডবগণসমীপে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখে দুর্য্যোধনের প্রতিজ্ঞা ও কৃষ্ণের প্রতি তদীয় আচরণের কথা শুনিয়া পাণ্ডুনন্দনগণের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না; তাঁহারা যুদ্ধের আয়োজনে সমুদ্যত হইলেন। মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতিপদে বরিত হইলেন। যথানিয়মে সৈন্যব্যূহ সন্নিবেশিত হইল। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রই যুদ্ধভূমি নির্দ্দিষ্ট হইল। এদিকে কৌরবপক্ষীয়গণও যথানীতি যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। উভয়পক্ষীয় বীরগণ কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইলেন।

উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণমধ্যে পিতৃব্য, মাতামহ, আচার্য্য, মাতুল,

পুত্র, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিকে দেখিয়া এবং সংগ্রামের পরিণামফল চিন্তা করিয়া অর্জ্জুনের হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল, সংগ্রামে তিনি বীতস্পৃহ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতাবর্ণনচ্ছলে তত্ত্বোপদেশ দিয়া পার্থের মোহ নিবারণ করিলেন।

অনন্তর মহাসংগ্রাম সমারব্ধ হইল। মহাবীর ভীষ্ম কুরুসেনাপতির অধিনায়ক হইয়া সমরসাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন; পার্থের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম বাধিল। ভীষ্মহস্তে অসংখ্য অসংখ্য পাণ্ডবসেনা পতিত হইতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে এক সপ্তাহ সংগ্রাম চলিল। তৎপরে মহাবীর পার্থের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম পূর্ব্বশিরা হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন। শরজালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, পতনকালে তদীয় দেহ মৃত্তিকাস্পর্শ করিল না; শরশয্যোপরি শায়িত রহিল।

তদনন্তর দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিপদ গ্রহণ করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দ্রোণগুরু সমরে ব্যাপৃত আছেন, ইতিমধ্যে ভগদত্ত আসিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পরে পার্থের হস্তে নিহত হইয়া ভগদত্তকে শমনগৃহে প্রস্থান করিতে হইল।

একদা ধনঞ্জয় নারায়ণীসেনা সহ যুদ্ধে নিযুক্ত আছেন, ইত্যবসরে অপরদিকে জয়দ্রথাদি সপ্তরথী একত্র হইয়া অর্জ্জুননন্দন ষোড়শবর্ষীয় অভিমন্যুর বিনাশসাধন করিলেন। যুদ্ধান্তে অর্জ্জুন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই বার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক শোকে অধীর হইয়া উঠিলেন; শ্রীকৃষ্ণ নানারূপ প্রবোধপ্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে

সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। অনন্তর শুনিলেন, জয়দ্রথই অভিমন্যুর বিনাশের মূলকারণ; সুতরাং পার্থ রোষে প্রজ্বলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যদি পরদিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আমি জয়দ্রথের বিনাশসাধন করিতে না পারি, অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।"

অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কৌরবপক্ষীয় বীরগণ জয়দ্রথের রক্ষার্থ ব্যূহরচনা করিলেন; কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য প্রভৃতি বীরবৃন্দ তাঁহার রক্ষা করিবেন। এই দুর্ভেদ্য সৈন্যব্যূহ ভেদ করা বড়ই দুরূহ। শ্রীকৃষ্ণ গোপনে চরদ্বারা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সারথি দারুককে অস্ত্রশস্ত্র-পূরিত রথ প্রস্তুত রাখিতে বলিলেন। যদি সূর্য্যাস্তের মধ্যে পার্থ জয়দ্রথবধে সমর্থ না হন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিপাত করিবেন, ইহাই ভগবানের উদ্দেশ্য।

পরদিন যথারীতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন দ্রোণব্যূহ ভেদ করিয়া জয়দ্রথসমীপে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন অশ্বত্থামা, কর্ণ, সোমদত্ত প্রভৃতি বীরগণ জয়দ্রথের চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছেন। তখন অর্জ্জুন শরজালে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া বীরগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বীরগণ যার পর নাই প্রপীড়িত হইয়া জয়দ্রথকে সৈন্যশ্রেণীমধ্যে লুক্কায়িত করিয়া ফেলিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বাগ্জাল বিস্তার করিয়া কৌরবগণের অভিমানে আঘাত করিলে তাঁহারা গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বিবেচনা করিলেন, আমরা এতগুলি বীর বিদ্যমানে পার্থ জয়দ্রথের কি করিতে পারিবে? এই ভাবিয়া জয়দ্রথকে সমরক্ষেত্রে যেমন বাহির করিলেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা পার্থ জয়দ্রথের

মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য কৌরবসেনার অধিনেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলে উভয়পক্ষেরই অসংখ্য অসংখ্য সেনা রণভূমে শয়ন করিতে লাগিল। গুরুদেবের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয়েরা যার পর নাই প্রপীড়িত হইয়া উঠিলেন। তখন কৌশলপটু ভগবান্ কৃষ্ণ অশ্বত্থামানামক একটী গজের নিধনবার্ত্তা প্রচার করাইলে গুরুদেবের কর্ণে অস্পষ্টরূপে সেই কথা প্রবেশ করিল। স্বীয় পুত্র অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে, এই ভাবিয়া তিনি অন্তরে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন এবং অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণবিসর্জ্জনে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া ধ্যানযোগে হরিপদ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে ধৃষ্টদ্যুম্ন সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গুরুদেবের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিলেন।

তদনন্তর মহাবীর কর্ণ সমরক্ষেত্রে ঝম্পপ্রদান করিলেন। অর্জ্জুনের হস্তে যেমন গাণ্ডীবধনু বিরাজমান, কর্ণের হস্তেও সেইরূপ বিজয়ধনু শোভা পাইতেছে। মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অশ্বচালনা করিতেছিলেন। ক্রমে উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কর্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পর পরস্পরের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতেছে, কিছুমাত্র বিরাম নাই। তখন কৌরবগণের অধর্ম্মাচরণ স্মরণ করিয়া রোষে অর্জ্জুনের রোমবিবর হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অর্জ্জুনের শরে কর্ণের রথধ্বজ ছিন্ন হইয়া গেল; তদ্দর্শনে কর্ণের হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল, উৎসাহ ভঙ্গ হইল, অঙ্গসন্ধি যেন শিথিল হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে অর্জ্জুন গুরুপাদপদ্ম স্মরণ পূর্ব্বক গাণ্ডীব আকর্ষণ করিয়া যেমন তেজোদীপ্ত শর নিক্ষেপ করিলেন, অমনি মহাবীর কর্ণ গিরিশিখরের ন্যায় ভূমিশয্যায় নিপতিত ও গতাসু হইয়া পড়িলেন। পাণ্ডবপক্ষে জয় জয় ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল প্রতিনাদিত করিল।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

শল্য ও দুর্য্যোধনের পতন, পাণ্ডবের জয়, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্যস্থাপন, তৎকর্ত্তৃক অশ্বমেধযজ্ঞ এবং পরীক্ষিতের জন্ম।

কর্ণের পতন হইলে শল্য কৌরবগণের সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমরাঙ্গনে প্রবেশ করিল। যুধিষ্ঠিরের সহিত ইহার যুদ্ধ ঘটে। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পরই শল্য ইহলোক হইতে প্রস্থান করিল। ক্রমে ক্রমে কৌরবপক্ষ বীরশূন্য হইয়া পড়িল, কেবলমাত্র কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা এই তিনজন জীবিত আছেন। তাঁহারা দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে লইয়া দ্বৈপায়নহ্রদে লুকাইয়া রাখিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর পাণ্ডবেরা তাঁহাকে বাহির করেন। পরে ভীমের সহিত দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুর্য্যোধন অসমসাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন;

কিন্তু বহুক্ষণ যুদ্ধের পর ভীমের ভীষণ গদাঘাতে ভগ্নোরু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন; আর জীবনের আশা রহিল না। তদবস্থায় আর আঘাত করা অনুচিত বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে নিষেধ করিলেন।

এদিকে অশ্বত্থামা পিতৃবধবৈরনির্যাতনাভিলাষে রাত্রিযোগে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করেন। তথায় ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও পাঞ্চালগণ নিদ্রিত ছিলেন, অতর্কিতভাবে তাঁহাদিগের বিনাশসাধন করিয়া অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনসকাশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল আসন্ন। দেখিতে দেখিতেই দুর্য্যোধনের দেহযষ্টি একবার কম্পিত হইয়া উঠিল। তদীয় প্রাণবিহঙ্গ দেহপিঞ্জর হইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন করিল।

রাত্রিপ্রভাতে পাণ্ডবশিবিরে হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল। ভীমসেন বুঝিতে পারিলেন, গুরুপুত্র অশ্বত্থামারই এই কার্য্য। তখন বৃকোদর রোষে প্রজ্বলিত হইয়া গদাহস্তে অশ্বত্থামার উদ্দেশে প্রধাবিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া বৃকোদরের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। তদ্দর্শনে অশ্বত্থামা প্রাণভয়ে ধনুতে ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করিলে অর্জ্জুনও গাণ্ডীবে ব্রহ্মশিরের অবতারণা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তদ্দর্শনে গুরুপুত্রবধে নিষেধ করিয়া অশ্বত্থামার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শিরোমণি ছেদন করিয়া লইলেন।

কুরুবংশ ধ্বংস ও পাণ্ডবগণের জয়লাভ হইল। পুত্রশোকাতুরা গান্ধারী কৃষ্ণকেই এই দুর্ঘটনার মূল ভাবিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে এইরূপ আত্মবিচ্ছেদে তোমার যদুকুলও নির্ম্মূল হইবে। তচ্ছ্রবণে হাস্য করিয়া জনার্দ্দন কহিলেন, দেবি!

আপনার অভিশাপপ্রদানের পূর্ব্ব হইতেই আমি জানি, আমার বংশ নির্ম্মূল হইবে। এখন আপনি বিধিলিপি স্মরণ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করুন্।

অনন্তর যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তখনও ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান ছিলেন। যুধিষ্ঠির রাজধর্ম্ম-শিক্ষার বাসনায় পিতামহের নিকট উপস্থিত হইলে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরাদিকে রাজধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিলেন।

তদনন্তর উত্তরায়ণকাল সমাগত হইলে মাঘমাসে শুক্লপক্ষে মহামতি ভীষ্ম কৃষ্ণের ব্রহ্মমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে ইহলোক হইতে অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন। যথাবিধি তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়া সমাহিত হইল।

যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু ভীষ্মের শোকে এবং আত্মীয়স্বজনের বিনাশে তাঁহার হৃদয় একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল; তিনি রাজ্যত্যাগ পূর্ব্বক বনগমনে সমুদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কামগীতা বর্ণন পূর্ব্বক তাঁহার শোকাপনোদন ও সান্ত্বনা প্রদান করিলে, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির স্থিরচিত্ত হইয়া রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন।

এদিকে বাসুদেব বিদায় লইয়া দ্বারকাপুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে বসুদেব তাঁহার নিকট কুরুক্ষেত্রের সমরবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে বলিলেন। তাঁহার আদেশে কৃষ্ণ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিলেন বটে, কিন্তু অভিমন্যুপতন গোপন করিয়া রাখিলেন। তৎকালে সুভদ্রা তথায় উপস্থিত ছিলেন; কৃষ্ণ গোপন করিলেন বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন সুভদ্রা ও বসুদেব উভয়েই মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হই-

লেন। তখন বাসুদেব উভয়কে সান্ত্বনাপ্রদান পূর্ব্বক প্রবোধ-দ্বারা শান্ত করিলেন।

এদিকে হস্তিনাপুরে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের আদেশে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সুতরাং জনার্দ্দনকে আহূত হইয়া পুনরায় হস্তিনাপুরে আগমন করিতে হইল। বলদেব, সুভদ্রা প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সাত্যকি প্রভৃতি সকলেই হস্তিনায় আগমন করিলেন। ভগবান্ ব্যাসদেব কর্ত্তৃক যজ্ঞের প্রকৃত কাল স্থিরীকৃত হইল। চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যজ্ঞ সমারব্ধ হইল। যথা-বিধি ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইল।

এদিকে হঠাৎ একদিন উত্তরার প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। সহসা একটী পরমসুন্দর পুত্ররত্ন ভূমিষ্ঠ হইল। অন্তঃপুরমহিলারা আনন্দকোলাহলে পুরী কোলাহলময় করিয়া তুলিলেন। পরন্তু অনতিবিলম্বেই সকলে দেখিলেন, পুত্রটী মৃতবৎ নিস্পন্দ। তখন আনন্দকোলাহলের পরিবর্ত্তে রোদনধ্বনি সমুত্থিত হইল।

তখন বসুদেব দ্রুতগতি অভিমন্যুনন্দনের জন্মগৃহে উপস্থিত হইলেন এবং মৃতবৎ শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন; অনন্তর চিকিৎসাপ্রক্রিয়াবলে রুদ্ধ শ্বাসের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবামাত্র শিশুর নিশ্বাস বহিতে লাগিল, পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিয়া উঠিল। তখন বাসুদেব শিশুকে নানাবিধ রত্নপ্রদান ও আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, এই বালক কুল পরিক্ষীণ হইবার সময় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, অতএব এই শিশু পরীক্ষিৎ নামে ভূতলে প্রসিদ্ধ হইবে।

শিশু দিন দিন শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অন্তঃপুরবাসিনীগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। শ্রীকৃষ্ণও

পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অনুজীবিগণসহ বলদেবকে লইয়া দ্বারাবতীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

—*—

কৃষ্ণের অন্ত্যলীলা ও যদুবংশের আনন্ত্যবর্ণন।

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞাবসানে শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। উত্তমবেশ-ভূষায় বিভূষিতা, নবযৌবনসম্পন্না, তড়িৎসম কান্তিমতী স্ত্রীগণ সেই পুরীর সকল পথে কন্দুকক্রীড়া করিতেছে; মদমত্ত মাতঙ্গদল, সুসজ্জীভূত যোদ্ধাগণ ও কনকোজ্জ্বল রথসমূহ চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছে। পুষ্পিত বৃক্ষসকল উদ্যান ও উপবনে শোভা পাইতেছে। চতুর্দ্দিকে ভৃঙ্গ ও পক্ষিগণ সুস্বরে গান করিতেছে। এইরূপে উদ্যানশোভিত পুরীমধ্যে ষোড়শসহস্র পত্নীর সহিত এক শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেছেন। কখন বা প্রোৎফুল্ল-কুমুদ-কহ্লার-পদ্মরেণু-সুবাসিত নির্ম্মলসলিলা তটিনীজলে অবগাহনপূর্ব্বক অলিকুলকূজন শ্রবণ করত যোষিৎগণে পরিবৃত হইয়া মহোদয় শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন। গন্ধর্ব্বেরা মৃদঙ্গ, পণবানক ও বীণাবাদন পূর্ব্বক গান দ্বারা এবং সূতমাগধবন্দিগণ স্তব দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতেছে। এইরূপে নরনারীগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ

যক্ষীগণসহ যক্ষরাজের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন। রমণীগণ বিভ্রমে স্খলিতবস্ত্র ও বিবৃতগাত্র হইয়া স্রস্ত-কবরী-বন্ধন উদ্ধৃত করত স্বীয় কান্তকে অভিষেক পূর্ব্বক আলিঙ্গনে জাতলজ্জায় বিরাজ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণও মহিষীগণের স্তন হইতে উন্মোচিত স্রক্-কুঙ্কুম দ্বারা ক্রীড়া করত দৃঢ় আলিঙ্গনে কম্পিত কুন্তলবন্ধন হইয়া তাহাদিগের গাত্রে জলসেক করত স্বয়ং তৎকর্তৃক সিচ্যমান হইয়া করেণুপরিবৃত করিরাজের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ গীতবাদ্যোপজীবী নটনর্ত্তকীগণকে অলঙ্কারবস্ত্রাদি প্রদান করিলেন এবং স্ত্রীগণও স্বীয় অলঙ্কারবস্ত্রাদি প্রদান করিল। এইরূপ গতি, আলাপ, সস্মিত কটাক্ষ ও আলিঙ্গনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্ত্রীগণের বুদ্ধি অপহৃত হইল। পরে মুকুন্দৈকভাবনাবতী স্ত্রীগণ সেই অরবিন্দাক্ষকে চিন্তা করত উন্মত্তের ন্যায় পরস্পর নানারূপ কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত হইলেন।

মহিষীগণ বলিলেন, অয়ি সখি কুররি! এক্ষণে রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণ ঘোরনিদ্রায় অভিভূত আছেন, আমরা নিদ্রাভঙ্গ করিতেছি মনে করিয়া তুমি বিলাপ করিতেছ, তোমার নিদ্রা নাই, অথবা শ্রীকৃষ্ণের হাস্য ও উদার ঈক্ষণ দ্বারা আমাদিগের ন্যায় তোমারও চিত্তবুদ্ধি গাঢ়রূপে বিদ্ধ হইয়াছে। হে চক্রবাকী! তুমি রাত্রিকালে স্বীয় বন্ধুকে না দেখিতে পাইয়াই দুঃখে নেত্রদ্বয় নিমীলিত কর না, কেবল করুণা করিয়া রোদন মাত্র কর, অথবা আমাদিগের ন্যায় অচ্যুতপদসেবিত মালা মস্তকে বহন করিবার নিমিত্তই রোদন করিয়া থাক। হে সমুদ্র! তুমি এই রাত্রিতে নিয়ত নিদ্রালাভ করিতে না পারিয়া জাগ্রত হইয়াই রোদন করিতেছ, অথবা আমাদিগের ন্যায় মুকুন্দ কর্ত্তৃক নষ্ট কুঙ্কুমাদি-লাঞ্ছন হইয়া

সমদশা প্রাপ্তিপূর্ব্বকই রোদন করিতেছ। হে চন্দ্র! তুমি কি কোন বলবান্ রোগে আক্রান্ত হইয়া নিজ কিরণদ্বারা এই ক্ষীণ অন্ধকারকে বিনষ্ট করিতে পারিতেছ না? অথবা আমরা তোমাকে আমাদিগের ন্যায় মুকুন্দগদিত বিস্মৃত হইয়া স্তব্ধ-বাক্যের ন্যায় অবলোকন করিতেছি? হে মলয়ানিল! আমরা তোমার এমন কি অপ্রিয়াচরণ করিয়াছি যে, তুমি গোবিন্দাপাঙ্গ-নির্ভিন্ন আমাদিগের হৃদয়ে স্মরবেদনা প্রদান করিতেছ? হে মেঘ! তুমি যাদবেন্দ্রের সখা, এজন্য তুমি আমাদিগের ন্যায় প্রেমবদ্ধ হইয়া তাঁহার শ্রীবৎসচিহ্ন সর্ব্বদা ধ্যান করিতেছ, আর তাঁহার প্রসঙ্গ অনুধ্যান করত দুঃখে কাতর হইয়া আমাদিগের ন্যায় সরল-হৃদয়ে উৎকণ্ঠচিত্তে বার বার বাষ্পধারা মোচন করিতেছ। হে রমণীয়কণ্ঠ কোকিল! তুমি এই মৃতসঞ্জীবন বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভাষা সদৃশ শব্দ বিন্যাস করিতেছ, অতএব তোমার কি প্রিয়াচরণ করিব বল? হে উদারবুদ্ধি পর্ব্বত! তুমি যে চলিতেছ না কিংবা কিছু বলিতেছ না, বোধ হয়, তুমি কোন মহদভিপ্রায় চিন্তা করি-তেছ অথবা আমাদিগের ন্যায় বসুদেবনন্দনের পাদপদ্মদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করিবার কামনা করিতেছ। হে সিন্ধুপত্নী নদীগণ! তোমাদের গভীর প্রদেশ শুষ্ক হইয়াছে, কমল শোভাশূন্য হইয়াছে, তোমরা অতি কৃশ হইয়াছ, এই গ্রীষ্মসময়ে প্রিয় সমুদ্র তোমা-দিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন না, অহো! যেমন আমরা মধুপতির প্রণয়াবলোকন না পাইয়াই শুষ্কহৃদয় ও কৃশ হইয়াছি, তোমরাও তদ্রূপ। হে হংস! তুমি সুখে আগমন করিয়াছ, আইস, এই দুগ্ধ পান কর। হে অঙ্গ! শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ বল। তোমাকে আমরা দূত বলিয়া জানি, তিনি ত সুখে আছেন?

আমাদিগের কথা কি কিছু বলিয়াছেন? আমাদিগের সুহৃদ্‌ভাব কি তিনি স্মরণ করিয়াছেন? একাকিনী শ্রীই তাঁহাকে ভজনা করেন, তদ্ব্যতীত আলাপমাত্রকারী সেই অরতিপ্রদকে আমরা কিরূপে ভজনা করিব? আমরা সেবাতৎপর।

যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রিয়মাণ ঈদৃশ ভাব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ বৈষ্ণবী গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিনি নাম-শ্রবণমাত্র সহসা স্ত্রীগণের মন হরণ করেন, সেই উরুগীত শ্রীকৃষ্ণকে যে মহিষীগণ সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহাদিগের মন যে অপহৃত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। যাঁহারা ভর্ত্তৃভাবে পদসেবা দ্বারা প্রেম-সহকারে জগদ্‌গুরুর পরিচর্য্যা করেন, তাঁহাদিগের তপস্যা আর কি বর্ণন করিব? সাধুগতি শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বেদোদিত কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করত ধর্ম্ম-কাম-মোক্ষের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট ও শতাধিক ষোড়শ সহস্র মহিষী ছিলেন। রুক্মিণী প্রভৃতি স্ত্রীরত্নভূত অষ্ট মহিষীগণও তাঁহাদিগের পুত্রগণের সহিত দ্বারাবতীতে বিরাজ করিতেছিলেন। তদ্ভিন্ন কৃষ্ণের শতাধিক ষোড়শ সহস্র পত্নীর প্রত্যেকে সেই অমোঘগতি শ্রীকৃষ্ণ দশ দশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই সমুদায় বীর্য্যবান্ উদার যশস্বী পুত্রগণের মধ্যে অষ্টাদশ জন মহারথ ছিলেন। তাঁহারা যথাক্রমে প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান্, ভানু, শাম্ব, মধু, বৃহদ্ভানু, ভানুবৃন্দ, বৃক, অরুণ, পুষ্কর, বেদবাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রবর্হি, বরূথ, কবি ও ন্যগ্রোধ নামে অভিহিত। মধুসূদনের এই পুত্র-গণের মধ্যে রুক্মিণীসুত প্রদ্যুম্ন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও পিতৃতুল্যগুণসম্পন্ন ছিলেন। রুক্মী রাজার কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহা হইতে অযুত-মত্তহস্তিবলান্বিত অনিরুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন।

তিনি রুক্মীরাজার দৌহিত্র, কিন্তু তিনি সেই রুক্মীর পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতে বজ্র উৎপন্ন হয়; মৌষল-যুদ্ধে কেবল তিনি মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন। তাঁহা হইতে প্রতিবাহু, প্রতিবাহু হইত সুবাহু, সুবাহু হইতে উপসেন এবং উপসেন হইতে ভদ্রসেন উৎপন্ন হন। এই যদুকুলে নির্ধন, অবহুপুত্র, অল্পায়ু, অল্প-বীর্য্য বা অব্রহ্মণ্য কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। যদুবংশপ্রসূত বিখ্যাত-কর্ম্মা পুরুষদিগের সংখ্যা কহিতে শতবৎসরেও কেহ সমর্থ হয় না। এইরূপ কিংবদন্তী আছে, যদুকুলের অসংখ্য বালকদিগের অধ্যয়-নার্থ তিন কোটি একশত আষ্টাশীতি জন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। অতএব অসংখ্যাত মহাত্মা যদুবংশীয়দিগের সংখ্যা করিতে কে সমর্থ হইবে? উগ্রসেন সর্ব্বদা অযুত লক্ষ পরিবারে পরিবৃত হইয়া থাকিতেন। যে সকল সুদারুণ দৈত্য দেবাসুরযুদ্ধে নিহত হইয়া-ছিল, তাহারাই মনুষ্যমধ্যে বলবান্ প্রজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিল। তাহাদিগেরই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া দেবগণ যদুকুলে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা একাধিক শত কুলে বিভক্ত ছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রভুত্বে তাঁহাদিগের প্রমাণ-স্বরূপ ছিলেন। সমুদায় যাদবগণ তাঁহারই অনুবর্ত্তী হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণার্পিতচেতা বৃষ্ণিগণ শয়ন, উপবেশন, গমন, আলাপ, স্নানভোজনাদিবিষয়ে আপনাদিগকে গণনাই করিত না। যে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিকলাপরূপ তীর্থ যদুবংশে উৎপন্ন হইয়া পাদশৌচরূপ গঙ্গাতীর্থকে অঙ্গীকৃত করিয়াছে, তাঁহার শত্রু মিত্র উভয়েই যে সারূপ্য লাভ করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? আর যে লক্ষ্মীর নিমিত্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ যত্ন করিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মী যে তাঁহারই হইবেন, তাহাও আশ্চর্য্য নহে। যাঁহার নাম শ্রবণে

ও কীর্ত্তনে অমঙ্গল নাশ পায়, যিনি সমস্ত ঋষিকুলে গোত্রধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, কালচক্রায়ুধ সেই শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীভার হরণ করা আশ্চর্য্য কার্য্য নহে।



ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।



মৌষল-কথার উপক্রম।

শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ও যাদবগণে পরিবৃত হইয়া কলহ উৎপাদন পূর্ব্বক দৈত্যগণকে বধ করত পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন; যে সকল পাণ্ডুবংশীয়েরা বারংবার দুর্য্যোধনাদি কর্ত্তৃক কপটদ্যূত, অবজ্ঞা ও কেশাকর্ষণাদি দ্বারা কুপিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে নিমিত্তমাত্র করিয়া পরস্পর সমবেত নানাবিধ নৃপগণকে বিনাশ করত ক্ষিতিভার হরণ করিলেন; স্বীয় বাহুবলে রক্ষিত যদুগণ দ্বারা নানা সময়ে নানা উপলক্ষে ভূভারভূত রাজসেনাগণকে নিরস্ত করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার চিন্তার বিরাম নাই। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! লৌকিক প্রতীতিতে পৃথিবীর ভার দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বরূপতঃ তাহা হয় নাই। যেহেতু, অবিষহ্য যাদবকুল অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। মদাশ্রিত ও নিত্য বিভবোচ্ছ্রিত এই যদুকুলের পরিভব হওয়া

অন্য হইতে কদাচ সম্ভব নহে, অতএব তৃণগুচ্ছের অন্তরে অগ্নি-প্রদানের ন্যায় যদুকুলের অন্তরে কলহবিধান করত শান্তিস্থাপন পূর্ব্বক স্বধামে প্রেরণ করিব। সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বর বিভু শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া বিপ্রশাপচ্ছলে স্বীয় কুলের সংহার-বাসনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

উদারকীর্ত্তি আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণ যাবতীয় সুন্দর বস্তুর সন্নিবেশ-রূপ কলেবর ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে মঙ্গলকর কর্ম্মের আচরণ করত দ্বারকাধামে রমণ করিয়া শেষে ভূভারহরণেচ্ছায় স্বীয় কুল-সংহারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এমত সময়ে কর্ম্মনিষ্পাদনার্থ আহূত ঋষিগণ কালমলাপহারক পুণ্যনিবহ মঙ্গলকর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক ভূভারহরণের কালস্বরূপ যদুরাজগৃহস্থিত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সমীপস্থ পিণ্ডারকতীর্থে গমন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্ব্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ ও নারদ প্রভৃতি অনেকেই বিদ্যমান ছিলেন। মুনিগণ গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে যদুবংশীয় অবিনীত কুমারগণ ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে প্রণতি করিলেন। তাঁহারা জাম্ববতীনন্দন শাম্বকে স্ত্রীবেশ পরিধান করাইয়া মুনিগণের সমক্ষে গমন পূর্ব্বক বলিলেন, হে অমোঘদর্শন বিপ্রগণ! এই অন্তর্ব্বত্নী নীলনয়না ললনা আপনাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছাবতী হইয়াও সাক্ষাৎ প্রশ্নের লজ্জায় আবৃত-বদনা হইতেছেন; এই পুত্রকামা বনিতার প্রসবকাল উপস্থিত, অতএব ইনি কি প্রসব করিবেন বলুন।

যাদবগণের এইরূপ প্রবঞ্চনায় মুনিগণের হৃদয় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তাঁহারা রোষকষায়িতলোচনে নেত্রপাত

পূর্ব্বক কহিলেন, রে মন্দভাগ্যগণ! ইনি তোমাদিগের কুলনাশক এক মুষল প্রসব করিবেন।

এই কথা শ্রবণমাত্র যদুবালকগণের হৃদয় বিত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা ব্যস্তসমস্তভাবে শাম্বের উদরদেশস্থ বস্ত্র মোচন করিয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে লৌহনির্ম্মিত এক মুষল বিদ্যমান রহিয়াছে। তখন বিলাপসহকারে সকলে বলিতে লাগিলেন, হায়! আমরা কি মন্দভাগ্য! আমরা কি কুকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিলাম! লোকে আমাদিগকে কি বলিবে?

যাদবগণ এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে ব্যাকুলহৃদয়ে সেই মুষল লইয়া গৃহে গমন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা মুষল-হস্তে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বজনসমক্ষে নরপতি উগ্রসেনের নিকট সমুদায় ব্যক্ত করিলেন। অমোঘ ব্রহ্মশাপের বিষয় শ্রবণ করিয়া ও মুষল প্রত্যক্ষ করিয়া দ্বারকাবাসী জনগণ ভয়বিস্ময়ে এককালীন অভিভূত হইল। তখন যদুরাজ উগ্রসেন সেই মুষল চূর্ণ করিয়া তাহার অবশিষ্ট লৌহখণ্ড সহিত সেই পরমাণু সকল সাগরসলিলে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষেপ করিবামাত্র এক মৎস্য আসিয়া লৌহখণ্ড গ্রাস করিল ও চূর্ণ সকল তরঙ্গ সহকারে তীরে সংলগ্ন হইয়া তাহাতে এরকাবৃক্ষের (শরতৃণ) উৎপত্তি হইল। কিয়ৎকাল পরে মৎস্যজীবী এক কৈবর্ত্ত জাল দ্বারা মৎস্য ধরিতে গিয়া অন্য মৎস্যের সহিত সেই মৎস্যটী প্রাপ্ত হইল এবং তাহাকে খণ্ড করিবার সময় তাহার উদরমধ্যে সেই লৌহখণ্ড পাইয়া শরের অগ্রভাগে সংযুক্ত করিয়া রাখিল। কালরূপী ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বিষয় জানিয়া শুনিয়াও সেই ব্রহ্মশাপ অন্যথা করিতে ইচ্ছা না করিয়া তাহাতে অনুমোদন করিলেন।



সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।



শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় ধামে গমনের জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তব ও অনুরোধ।

একদা পুত্রগণ, দেবগণ ও প্রজাপতিগণের সহিত ব্রহ্মা, ভূতগণ সহিত ভূতভব্যেশ ভব, মরুদ্‌গণ সহিত ভগবান্ ইন্দ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমার, ঋভুগণ, অঙ্গিরা, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, ঋষিগণ, পিতৃগণ, বিদ্যাধর, কিন্নর ইহাঁরা সকলে কৃষ্ণদর্শনার্থ দ্বারকায় গমন করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে বিগ্রহ পরিগ্রহ দ্বারা নরলোকমনোরম হইয়া লোকে সর্ব্বলোকপাপাপহ যশোবিস্তার করিতেছেন, ব্রহ্মাদির তাহাই দর্শন করিবার ইচ্ছা। ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাঋদ্ধিতে সমৃদ্ধ ও বিভ্রাজমান দ্বারকা পুরীতে গিয়া অদ্ভুত দর্শন করিতে লাগিলেন এবং স্বর্গোদ্যানসম্ভূত মাল্যদ্বারা কৃষ্ণকে বিভূষিত করিয়া শৃঙ্খলবদ্ধ বিচিত্রার্থ বাক্য দ্বারা সেই জগদীশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবগণ কহিলেন, হে নাথ! বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বাক্য দ্বারা আমরা তোমার পদারবিন্দে প্রণতি করি। যেহেতু, অন্তরে ভাবযুক্ত ও কর্ম্মপাশবদ্ধ মুমুক্ষু ঋষিরাও তোমাকে হৃদয়ে চিন্তা

করিয়া থাকেন। হে অজিত! তুমি মায়াগুণে বর্ত্তমান হইয়া ত্রিগুণ-মায়া দ্বারা এই দুর্বিভাব্য মহদাদি প্রপঞ্চকে স্বীয় আত্মাতে নিহিত করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ করিতেছ, অথচ তুমি সে সকল কর্ম্মে লিপ্ত হও না। তুমি অব্যবহিত স্বীয় সুখে সর্ব্বদা অভিরত ও অনবদ্য। হে স্তবনীয়শ্রেষ্ঠ! তোমার যশোরাশি শ্রবণে প্রবৃদ্ধ শ্রদ্ধা দ্বারা সাধুদিগের যেরূপ চিত্তশুদ্ধি হয়, বিদ্যা, বেদাধ্যয়ন, দান ও তপস্যাদি ক্রিয়া দ্বারাও সংসারিদিগের তদ্রূপ হয় না। তোমার পাদপদ্ম আমাদিগের বিষয়বাসনানাশের ধূমকেতুস্বরূপ। মুনিগণ মুক্তির নিমিত্ত যাঁহাকে আর্দ্রহৃদয়ে বহন করেন, ভক্তেরা সমবিভূতির নিমিত্ত যাঁহার অর্চ্চনা করেন, জ্ঞানীগণ বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির অভিলাষে ত্রিকাল যাঁহার পূজা করেন, যাজ্ঞিকেরা প্রযতপাণি হইয়া হবিগ্রহণ পূর্ব্বক ত্রয়ীনিরুক্ত বিধি দ্বারা যাঁহাকে যজ্ঞাগ্নিতে ধ্যান করেন, যিনি মুক্তপুরুষ পরমভাগবতদিগেরও পূজনীয়, সপত্নীর ন্যায় স্পর্দ্ধমানা ভগবতী লক্ষ্মীকেও অনাদর করিয়া যে তুমি ভক্তার্পিত পর্য্যুষিত বনমালা গ্রহণ কর, সেই তোমার পাদপদ্ম আমাদিগের অশুভনাশের ধূমকেতুস্বরূপ হউক্। হে ভূমন্! তোমার যে পাদপদ্ম বলিরাজাকে বন্ধনের সময় ত্রিবিক্রমযুক্ত কেতুস্বরূপ হইয়াছিল, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা যাহার পতাকাস্বরূপ এবং যাহা অসুর ও দেবতাগণের ভয় ও অভয়জনক, যাহা সাধুদিগের স্বর্গ ও অসাধুগণের অধোগমনের নিমিত্তভূত, আমরা তোমার সেই পাদপদ্মের সেবা করিতেছি; সেই পাদপদ্মের প্রসাদে আমাদিগের পাপরাশি বিদূরিত হউক্। তুমি কালরূপী প্রকৃতি-পুরুষের অতীত পুরুষোত্তম; ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রাণিগণ রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় তোমার বশতাপন্ন হইয়া যুদ্ধাদি দ্বারা পরস্পর পীড়িত হইতেছে।

অতএব তোমার পাদপদ্ম আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হউক্। শাস্ত্রে তুমি অব্যক্ত জীব ও মহতেরও নিয়ন্তা বলিয়া অভিহিত। অতএব তুমিই এই জগতের উৎপত্তিস্থিতি-বিনাশের হেতু এবং অখিলের অপচয়ের কালচক্রস্বরূপ; সুতরাং তুমিই উত্তমপুরুষ। হে হৃষী-কেশ! মায়া হইতে উৎপন্ন গুণবিকার দ্বারা উপনীত অর্থসকলে যুক্ত হইয়াও তুমি তাহাতে লিপ্ত নহ, সুতরাং তুমিই স্থাবরজঙ্গমের অধীশ্বর; কিন্তু তোমা ভিন্ন অন্য লোকে স্বয়ং বিষয়ে লিপ্ত হইয়া ভীত হয়। ষোড়শ সহস্র পত্নীগণ মন্দ মন্দ হাস্য, কটাক্ষ, হাবভাব, বিলাসবিভ্রম, সুরতমন্ত্রবিষয়ে প্রগল্ভতা ও নানাবিধ কামকলা দ্বারাও তোমার অমৃতকথারূপ স্রোতোবাহিনী কীর্ত্তি ও পাদাবনেজনজনিত সরিৎ এই উভয় ত্রিভুবনের পাপনাশ করিতে সমর্থ।

দেবগণ সহিত ব্রহ্মা এইরূপে হরির স্তব করিয়া পরে অম্বর আশ্রয় পূর্ব্বক গোবিন্দকে প্রণাম করত কহিলেন, হে অশেষাত্মন্! হে প্রভো! পূর্ব্বকালে আমরা ভূভারহরণার্থ তোমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, এক্ষণে সে সমুদায়ই সুসম্পন্ন হই-য়াছে। সত্যসন্ধ সাধুদিগের ধর্ম্মসংস্থাপন এবং দিগ্‌দিগন্তরে সর্ব্বলোকপাপনাশিনী কীর্ত্তি বিস্তারিতরূপে সংস্থাপন করা হই-য়াছে। হে বিভো! যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া অনুত্তম রূপধারণ পূর্ব্বক জগতের হিতার্থ বিক্রমসূচক কর্ম্মসকল সম্পন্ন করিয়াছ। হে ঈশ! তোমার এই সকল লীলা সাধুপুরুষেরা কলিতে শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া সহসা পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। হে পুরুষোত্তম! হে বিভো! যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া তোমার পঞ্চবিংশধিক শত বৎসর অতিবাহিত করা হইয়াছে, এক্ষণে যদুকুলও বিপ্রশাপে

নষ্টপ্রায় হইয়াছে। অতএব যদি ইচ্ছা হয়, তবে এক্ষণে স্বীয় পরমধামে আগমন কর এবং লোক ও লোকপালগণ সহ আমাদিগকে কিঙ্কররূপে পালন কর।

ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে কহিলেন, হে বিবুধেশ্বর! তুমি যাহা বলিলে, আমি পূর্ব্বেই তাহা অবধারিত করিয়াছি। আমি তোমাদের অভীপ্সিত সমস্ত কার্য্যই সুসম্পন্ন করিয়াছি, বসুমতীর ভারও বিদূরিত হইয়াছে। বীর্য্যশৌর্য্যসম্পন্ন, সম্পদগর্ব্বিত, সর্ব্বলোকজয়েচ্ছু এই যাদবকুলকে আমি বেলা দ্বারা মহাসাগরের ন্যায় সংরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। যদি আমি এই বলদৃপ্ত যদুকুলকে সংহার না করিয়া গমন করি, তাহা হইলে ইহারা ব্যবহারসীমা লঙ্ঘন পূর্ব্বক সমুদয় লোক বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। এক্ষণে বিপ্রশাপ দ্বারা এই বংশ বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, অতএব এই কার্য্য শেষ করিয়া আমি অগ্রে তোমার ভবনে গমন ও সাক্ষাৎ করত নিজধামে প্রস্থান করিব।

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা লোকনাথ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণতি পুরঃসর দেবগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে দ্বারকাপুরীতে এক মহোৎপাত উত্থিত হইল এবং তদ্দর্শনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুবৃদ্ধগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আর্য্যগণ! চারিদিকে এই সুমহৎ উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে, আমাদিগের বংশে দুরত্যয় ব্রহ্মশাপও আশ্রয় করিয়াছে। অতএব যদি কুলরক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়, তবে আমাদিগের আর এখানে বসতি করা উপযুক্ত হয় না, অদ্যই মহৎপুণ্যজনক প্রভাসতীর্থে গমন করিব, আর অপেক্ষা করিব না। দক্ষশাপে যক্ষ্মা-

রোগগ্রস্ত চন্দ্র যে তীর্থে স্নান করিয়া পাপ ও রোগ হইতে মুক্তি-লাভ করত সত্ত বলবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরাও সেই তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক পিতৃদেবতার তর্পণ করত নানাগুণবান্ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে অন্ন ভোজন করাইব; সেই সকল সৎপাত্রে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ধনদান করিয়া নৌকাদ্বারা মহার্ণব উত্তরণের ন্যায় মহৎ পাপরাশি হইতে উত্তীর্ণ হইব।

ভগবান্ কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া যাদবগণ প্রভাসতীর্থে গমন করিবার নিমিত্ত রথসজ্জা করিতে আরম্ভ করিল। মহামতি উদ্ধব ইহা দর্শন করিয়া ও ভগবদুক্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া, অবি-কম্প দ্বারকাতে ঘোরতর উৎপাত সন্দর্শনে নির্জ্জনে গমন পূর্ব্বক জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ও তদীয় পদদ্বয় ধারণ করত বলি-লেন, হে দেব! হে দেবেশ! হে যোগেশ! হে পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তন! নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি এই যাদবকুল সংহার পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিবে। যে হেতু, তুমি সমর্থ হইয়াও বিপ্রশাপের প্রতিবিধান করিতেছ না! হে কেশব! এইজন্য ক্ষণার্দ্ধও তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না; অতএব আমাকে তোমার নিজধামে লইয়া যাও। হে কৃষ্ণ! কর্ণের অমৃতস্বরূপ ও পরমমঙ্গলজনক তোমার ক্রীড়াবিষয় আস্বাদন করিয়া লোকে অন্য স্পৃহা পরিত্যাগ করে। তুমি আমাদিগের প্রিয়, আমরা তোমার ভক্ত, অতএব আমরা শয়ন, অশন, গমন, উপবেশন, স্নান, ক্রীড়া ও ভজনকালে কি প্রকারে তোমাকে ভুলিয়া থাকিব? আমরা তোমার উচ্ছিষ্ট-ভোজী দাস, অতএব আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কদাচ মর্ত্ত্যলোকে অবস্থিতি করিতে পারিব না। শ্রমশীল উর্দ্ধরেতা

দিগম্বর সন্ন্যাসিগণ শান্ত ও অমলচিত্ত হইয়া তোমার ব্রহ্মাখ্যধামে গমন করিয়া থাকেন। হে মহাযোগিন্! আমরা ইহসংসারে কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিয়াও তোমার ভক্ত হইয়া তোমার চরিত্র-বর্ণন দ্বারা দুস্তর পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইব। আমরা তোমার গতি, হাস্য, দর্শন ও ক্রীড়া প্রভৃতি নৃলোকবিড়ম্বিত ক্রিয়াসকল ও অমৃতায়মান বাক্যসকল স্মরণ এবং কীর্ত্তন করিতেছি। দয়াময়! আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন কর।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উদ্ধবের নিকট আত্মজ্ঞান-সিদ্ধিবিষয়ক তত্ত্ববর্ণন।

দেবকীসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব কর্ত্তৃক এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়া একান্তপ্রিয় সেই উদ্ধবকে বলিলেন, হে মহাভাগ! তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ, তাহা সত্য, আমি তাহাই সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ব্রহ্মা, শিব ও লোকপাল সকল আমার স্বর্গাভিগমন ইচ্ছা করিতেছেন। পৃথিবীতে আমি অশেষ প্রকার দেবকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছি, যাহার জন্য ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, সে কার্য্য সম্যক্ সম্পাদিত হইয়াছে। আর সপ্ত দিবসের পর আমার এই যদুকুল পরস্পর

বিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মশাপরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইবে এবং সমুদ্র ইহাদিগের পুরী প্লাবিত করিবে। হে সাধো! যখন আমি ইহলোক পরিত্যাগ করিব, তখন ইহার আর মঙ্গল হইবে না এবং তখন অচিরাৎ কলি ইহাকে পরাজয় করিবে। অতএব হে সাধো! আমি এই মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিলে তুমি আর এখানে অবস্থিতি করিও না। কলিযুগের লোকেরা অত্যন্ত অভদ্ররুচি হইবে। তৎকালে তুমি স্বজনবন্ধু প্রভৃতির উপর স্নেহশূন্য হইয়া সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্যক্‌প্রকারে আমাতে মনোনিবেশ করিয়া পৃথিবী বিচরণ করিবে। মন-বাক্য-চক্ষু-শ্রবণাদি দ্বারা এই জগতের যাহা কিছু গ্রহণ করা যায়, সমুদায়ই মনোময় ও মায়ারূপে গ্রহণ করিয়া নশ্বর জ্ঞান করিও। সমাহিত-চিত্ত ও যতেন্দ্রিয় হইয়া এই জগৎকে আত্মাতে অর্পিত দেখিবে এবং সেই আত্মাকে আমাতে বিস্তৃত দর্শন করিবে। আত্মানু-ভবে সন্তুষ্ট হইলে আর কোন প্রকার বিঘ্নে পতিত হইতে হয় না। এই বিশ্বকে মদাত্মকরূপে দর্শন করিলে পুনর্ব্বার আর বিপদাপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে না।

মহাভাগবত উদ্ধব ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যোগেশ! হে যোগাত্মন্! হে যোগসম্ভব! তুমি যাহা বলিলে, শুনিলাম, কিন্তু যাহারা অভক্ত, সুতরাং বিষয়াসক্ত, তাহাদিগের পক্ষে ঐরূপ কামনাত্যাগ দুষ্কর বলিয়া অনুমান হয়। আমিও মূঢ়মতি তোমার মায়াবিরচিত পুত্রপৌত্রাদিসহিত এই আত্মাতে অহংম-নাভিমানে আসক্ত হইয়া রহিয়াছি; সুতরাং তুমি যেরূপ সাধনার কথা বলিলে, তাহা আমার ন্যায় হীনজনের সাধ্যাতীত। যেরূপে

আমরা সহজে সাধনা করিতে পারি, তদনুরূপ উপদেশ প্রদান কর।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, উদ্ধব! আমাকে আশ্রয় না করিলে কোন সাধনাতেই কোনরূপ সুফলের আশা নাই। মদাশ্রিত ব্যক্তি আমা কর্ত্তৃক কথিত বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রমাদশূন্য হইয়া অবিরোধীরূপে কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্ণাশ্রমের অনুষ্ঠান করিবে। বিষয়-ধ্যান করিতে করিতে প্রসুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নে মনোরথমাত্র বিষয়-দর্শন যেমন নানারূপ প্রযুক্ত বিশাল, তদ্রূপ বাহিরে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে নানাবিধ জ্ঞান, তাহাও বিফল। অতএব মদধীন ব্যক্তি কাম্যকর্ম্ম সর্ব্বথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, পরে আত্মতত্ত্ববিচারে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মবিধিতেও আর আদর করিবে না। সর্ব্বদা অহিংসাদির অনুষ্ঠান করিবে এবং যথাশক্তি নিয়ম অর্থাৎ শৌচাদি কর্ম্ম করিবে। এত-দ্ব্যতীত যে গুরু শমতাগুণসম্পন্ন ও আমার তত্ত্ব জ্ঞাত, তাঁহার উপা-সনা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। শিষ্য অভিমানশূন্য, নিরহঙ্কৃত, অনলস, মমতারহিত, সৌহৃদ্যবিশিষ্ট, অর্থজিজ্ঞাসু, অসূয়াশূন্য ও ব্যর্থালাপ-রহিত হইবে। জায়া, অপত্য, গৃহ, ক্ষেত্র, ধনজনাদি সমুদয় বিষয়ে উদাসীন হইয়া আপনার বস্তুর ন্যায় সকল পদার্থকে সমভাবে দর্শন করিবে। যেমন দাহক ও প্রকাশক দারুণ বহ্নি দাহ্য পদার্থ হইতে ভিন্ন হয়, তাহার ন্যায় দৃশ্যপদার্থ স্থূলসূক্ষ্ম দেহ হইতে দ্রষ্টা স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাও ভিন্ন। যেমন অগ্নি কাষ্ঠাদি দাহ্যপদার্থের অন্তরপ্রবিষ্ট হইয়া নিরোধ, উৎপত্তি, অণুত্ব, বৃহত্ত্ব, নানাত্বাদি দাহ্য গুণ ধারণ করে, তদ্রূপ পরমাত্মা দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তদ্গুণে গুণবান্ হন। ঈশ্বরের মায়াগুণে বিরচিত এই যে স্থূলসূক্ষ্ম দেহ,

তন্নিবন্ধনই জীবের সংসার আর চিদাত্মা-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই তাহার উচ্ছেদের কারণ। অতএব বিচারদ্বারা কার্য্যকারণ-সংঘাতস্থিত একমাত্র আত্মাকে জানিয়া স্থূলসূক্ষ্মক্রমে দেহাদিতে বস্তুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে।

বাসুদেব মহামতি উদ্ধবের নিকট এইরূপ তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়া ক্ষণকালমাত্র মৌনভাবে অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় বলিলেন, সখে উদ্ধব! তোমার নিকট আরও সংক্ষেপতঃ কয়েকটী উপদেশ বলিতেছি, অবধান কর।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মহাভাগ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, কপোত, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ, মধুকর, হস্তী, ভ্রমর, হরিণ, মৎস্য, পিঙ্গলা, কুরর, বালক, কুমারী, শর-নির্ম্মাতা, সর্প, উর্ণনাভ ও শোভন কীট, এই চতুর্ব্বিংশতিকে গুরু-স্বরূপ জ্ঞান ও আশ্রয় করিয়া উহাদিগের বৃত্তি শিক্ষা করিবে। ধীরব্যক্তি দৈববশানুগত ভূত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও তাহা জানিয়া শুনিয়া কখন আশ্রিত সন্মার্গ হইতে বিচলিত হইবে না। পৃথিবী হইতে এইরূপ অচলব্রত শিক্ষা করিতে হয়। পরোপ-কারার্থ চেষ্টা ও পরার্থে নির্জ্জনে বাস করা সাধুব্যক্তির কর্ত্তব্য; পৃথিবীর অংশ পর্ব্বত ও বৃক্ষের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিতে হয়। প্রাণবায়ু যেমন ইন্দ্রিয়বিষয়কে অপেক্ষা না করিয়াই কেবল আহারমাত্রে জীবিত থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়প্রিয় বিষয় পবিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণবৃত্তিতে সন্তুষ্ট থাকিবে; যাহাতে জ্ঞাননাশ না হয়, মন ও বুদ্ধি বিকীর্ণ হইয়া না পড়ে, এরূপ আহার করিবে। যোগীব্যক্তি নানাধর্ম্মবিশিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে প্রবিষ্ট হইয়াও গুণদোষ বিবেচনা পূর্ব্বক বায়ুর ন্যায় তাহাতে অনাসক্ত

হইবে। আত্মদৃক্ যোগী ইহলোকে পার্থিব দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক তদ্‌গুণ আশ্রয় করিয়াও যেমন বায়ু গন্ধের সহিত যুক্ত হয় না, তদ্রূপ সদ্‌গুণযুক্ত হইবে না। ব্রহ্মাত্মভাব দ্বারা স্থাবরজঙ্গমের অভ্যন্তরগত হইয়া আকাশের ন্যায় ব্যাপক আত্মার অব্যবচ্ছেদত্ব ভাবনা করিবে। আকাশ যেমন বায়ু দ্বারা বিচালিত মেঘাদি পদার্থের সহিত সংসৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ পুরুষ তেজ, অপ্ ও অন্নময় ভাবের সহিত সংসৃষ্ট হইবে না। জল যেমন স্বভাবতঃ স্বচ্ছ, স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ, মধুর ও তীর্থস্থান, তদ্রূপ হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও কীর্ত্তন দ্বারা জগৎ পবিত্র করিবে। তেজস্বী, তপস্যাপ্রদীপ্ত, অক্ষোভ্য ও অপরিগ্রহ হইয়া অগ্নির ন্যায় সর্ব্বভক্ষ হইয়াও পাপমলে লিপ্ত হইবে না। যেমন কালেতে চন্দ্রের কলাসকলের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, স্বরূপতঃ তাহা চন্দ্রের নহে, তদ্রূপ সৃষ্টি অবধি মরণ পর্য্যন্ত ভাববিকার সকল দেহেরই জানিবে, আত্মার নহে। যেমন স্বরূপতঃ অগ্নির উৎপত্তি-বিনাশ নাই, উৎপত্তি-বিনাশ কেবল শিখার মাত্র, তদ্রূপ বলবৎ বেগবান্ কাল দ্বারা নিত্য উৎপত্তি-বিনাশ ভূতেরই জানিবে, আত্মার নহে। যেমন সূর্য্য রশ্মি দ্বারা জল আকর্ষণ করত পুনর্ব্বার যথাকালে তাহা প্রদান করেন, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করত যথাকালে তাহা অর্থিগণকে প্রদান করিবে অথচ স্বয়ং তাহার লাভালাভে আসক্ত হইবে না। যেমন একমাত্র সূর্য্য জলপাত্ররূপ উপাধিভেদে ভিন্নরূপে প্রতীত হন, তদ্রূপ স্বস্বরূপাবস্থিত আত্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও স্থূলবুদ্ধি লোক উপস্থিত আত্মাকে ভিন্নভাবে উপলব্ধি করে। কোথাও কাহারও সহিত অতিশয় প্রীতি বা অত্যাসক্তি করিবে না; যদি কেহ করেন, তবে তিনি দীনবুদ্ধি কপোতের ন্যায় সন্তাপ ভোগ করিয়া থাকেন।

কোন সময়ে একটী কপোত অরণ্যমধ্যে বৃক্ষোপরি নীড় নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় ভার্য্যা কপোতীর সহিত কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিল। স্নেহবদ্ধ-হৃদয় সেই কপোতদ্বয় পরস্পর অত্যন্ত প্রীতিবশতঃ দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে, অঙ্গে অঙ্গে, বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে সর্ব্বদা বন্ধন করিয়া থাকিত। তাহারা নিঃশঙ্ক হইয়া মিথুনীভাবে শয়ন, অশন, গমন, উপবেশন, কথোপকথন ও ক্রীড়াদিবিষয়ে একশরীরের ন্যায় বনমধ্যে বিচরণ করিত। সেই কপোতী পতি কর্ত্তৃক অনু-কম্পিত ও তৃপ্তচিত্তা হইয়া যখন যাহা বাঞ্ছা করিত, অজিতে-ন্দ্রিয় কপোত কষ্টস্বীকার করিয়াও তৎক্ষণাৎ তাহা আনয়ন করিয়া দিত। অনন্তর কপোতী যথাকালে গর্ভধারণ করিল এবং স্বীয় পতির সমক্ষে নীড়মধ্যে কয়েকটী অণ্ড প্রসব করিল। দুর্ব্বিভাব্য ঈশ্বরশক্তিপ্রভাবে যথাকালে সেই সকল অণ্ড হইতে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন কোমলাঙ্গ শাবক উৎপন্ন হইল। তখন পুত্রবৎ-সল কপোতদম্পতী প্রীতমনে তাহাদিগের লালনপালন করিতে লাগিল। শাবকগণের চিঁচিকুঁচি শব্দ শ্রবণে কপোতদম্পতী আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিতে লাগিল।

একদা শাবকদিগের আহারান্বেষণার্থ কপোত-কপোতী বন-মধ্যে প্রস্থান করিলে এক ব্যাধ যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শাবকগুলিকে দেখিয়া জালবিস্তার পূর্ব্বক তাহাদিগকে তন্মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। এদিকে কপোত-কপোতী ভক্ষ্যদ্রব্য মুখে গ্রহণ করত নীড়সমীপে আসিয়া দেখিল, শাবকগুলি জালবদ্ধ হইয়া রোদন করিতেছে তখন কপোতী স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে দুঃখে ক্রন্দন করিতে করিতে তাহাদিগের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল এবং ঐশী মায়ায় মুগ্ধ

হইয়া আপনিও সেই জালে গিয়া বদ্ধ হইল। তখন কপোত আত্মশরীর হইতেও অধিক প্রিয়তর সন্তানগণকে ও আত্মসদৃশী ভার্য্যাকে জালে বদ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখে কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল, হায়! আমি অতি অকৃতপুণ্য ও দুর্ব্বুদ্ধি, হায়! আমার দুর্গতি দেখ। গৃহস্থাশ্রমে তৃপ্ত ও কৃতার্থ না হইতে হইতেই ধর্ম্মার্থসাধন গৃহাশ্রম বিনষ্ট হইল। পতিদেবতা, অনুরূপা ও অনুকূলা আমার ভার্য্যা আমাকে শূন্যগৃহে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছে! আমি এই শূন্যগৃহে ভার্য্যাপুত্রবিহীন হইয়া দীনভাবে কিরূপে এবং কি নিমিত্তই বা বাস করিব? ঈদৃশ দুঃখে নিমগ্ন হইয়া কি প্রকারেই বা জীবিত থাকিব?

কপোত এইরূপে বহুবিলাপের পর পুত্রগণকে ও ভার্য্যাকে জালাবৃত, মৃত্যুগ্রস্ত ও নিশ্চেষ্ট দেখিয়া মোহে জ্ঞানশূন্য হইয়া আপনিও গিয়া সেই জালে পতিত হইল। পরে ক্রূর ব্যাধ সেই গৃহমেধী কপোত-কপোতী ও তাহাদিগের সন্তানগণকে লাভ করিয়া জালে আচ্ছন্ন করত অভীষ্টসিদ্ধ হইয়া গৃহে গমন করিল। যে ব্যক্তি এইরূপ কুটুম্বী, অশান্তহৃদয় ও গৃহমেধী হইয়া অত্যন্ত আসক্তি বশতঃ কুটুম্ব পোষণ করে, সে এই পূর্ব্বোক্ত কপোতের ন্যায় সন্তাপ ভোগ করে। মুক্তিসাধনের বিবৃত দ্বারস্বরূপ মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি এই কপোতের ন্যায় গৃহাশ্রমে অত্যন্ত আসক্ত হয়, শাস্ত্রে তাহাকে আরূঢ়চ্যুত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

স্বর্গ ও নরক উভয়স্থানেই প্রাণিদিগের ইন্দ্রিয়জনিত সুখ-দুঃখ সমান; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সে সুখও ইচ্ছা করিবেন না। খাদ্যদ্রব্য মিষ্ট হউক বা বিরস হউক, অধিক হউক

বা অল্পই হউক, যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইলেই উদাসীন হইয়া অজগরের ন্যায় তাহা গ্রহণ করিবে। নিরাহার ও নিশ্চেষ্ট হইলেও বহুদিবস শয়ন করিয়া থাকিবে, তথাপি যদি যদৃচ্ছাক্রমে আহারীয় দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত না হয়, তবে অজগরের ন্যায় দৈবগতিবিবেচনায় ধৈর্য্যবান্ হইবে। ইন্দ্রিয়বল, মনোবল ও শরীরবল প্রাপ্তি পূর্ব্বক অকর্ম্মকারী শরীর লইয়া নিদ্রাশূন্য হইয়া অজগরবৎ শয়ন করিয়া থাকিবে এবং ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব পাইয়াও কোন চেষ্টা করিবে না। যেমন সমুদ্র বর্ষাকালে নদীসংযোগে প্রবৃদ্ধ বা গ্রীষ্মকালে তদভাবে শুষ্ক হয় না, তদ্রূপ সমৃদ্ধকাম বা হীনকাম হইলেও নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তি সমৃদ্ধ বা হীন হন না। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়ারূপ স্ত্রীলোক দর্শন করিয়া এবং তদ্ভাবে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের অগ্নিতে পতনের ন্যায় অন্ধতমোমধ্যে পতিত হয়। মূর্খ ব্যক্তি মায়ারচিত স্ত্রী, হিরণ্যাভরণ ও বস্ত্রাদি বিষয়ে উপভোগবুদ্ধিতে প্রলোভিত হইয়া বুদ্ধিভ্রংশ বশতঃ পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হয়। যাবৎকাল দেহ বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ তৎকার্য্যের নিমিত্তে অল্প অল্প গ্রাস গ্রহণ করিবে, কোন গৃহস্থের হিংসা না করিয়া মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যসাধন করিবে। যেমন ভ্রমর নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, তদ্রূপ কুশল ব্যক্তি অল্প বা বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতেই সার গ্রহণ করিবে। ভিক্ষালব্ধ অন্নাদি পরাহ্ণ বা পরদিবসের জন্য সঞ্চয় করিবে না। আগামী দিনের জন্য অন্ন সংগ্রহ করিতে নাই, কেবল মক্ষিকার ন্যায় স্বীয় আহার সংগ্রহ করিবে। দারুময়ী যুবতীকেও পাদ দ্বারা স্পর্শ করিবে না, যদি স্পর্শ করে, তবে করিণীর সহ সঙ্গত করীর ন্যায় গর্ত্তে পড়িয়া নষ্ট হইবে। প্রাজ্ঞ-

ব্যক্তি আপনার মৃত্যুস্বরূপ স্ত্রীতে কদাচ আসক্ত হইবে না, যদি আসক্ত হয়, তবে যেমন গজকর্ত্তৃক অন্য গজ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বলবান্ কর্ত্তৃক হত হইবে। যেমন মক্ষিকারা মধু সঞ্চয় করে, কিন্তু অন্য লোকে আসিয়া তাহা গ্রহণ করে, তদ্রূপ যে লুব্ধ ব্যক্তি অতি দুঃখে অর্থ সঞ্চয় করে অথচ দান বা ভোগ না করে, তাহার সঞ্চিত ধন অন্যলোকে আসিয়া ভোগ করে। গৃহমেধী ও স্বীয় কল্যাণেচ্ছু গৃহীদিগের দুঃখোপার্জ্জিত বিত্ত মধুমক্ষিকার ন্যায় সাধক ব্যক্তি অগ্রে ভোজন করিবে। সাধক বনচর হইয়া কখন আর গ্রাম্য গীত শ্রবণ করিবে না, লুব্ধকের গীত শ্রবণে মোহিত ও বদ্ধ হরিণের নিকট হইতে তদুপদেশ শিক্ষা করিবে। হরিণী-সুত ঋষ্যশৃঙ্গ বারাঙ্গনাগণের গ্রাম্য নৃত্যগীতবাদ্যাদি শ্রবণ করত তাহাদের ক্রীড়ায় বিমুগ্ধ হইয়া বশীভূত হইয়াছিলেন। অসদ্বুদ্ধি লোকেরা অতিশয় প্রমাথিনী রসনা দ্বারা রসবিষয়ে বিমুগ্ধ হইবে না: যদি মুগ্ধ হয়, তবে বড়িশবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। নিরাহার মনীষিগণ সহসা রসনা ব্যতীত সকল ইন্দ্রিয়কেই জয় করিতে পারেন, যেহেতু, নিরাহার ব্যক্তির রসনাই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, কিন্তু পুরুষ যতদিন রসনা জয় না করিয়া অন্য সকল ইন্দ্রিয়কেই জয় করে, ততদিনও সে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না, পরে রসনা জিত হইলে সকল ইন্দ্রিয়ই পরাজিত হয়।

পূর্ব্বকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা বাস করিত। একদা সেই স্বৈরিণী কোন পথিক কান্তকে স্বীয় রতিগৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত উত্তম বেশভূষা ধারণ পূর্ব্বক সায়ংকালে পুরদ্বারের বাহিরে দণ্ডায়মান রহিল। স্বৈরিণী পথিমধ্যে যাহাকেই আগমন করিতে দেখে, মনে মনে চিন্তা করে, এই ব্যক্তিই আমার

গৃহে আসিবে ও আমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিবে। কিন্তু কেহই তাহার গৃহে আগমন করিল না। তথাপি বারাঙ্গনা আশায় মুগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল, অবশ্য কোন ধনবান্ ব্যক্তি আসিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করিবে।

পিঙ্গলা এইরূপ চিন্তানিমগ্না হইয়া পুরদ্বারে দণ্ডায়মান আছে, দেখিতে দেখিতে রাত্রি সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর অতীত হইল। তখন তাহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইল। সে আপনা আপনি বলিতে লাগিল, অহো! আমি কি বিবেকশূন্য, আমার মোহ কি ভয়ঙ্কর, আমি কি অজিতাত্মা! যেহেতু, আমি মূর্খের ন্যায় অতি তুচ্ছ উপপতির নিকট হইতে কাম্যবিষয় কামনা করিতেছি। অহো! যিনি অন্তরে রমণ করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়, আমি সেই নিত্য সৎপদার্থের উপাসনা ত্যাগ করিয়া অজ্ঞের ন্যায় অকামদ দুঃখভয়শোকদায়ক তুচ্ছ পুরুষকে ভজনা করিতেছিলাম। হায়, এতদিন আমি অতি বিগর্হিত কদর্য্য বৃত্তি দ্বারা বৃথা আত্মাকে পরিতপ্ত করিয়াছি। যেহেতু, আমি ক্রীতের ন্যায় হইয়া লম্পট অর্থলুব্ধ ও অনুশোচ্য পুরুষ হইতে রতি ও বিত্তপ্রাপ্তির ইচ্ছা করিতেছিলাম। বংশশঙ্কু সদৃশ অস্থিনির্ম্মিত, ত্বক্‌রোমনখাদি দ্বারা আবৃত, ক্লেদক্ষরিত নবদ্বারবিশিষ্ট, বিষ্ঠামূত্রপরিপূর্ণ হেয় কান্ত-দেহকে আমা ভিন্ন আর কে আদর করিয়া থাকে? যেহেতু, আমি আত্মপ্রদ অচ্যুতকে ত্যাগ করিয়া অন্যের নিকটে কামভোগ ইচ্ছা করিয়াছি, সেইজন্য এই নগরমধ্যে আমি কেবল একাই মূঢ়বুদ্ধি। যাহা হউক, শরীরিদিগের আত্মারূপ প্রিয়তম সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আত্মাকে বিক্রয় করিয়া আমি লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার সহিত রমণ করিব। কাম্যবিষয়সকল, কামদাতা লোক এবং কালকলিত

দেবতা এ সমস্তই অনিত্য, অতএব ইহারা কামিনীগণের কিঞ্চিন্মাত্র প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমার কোন অলক্ষিত কর্ম্ম দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণু আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছেন। কেন না, আমার এই সুখাবহ বৈরাগ্য আসিয়া সমুপস্থিত হইয়াছে। যদি আমি মন্দভাগ্য হইতাম, তাহা হইলে যে বৈরাগ্যবশতঃ পুরুষ-সকল গৃহাপত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া পরম শান্তি আশ্রয় করেন, সেই সুখকারণ বৈরাগ্য আমার কখনই আসিয়া উপস্থিত হইত না। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই নির্ব্বেদরূপ উপকার আমি মস্তকে গ্রহণ করত গ্রাম্যক্রিয়া-সঙ্গত এই দুরাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমি সেই অধীশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। আমি যথালাভে জীবিকা নির্ব্বাহ করত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সন্তুষ্ট চিত্তে সেই জগৎরমণ পরমাত্মার সহিত বিহার করিব। সংসারগর্ত্তে পতিত, বিষয়মোহে অন্ধ এবং কালসর্পদষ্ট আত্মাকে উদ্ধার করিতে তিনি ভিন্ন কে আর সমর্থ হইবে? যখন এই জগৎ কালসর্পগ্রস্তরূপে দৃষ্ট হইবে, তখন অপ্রমত্ত হইয়া নিখিল ভোগ হইতে বিরক্ত হইবে এবং আত্মার দ্বারাই আত্মাকে রক্ষা করিবে।

পিঙ্গলা বেশ্যা এইরূপে বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক কান্ততৃষ্ণাজনিত দুরাশাচ্ছেদন করত উপশান্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় শয্যায় গিয়া উপবেশন করিল। আশাই দুঃখের কারণ, নৈরাশ্যই পরম সুখ, কেন না, পিঙ্গলা বেশ্যা কান্তের আশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নৈরাশ্য লাভ করত সুখে নিদ্রিত হইল।

মানুষগণের যে যে বস্তু অতিশয় প্রিয়, সেই সেই বস্তুর সহিত আসক্তিই দুঃখের কারণ, অতএব যে অকিঞ্চন ব্যক্তি তাহা

জানেন, তিনিই অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হন। নিরামিষ বলবান্ কুরর-পক্ষী সামিষ দুর্ব্বল পক্ষীকে বধ করিয়া তাহার সেই আমিষ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে যদি তখন সেই আমিষ পরিত্যাগ করে. তাহা হইলেই সুখী হয়।

হে উদ্ধব! শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যাহা আচরণ করিয়া মনুষ্য দুর্জ্জয় মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে, সেই মঙ্গলময় উপদেশে কর্ণপাত কর। আমাকে স্মরণ, আমাতে মন-অর্পণ. আমার ধর্ম্মে রতিমতি হইয়া আমার নিমিত্তে অল্পে অল্পে সকল কর্ম্মই করিবে। পৃথক্ পৃথক্ হউক বা সকলে মিলিয়াই হউক, নৃত্যগীতাদি দ্বারা আমার নিমিত্ত যাবতীয় যাত্রা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান কবিবে। নির্ম্মলাশয় ব্যক্তি আকাশের ন্যায় সকল ভূতের অন্তরে, বাহিরে ও আত্মাতে অনাবৃতরূপে ও আত্মারূপে আমাকে দর্শন করিবে। এই প্রকারে সমুদয় ভূত ও সকল জীব আমার ভাবে তদ্গত হইয়া কেবল জ্ঞানকে উপাসনা করিয়া সিদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণে, চাণ্ডালে, ব্রাহ্মণদ্রব্যচোরে, ব্রাহ্মণোদ্দেশে দানকর্ত্তাতে, সূর্য্যে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গে, ক্রূরে ও অক্রূরে যে ব্যক্তি সমান দর্শন করেন, তিনিই জ্ঞানী। যিনি সর্ব্বজনে নিত্য নিত্য মদ্ভাব ভাবনা করেন, অচিরাৎ তাঁহার অহঙ্কারের সহিত স্পর্দ্ধা, অসূয়া প্রভৃতি সমূলে বিনষ্ট হয়।

হে উদ্ধব! হে সখে! আমি এই যে সকল তত্ত্বোপদেশ তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম, ইহাতে তোমার সকল মোহ বিগত হইল। যাহারা দাম্ভিক, নাস্তিক, শঠ বা আমার কথাশ্রবণে ইচ্ছা করে না, তাদৃশ দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিকে কদাচ এ উপদেশ প্রদান করিও না। যাহারা দোষহীন, ব্রাহ্মণভক্ত, আমার প্রিয়, শুচি ও সাধু, তাহাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিবে; শূদ্র বা যে কোন

জাতীয় স্ত্রীলোক যদি আমার ভক্ত হয়, তবে তাহার নিকট কীর্ত্তন করিতে কোন বাধা নাই।

হে উদ্ধব! তুমি এক্ষণে আমা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বদরিকা-শ্রমে আমার ধামে গমন কর। তথায় গিয়া আমার পাদরজে পবিত্রীকৃত তীর্থজলে স্নান ও সেই জল স্পর্শ দ্বারা পবিত্র হও। তদনন্তর সুখে বিগতস্পৃহ হইয়া বল্কল পরিধান পূর্ব্বক বন্যফল ভোজন করত অলকনন্দা দর্শনে অশেষ পাপ হইতে মুক্ত হইবে। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বমাত্রে তিতিক্ষু, সুশীল, সংযতেন্দ্রিয় ও শান্ত-সমাহিত হইয়া বুদ্ধিযোগে জ্ঞানবিজ্ঞানে তৎপর হও। আমা হইতে বিস্তারিতরূপে তুমি যাহা শিক্ষা করিলে, তদ্বিষয় চিন্তা করত বাক্য ও মন আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক আমার ধর্ম্মে নিরত হও এবং ত্রিগুণাত্মক গতি অতিক্রম পূর্ব্বক আমার পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে লাভ কর।

উদ্ধব শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বরহিত ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভি-হিত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত তাঁহার পাদপদ্মে মস্তক প্রদান পূর্ব্বক গদ্গদচিত্তে গমনকালে অশ্রুকলায় অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। তখন উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের দুস্ত্যজ্য স্নেহবিয়োগে কাতর হইয়া আতুরহৃদয়ে কোন প্রকারে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারিলেও অগত্যা অতিকষ্টে শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয় মস্তকে গ্রহণ ও পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া বদরিকাশ্রমোদ্দেশে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অন্তর্হৃদয়ে স্থাপন করিয়া তপোনুষ্ঠান করত জগদ্বন্ধু কর্ত্তৃক যথোপদিষ্ট হরির গতিরূপ বিশাল বদরিকাশ্রমে ক্রমে ক্রমে গিয়া সমুপস্থিত হইলেন।



ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

যদুবংশ ধ্বংস।

মহাভাগবত উদ্ধব বনে গমন করিলে পরম ভূতভাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিলেন, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? যত শীঘ্র পারি, যদুকুল নির্ম্মূল করিয়া স্বধামে প্রস্থান করাই এখন আমার আশু কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ দ্বারকাপুরীতে নানারূপ দুর্লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে; এ সময়ে আর বিলম্ব করা কোন মতে যুক্তিসঙ্গত নহে।

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সভাতলে যাদবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে যাদবগণ! সংপ্রতি দ্বারকাতে কালচিহ্নস্বরূপ নানাবিধ ঘোর মহোৎপাত সমুপস্থিত হইতে লাগিল; অতএব এখানে আর মুহূর্ত্তমাত্রও আমাদিগের থাকা উচিত নহে। এক্ষণে দ্বারাবতীস্থ স্ত্রীলোক, বালক ও বৃদ্ধগণ শঙ্খোদ্ধারে গমন করুক্ এবং আমরা সকলে প্রভাসতীর্থে গমন করি। তথায় সরস্বতী নদী পশ্চিমবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। তথায় গমন পূর্ব্বক সরস্বতীর পবিত্র নীরে অবগাহন ও উপবাস করিয়া সমাহিতচিত্তে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দেবতাগণের

অর্চ্চনা করিব। আমরা কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া গো, ভূমি, হিরণ্য, বাস, গজ, অশ্ব, রথ ও নিকেতন দ্বারা মহাভাগ ব্রাহ্মণগণের পূজায় প্রবৃত্ত হইব। এই সকল শাস্ত্রীয় বিধি যার পর নাই মঙ্গলজনক ও অরিষ্টনাশক। বিশেষতঃ দেবতা-ব্রাহ্মণের পূজা করিলে দেবলোক-গমনের পথ পরিষ্কার হয়।

মধুসূদনের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া যদুবৃদ্ধগণ তথাস্তু বাক্যে স্বীকৃত হইলেন এবং নৌকারোহণ পূর্ব্বক তীরে উত্তীর্ণ হইয়া রথযোগে প্রভাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া যাদবগণ পরমা ভক্তিসহকারে ভগবান্ যদুদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট শ্রেয়ঃসাধন কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যাদবগণের দৈববিভ্রংশিত বুদ্ধি জন্মিল। মতিভ্রষ্ট হওয়াতে তাঁহারা মৈরেয়মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় বিমোহিত হইয়া তাঁহারা ক্রমে সুরাপানে এরূপ মত্ত হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাদিগের বুদ্ধি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল; তাঁহারা পরস্পর আপনা আপনি মহা কলহ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অধীর হইয়া সেই বেলাভূমিতে ধনু, অসি, ভল্ল, গদা, তোমর, ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা পরস্পর তুমুলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন বনে হস্তী সকল পরস্পর দন্তদ্বারা যুদ্ধ করিয়া পরস্পরকে হনন করে, তদ্রূপ সেই দুর্ম্মদ যাদবগণ রথ, হস্তী, খর, উষ্ট্র, গো, মহিষ, নর, অশ্বতর প্রভৃতি ও শর দ্বারা পরস্পরকে হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব, অক্রূর ও ভোজ, অনিরুদ্ধ ও সাত্যকি, সুভদ্র ও সংগ্রামজিৎ এবং সুমিত্র ও সুরথ ইহাঁরা সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া যুদ্ধে আগমন করিলেন। সহস্রজিৎ, শতজিৎ ও ভানু প্রভৃতি এবং

নিশঠ-উল্মুকাদি অন্য যে সকল লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা মুকুন্দ কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া মদান্ধতা বশতঃ পরস্পর পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন। দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি, সাত্বত,মধু,ইহাঁরাও সৌহৃদ্য পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর হনন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই মূঢ়দিগের মধ্যে পুত্র পিতার সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত, ভাগিনেয় মাতুলের সহিত, দৌহিত্র মাতামহের সহিত, ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃব্যের সহিত, মিত্র মিত্রের সহিত, সুহৃদ্ সুহৃদের সহিত এবং জ্ঞাতি জ্ঞাতির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে হইতে ক্রমশঃ শর সকল নিঃশেষিত হইল, ধনুসকল ভগ্ন হইল ও শস্ত্রসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তখন সকলে এরকাবৃক্ষ হস্তে গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহারা সেই সকল বজ্রকল্প লৌহদণ্ড এরকা হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রু হনন করিতে আরম্ভ করিল এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও মোহে তাঁহাকে ও বলরামকে শত্রুবোধে প্রহার করিতে লাগিল।

তখন কৃষ্ণ ও বলরাম ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া বদ্ধপরিকরে এরকা-হস্তে যুদ্ধে ভ্রমণ করত সকলকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন বনজাত অগ্নি দ্বারা বন দগ্ধ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মশাপসংসৃষ্ট কৃষ্ণমায়া দ্বারা বিমোহিত যাদবগণের স্পর্দ্ধা ও ক্রোধ এককালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে সমুদায় স্বীয় কুল নষ্ট হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে পৃথিবীর ভার নিঃশেষে অবতারিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলেন।

অনন্তর রেবতীরমণ হলায়ুধ বলরাম সমুদ্রতীরে গিয়া পরম-

পুরুষধ্যানলক্ষণ যোগসাধন পুরঃসর আত্মাতে আত্মার সংযোগ করত মনুষ্যলোক পরিত্যাগ করিলেন। ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলরামের নির্যান অবলোকন করিয়া শোকে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় প্রভা দ্বারা ভ্রাজমান চতুর্ভুজ ধারণ করত ধূমশূন্য জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দিক্‌সকল তিমিরশূন্য করত পৃথিবীপৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন। তাঁহার রূপ শ্রীবৎসচিহ্নিত, তপ্তসুবর্ণপ্রভ, ঘনশ্যাম, কৌষেয়-যুগ্মাম্বরবিশিষ্ট, সুন্দর হাস্যযুক্ত নীলকুন্তলভূষিতমুখ ও সুবিমল। তিনি কটিসূত্র, উপবীত, কিরীট, কটক, অঙ্গদ, হার, নূপুর ও কৌস্তুভাদিতে বিরাজিত। তদীয় মনোহর গলদেশে বনমালা দোদুল্যমান রহিয়াছে। তিনি দক্ষিণপাদোপরি বামপাদ সংস্থাপন পূর্ব্বক সমাসীন রহিয়াছেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে; মৎস্যের উদরমধ্যে ঘৃষ্ট মুষলাবশেষের যে লৌহখণ্ড পাওয়া যায়, এক ব্যাধ তদ্দ্বারা বাণের অগ্রভাগ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ ব্যাধের নাম জরা। যে স্থানে ভগবান্ বাসুদেব সমাসীন আছেন, যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই ব্যাধ তাহার অনতিদূরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের অরুণবর্ণ পাদপদ্ম দর্শন করিয়া ব্যাধের ভ্রম জন্মিল, ভগ-বানের পাদপদ্মকে মৃগেরমুখ বলিয়া তাহার অনুমান হইল। সে মৃগ আশঙ্কা করিয়া তৎক্ষণাৎ তীর দ্বারা ভগবানের সেই পাদপদ্ম বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। অনন্তর যখন নিকটবর্ত্তী হইল, তখন যদুকুলধুরন্ধর কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া একেবারে বিশুষ্কবদন ও বিহ্বল হইয়া পড়িল। হায়! আমি মহাপাপে নিমগ্ন হইলাম, এই ভাবিয়া ব্যাধ দ্রুতগতি মধুসূদনের চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইল।

হে ভগবন্! আপনাকে প্রণাম করি। আপনি মনুষ্যরূপী হইয়াও মানব নহেন; আপনি আত্মপুরুষ, আপনি অখিল কারণের কারণ। প্রভো! যাঁহার নাভিজাত অরিবিন্দকোষ হইতে ব্রহ্মা অবির্ভূত হন, আপনিই সেই নারায়ণ। ভগবন্! ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব প্রভৃতি পুরুষ, মন, ইন্দ্রিয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং সর্ব্বদেবতা, ইহারা এবং যে সকল পদার্থ এই জগতের হেতু, তৎসমুদয় আপনার শ্রীমূর্ত্তি হইতে উৎপন্ন। প্রভো! মায়া প্রভৃতি এই সকল পদার্থ প্রত্যক্ষাদি দ্বারা দৃষ্ট হয়; অতএব ইহারা জড়ত্বের কারণ, ইহারা আত্মরূপী আপনার স্বরূপ অবগত নহে। ভগবান্ ব্রহ্মাও মায়ার গুণে আবৃত হওয়াতে আপনার গুণাতীত স্বরূপ জানিতে পারেন না; ইহাতে অন্য জীব কি প্রকারে জানিবে? পরন্তু আপনি যদিও কাহারও সাক্ষাৎ গোচর নহেন, তথাচ, যে কোন পথ অবলম্বন করিয়া ভজনা করিলে উপাসকদিগের গম্য হইয়া থাকেন; অতএব হৈরণ্যগর্ভাদি সাধু যোগিগণ আপনারই উপাসনা করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি বেদ ও বিদ্যা দ্বারা আপনার আরাধনা করেন; কর্ম্মযোগী দ্বিজগণও, যাঁহাদের বজ্রহস্তাদি নানা রূপ, সেই সকল ইন্দ্রাদি দেবতার নাম দ্বারা বিস্তীর্ণ যজ্ঞকরণক আপনারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যে সকল জ্ঞানী অখিল কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া উপশম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা জ্ঞানরূপেই আপনারই আরাধনা করেন। ব্রহ্মন্! অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি বৈষ্ণবশৈবাদি দীক্ষায় দীক্ষিত, তাহারা আপনার স্বরূপ আত্মার চিন্তা করত আপনার কথিত পঞ্চরাত্রাদিবিধান দ্বারা বাসুদেবাদি-ভেদে বহুমূর্ত্তি এবং নারায়ণরূপে এক মূর্ত্তি যে আপনি, আপনারই

অর্চ্চনা করেন। অপর ব্যক্তিরা শিবোক্ত যে মার্গ, যাহা শৈবপাশুপতাদিভেদে বহুধা বিভিন্ন, তদ্দ্বারা শিবরূপী আপনারাই উপাসনা করেন। হে প্রভো! আপনি সর্ব্বদেবময়, এহেতু যাহারা বিবিধ ক্ষুদ্রদেবতাভক্ত, তাহারা যদিও পরস্পর দেবতাধিক্ষেপ করাতে ব্যাকুলচিত্ত ও বিভিন্নবুদ্ধি, তথাপি সকলে আপনারই পূজা করে; সুতরাং সকল পথই আপনাতে পর্য্যবসিত। যেমন নদসকল পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃষ্টিজলে পরিপূর্ণ-দেহ ও বহুস্রোতা হয়, কিন্তু শেষে সকল দিক্ হইতে সাগরেই আসিয়া প্রবেশ করে,তদ্বৎ তত্তৎদেবতাদিগের পথ সকলই অন্তে আপনাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। প্রভো! আপনার শক্তি যে প্রকৃতি, তাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ; অতএব ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জীব সকল উপাধিলয়ে সেই সকল গুণে প্রবিষ্ট হয়, পরে সেই গুণ-সকল প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি আপনাতে প্রবেশ করে। অতএব উপাধিবিলয়ে সকলেই আপনাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু আপনি অবিলুপ্তবুদ্ধি, কারণ, আপনি সকলের আত্মা এবং সর্ব্ববুদ্ধির সাক্ষী, আপনাকে নমস্কার করি। প্রভো! দেব, তির্য্যক্ প্রভৃতি যাহারা শরীরাভিমানী, তাহাদের মধ্যে আপনার অবিদ্যাকৃত এই গুণপ্রবাহ প্রবৃত্ত আছে; অতএব সে সকল হইতে আপনার সুমহৎ প্রভেদ।

ভগবন্! অগ্নি আপনার মুখ, এই পৃথিবী আপনার চরণ, সূর্য্য আপনার চক্ষু, আকাশ আপনার নাভি, দিক্ সকল আপনার শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বর্গ আপনার মস্তক, দেবেন্দ্রগণ আপনার বাহু, সাগর সকল আপনার কুক্ষি, বায়ু আপনার প্রাণ ও বল, বৃক্ষ ও ওষধি সকল আপনাব কেশ, পর্ব্বত সকল আপনার অস্থি ও নখ, রাত্রি

ও দিন আপনার নিমেষ, প্রজাপতি আপনার মেঢ্র এবং বৃষ্টি আপনার বীর্য্যরূপে কল্পিত হয়। হে অব্যয়াত্মন্! আপনি বৃত্তিহীন, তথাপি আপনাতেই বহুজীবসঙ্কুল পালকসহিত এই সকল লোক সঞ্চারিত হইতেছে। যেমন জলবাসী সূক্ষ্মপ্রাণীর অণ্ডরাশি জলে এবং মশকগণ উডুম্বরমধ্যস্থ কেশরে থাকিয়া পরস্পর বার্ত্তানভিজ্ঞ হইয়া সঞ্চরণ করে, সেইরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-সকল আপনাতে সঞ্চরণ করিতেছে। ভগবন্! আপনার স্বরূপ এইরূপ দুবরগাহ বলিয়াই সাধুগণ আপনার অবতারকথামৃত সেবন করিয়া থাকেন। আপনি ক্রীড়নার্থ যে যে রূপ ধারণ করেন, সাধুগণ তদ্দ্বারা শোক বিসর্জ্জন পূর্ব্বক হর্ষে আপনার যশোগান করিয়া থাকেন। আপনি প্রলয়পয়োধিবিহারী, কারণ, আপনি মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয়ের হন্তা হয়গ্রীবরূপী, আপনাকে নমস্কার। আপনি কূর্ম্মরূপী হইয়া মন্দরগিরি ধারণ করিয়াছিলেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি ধরণীর উদ্ধার করিয়া বিহারার্থ বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি অদ্ভুত নরহরিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি বামনাবতার গ্রহণ করিয়া ত্রিভুবন আক্রমণ করেন, আপনাকে নমস্কার। প্রভো! আপনিই রাবণের অন্তকারী রামরূপধারী, আপনাকে নমস্কার করি। হে দেব! আপনি পরশুরাম-অবতার হইয়া দৃপ্ত ক্ষত্রিয়রূপ বন ছেদন করেন, আপনাকে নমস্কার। প্রভো! আপনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্ব্যূহরূপে অবতীর্ণ, আপনাকে নমস্কার। আপনি সাত্বতদিগের পতি, আপনাকে নমস্কার

করি। আপনি দৈত্যদানবমোহনকারী, শুদ্ধবুদ্ধি, আপনাকে নমস্কার। ভগবন্! আপনি কল্কিরূপ ধারণ করিয়া ম্লেচ্ছপ্রায় ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করেন, আমি আপনার পাদপদ্মে প্রণত হই।

ব্যাধ এইরূপে স্তুতিবাদ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সাশ্রুনয়নে পুনরায় কহিল, হে মধুসূদন! আমি না জানিয়া এই পাপ করিয়াছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। যাঁহাকে স্মরণ করিলে অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হয়, তুমিই সেই বিষ্ণু; তোমার প্রতি যার পর নাই অসাধু ব্যবহার করিয়াছি। হে প্রভো বৈকুণ্ঠনাথ! আমাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, আমি মহাপাপী লুব্ধক, যাহাতে আর আমাকে এরূপ ক্রূরকর্ম্মে লিপ্ত হইতে না হয়, তাহার উপায়বিধান কর। বিরিঞ্চি ও বাক্‌পতিরুদ্রাদি দেবগণও যখন তোমার মায়া দ্বারা বিহতদৃষ্টি হইয়া তোমার মায়ারচনা জানিতে পারেন না, তখন আমি নরাধম তাহা কিরূপে জানিব এবং কিরূপেই বা তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইব?

ব্যাধের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ভগবান্ হৃষীকেশ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, জরে! তুমি ভীত হইও না, গাত্রোত্থান কর, এ সমস্তই আমার মায়াকৃত, তুমি আমা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সুকৃতীজনের গন্তব্যস্থান স্বর্গে গমন কর।

ভগবান্ ইচ্ছাময়বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া লুব্ধক তাঁহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণামান্তে বিমানারোহণে সুরধামে প্রস্থান করিল। ইত্যবসরে দারুকনামা জনার্দ্দনের সারথি তৎপদবীপ্রার্থনায় তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া সমুপস্থিত হইল; দেখিল, ভগবান্ অশ্বত্থমূলে সমাসীন রহিয়াছেন; তদীয় যাবতীয় অস্ত্রাদিও নিকটে

বিদ্যমান। দারুক প্রভুকে দর্শনমাত্র বাষ্পপূর্ণলোচনে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তিগদগদভাবে কৃষ্ণের পাদপদ্মে নিপতিত হইল এবং কহিল, প্রভো! তোমার এই চরণ দর্শন করিতে করিতে উহার প্রভায় আমার চক্ষু বিনষ্ট ও অন্ধকারাবৃত হইল, এখন আমি অন্ধকাররজনীতে সাগরগর্ভে মগ্ন নৌকারোহীর ন্যায় কোন দিক্ দেখিতে পাইতেছি না, আমার হৃদয়ে শান্তিলাভও হইতেছে না।

সারথি এইরূপ বলিতেছে, এমত সময়ে গরুড়লাঞ্ছন রথ অশ্বধ্বজপতাকা সহিত স্বয়ং নভোমার্গে সমুত্থিত হইল, বিষ্ণুর অস্ত্রসকলও সেই রথের পশ্চাৎ সমুত্থান করিল। তদ্দর্শনে দারুক সারথি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে নেত্রপাত পূর্ব্বক অবিরল অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

তদ্দর্শনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, সারথি! আমার বাক্য শ্রবণ কর। দুঃখিত হইও না, আমার প্রতি অটলা ভক্তি রাখিয়া কিছুদিন মর্ত্ত্যলোকে অবস্থিতি কর, অধিক দিন থাকিতে হইবে না। সম্মুখে ঘোররূপী নিষ্ঠুর কলি আগতপ্রায়। ঐ যুগে তমোগুণ দ্বারা লোকে মায়া, মিথ্যা, তন্দ্রা, নিদ্রা, হিংসা, বিষাদ, শোক, মোহ, ভয় ও দারিদ্র্য প্রভৃতি বিষয়ে অনুরক্ত হইবে। কলিতে লোক সকল ক্ষুদ্রদর্শী, অল্পভাগ্য, বহুভোজী, ধনহীন ও কামী হইবে এবং স্ত্রীসকল স্বেচ্ছাচারিণী অসতী হইয়া উঠিবে; জনপদসকল দস্যুসমূহ দ্বারা আক্রান্ত হইবে এবং বেদ সকল পণ্ডিতলোক দ্বারা দূষিত হইবে। রাজারা প্রজাভক্ষক হইবে, আর ব্রাহ্মণেরা শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া উঠিবে। ব্রহ্মচারী সকল্ ব্রতহীন ও অশুচি হইবে, কুটুম্বী গৃহস্থ সকল ভিক্ষাপরায়ণ হইবে, তপস্বী

সকল বন ত্যাগ করিয়া গৃহে বাস করিবে এবং যতিরা অত্যন্ত লোলুপ হইয়া উঠিবে। কলির লোক সকল হ্রস্বকায় অথচ বহুভোজী, বহু-অপত্যবান্, নির্লজ্জ, সদা কটুভাষী এবং চৌর ও মায়াবিষয়ে অত্যন্ত সাহসী হইবে। ঐ কালে ধনহীন প্রবঞ্চক বণিক্ সকল ক্রয়বিক্রয়াদি ব্যবহার করিবে আর সাধারণ আপদ্ ভিন্ন অন্যসময়েও লোকে ঘৃণিত ব্যবহারকেও বহু করিয়া মানিবে। ভৃত্যেরা অখিলগুণসম্পন্ন প্রভুকে নির্ধন দেখিলেই পরিত্যাগ করিবে ও প্রভুরাও কুলপরম্পরাগত ভৃত্যকে বিপন্ন দেখিয়া ত্যাগ করিবে। এই কালে গাভী প্রাচীন ও দুগ্ধশূন্য হইলে আর তাহার প্রতি আদর থাকিবে না। পিতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ ও জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল সুরতকার্য্যে লোকের সৌহৃদ্য থাকিবে এবং ননন্দাদি ও শ্যালাদির সহিত মন্ত্রণা করিবে। তপোবেশোপজীবী শূদ্রেরা প্রতিগ্রহ করিবে এবং অধর্ম্মানুষ্ঠায়ী লোকেরা উৎকৃষ্ট আসনে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মকথা কহিবে। মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া লোক সকল সর্ব্বদা উদ্বিগ্নমনা হইবে এবং ভূতল নিরন্ন হইলে অনাবৃষ্টিভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। কলির প্রজারা বসন, অন্ন, জল, শয্যা, সদ্ব্যবহার, স্নান ও অলঙ্কারাদির অভাবে অতি কুৎসিত ও দেখিতে পিশাচের ন্যায় আকার হইবে। কলিতে এক কপর্দ্দকের নিমিত্ত বিরোধ করিয়া সৌহৃদ্য পরিত্যাগ করিবে, স্বীয় প্রাণ বিনাশ করিবে, স্বজনগণকে হনন করিবে, বৃদ্ধ পিতামাতাকে রক্ষা করিবে না, শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া পুত্রগণকে ও কুলজা ভার্য্যাগণকেও পরিত্যাগ করিবে। কলির লোক সকল পাষণ্ডগণের বিচারে হতবুদ্ধি হইয়া জগতের পরম গুরু ত্রিলোকনাথ যে আমি, আমার পূজায় সর্ব্বদা হতাদর হইবে।

ম্রিয়মাণ আতুর ব্যক্তি শয্যায় পতিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের অবশতা জন্য স্খলিতবাক্যে আমার নাম গ্রহণ করিলে অবহেলে কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া উত্তমা গতি লাভ করিতে পারে; কিন্তু কলির লোকেরা মোহপাশে বদ্ধ হইয়া ভ্রমেও আমার নাম গ্রহণ করিবে না। সারথে! আমাকে অন্তঃকরণে আরোপিত করিতে পারিলে কলিকৃত সমুদয় দোষ আশু বিনষ্ট হইয়া যায়; আমি হৃদয়স্থ, শ্রুত, কীর্ত্তিত, ধ্যাত, পূজিত বা আদৃত হইলে অযুতজন্মের অশুভ দূরীকৃত হইয়া যায়। যেমন অগ্নি সুবর্ণের অন্যধাতু-সংশ্লেষ-জনিত দুর্ব্বর্ণ বিনাশ করে, তদ্রূপ আমি যোগিদিগের হৃদয়স্থ হইয়া সমুদায় অশুভ নষ্ট করিয়া দিই। আমি হৃদয়স্থ হইলে অন্তরাত্মা যেমন শুদ্ধি লাভ করে, তদ্রূপ বিদ্যা, তপস্যা, প্রাণায়াম, মৈত্রী, তীর্থসেবা, ব্রত, দান, জপ প্রভৃতি কোন কর্ম্মদ্বারা আত্মার শুদ্ধি হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে তুমি অবহিত হইয়া আমাকে হৃদয়স্থ কর, তাহা হইলেই উত্তরকালে পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি অন্তিমে আমাকে ধ্যান করে, আমি তাহাকে সর্ব্বথা আত্মভাব প্রদান করিয়া থাকি।

সারথে! আরও একটী কথা বলি, কলিতে যতই কেন দোষ থাকুক্ না, ঐ যুগের একটী মহদ্‌গুণ বিদ্যমান আছে। এই কালে যে ব্যক্তি তদ্‌গতচিত্তে আমার নাম কীর্ত্তন করে, সে নরাধম হইলেও অখিল বন্ধন মোচন পূর্ব্বক পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। সত্য-যুগে বিষ্ণুর ধ্যান করিলে মুক্ত হওয়া যায়, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করিলে মুক্ত হইতে পারে, দ্বাপরে বিষ্ণুসেবায় মুক্তিলাভ হয়; কিন্তু কলিযুগে কেবলমাত্র আমাতে চিত্তনিবেশ পূর্ব্বক আমার নাম-সংকীর্ত্তন করিলেই মোক্ষলাভে সমর্থ হইতে পারে। অতএব

সারথে! তোমাকে আর অধিক কি বলিব, তুমি নিরন্তর হৃদয়ে আমাকে ধারণ কর, চিত্ত সর্ব্বদা সর্ব্বথা আমাতে নিবেশিত রাখিবে, যাবৎ জীবিত থাক, সকলকেই আমার নামসংকীর্ত্তনে উপদেশ দিবে, তাহা হইলেই চরমে পরমা গতি লাভ করিবে সন্দেহ নাই। সারথে! এক্ষণে আমার আদেশে তুমি আশু দ্বারকায় গমন কর। তথায় বন্ধুবান্ধবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া যদুকুলনিধনবার্ত্তা, বলদেবের নির্যান এবং আমার এই দশার কথা নিবেদন করিও। আমার আদেশে তাঁহাদিগকে বলিও, তাঁহারা যেন সবান্ধবে আর কদাচ দ্বারকায় অবস্থান না করেন; আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এই যদুপুরী সাগরে পরিপ্লাবিত হইবে। সকলে স্বীয় স্বীয় পরিবারবর্গকে ও মদীয় জনকজনীকে লইয়া যেন অর্জ্জুনরক্ষিত ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন। তুমিও ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া এই সমুদায় সংসার আমার মায়ারচিত জানিয়া শমতা অবলম্বন কর।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ আদেশ করিলে দারুক সারথি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ প্রণাম করত তদীয় পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া সাশ্রুলোচনে দ্বারকাবতীর অভিমুখে যাত্রা করিল।



চত্বারিংশ অধ্যায়।

—*—

প্রভাসে দেবতা, ঋষিবৃন্দ প্রভৃতির আগমন, দেবাংশজাত যদুবংশীয়গণের পুনর্ব্বার দেবভাব-প্রাপ্তি, শ্রীকৃষ্ণের সশরীরে প্রয়াণ এবং বসুদেবাদির অনুগমন।

এদিকে কমলযোনি ব্রহ্মা, ভবানীসহ ভব, মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা ও ঋষিবৃন্দ প্রভাসতীরে সমুপস্থিত হইলেন; পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহোরগগণ, চারণ, যক্ষ, রাক্ষসগণ, কিন্নর, অপ্সরোগণ ইঁহারা সকলেও ভগবানের নির্য্যানদর্শনার্থ উৎসুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মকর্ম্ম গান ও পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে পরমা ভক্তিসহকারে বিমান দ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিলেন। তখন প্রভু ভগবান্ ব্রহ্মাকে ও আপনার বিভূতিসকলকে নিরীক্ষণ করিয়া পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ করত পদ্মনেত্র নিমীলন করিলেন এবং আগ্নেয়যোগবলে লোকাভিরাম স্বীয় তনু দগ্ধ না করিয়াই সশরীরে সুমঙ্গলধামে প্রয়াণ করিলেন। তখন সুরপুরে দুন্দুভিধ্বনি ও আকাশ হইতে অবিরল পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

এবং পৃথিবী হইতে সত্য, ধর্ম্ম, ধৃতি, কীর্ত্তি ও শোভা উত্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিল।

অবিজ্ঞাতগতি শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় ধামে প্রবেশকালে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, কেহ কেহ বা না দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। যেমন আকাশে মেঘ-মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুতের গমনকালে মর্ত্ত্যলোকে তাহার গতি দেখিতে পাওয়া যায় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের গতিও দেবতারা দেখিতে পাইলেন না। পরে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণের যোগগতি অবধারণ করিয়া সবিস্ময়চিত্তে তাঁহার প্রশংসা করত স্বীয় স্বীয় লোকে গমন করিলেন।

অহো! পরমকারণ শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ত্যে যাদবকুলে যে আত্মা-বির্ভাব ও তিরোভাব চেষ্টা, উহা কেবল নটের ন্যায় মায়াবিড়ম্বন মাত্র। তিনি স্বয়ং এই জগৎ সৃষ্টি করত তাহাতে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক অন্তে বিক্রিয়া দ্বারা তাহার সংহার করিয়া পরে উপরত স্বীয় মহিমাতে অবস্থিতি করিলেন। যিনি যমলোকে নীত গুরুপুত্রকে মর্ত্ত্যশরীরেই আনয়ন করিয়া দিয়াছিলেন, যে শরণা-গতরক্ষক ভগবান্ বাণসংগ্রামে অন্তকের অন্তক রুদ্রকেও জয় করিয়াছিলেন, তিনি যে ব্যাধকর্ত্তৃক বিদ্ধ স্বীয় শরীরকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহা অসম্ভব। যেহেতু, তিনি অশেষ শক্তি ধারণ করেন, অতএব তিনিই জগতের উৎপত্তি-স্থিতিবিনা-শের একমাত্র হেতু; তথাপি যদুকুল সংহার করিয়া স্বীয় শরীরকে অবশেষিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না; কিন্তু মর্ত্ত্যশরীর দ্বারাই যে ব্রহ্মগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রদর্শন করিলেন।

এদিকে সারথি দ্বারকায় আগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণশোকে বিহ্বল

হইয়া বসুদেব ও উগ্রসেনের পদতলে প্রণিপাত পূর্ব্বক অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল এবং বৃষ্ণিবংশীয় মহাপুরুষদিগের নিধনবার্ত্তা অবগত করাইল। এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সকলেই উদ্বিগ্নহৃদয়ে শোকে মূর্চ্ছিত ও কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া প্রভাস তীর্থের দিকে ধাবমান হইল; শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতিগণ মুখে করাঘাত করত হতচেতন হইয়া ধরাশয্যা আশ্রয় করিলেন। দেবকী, রোহিণী, বসুদেব ইঁহারা স্বীয় পুত্রদ্বয় রামকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া শোকে প্রপীড়িত হইয়া পড়িলেন; তাঁহাদের স্মৃতিভ্রংশ ও মতিভ্রম জন্মিল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের পত্নীগণ ভগবদ্বিরহে আতুর হইয়া অগ্নিপ্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন; বসুদেব, বসুদেবপত্নীগণ, তদীয় পুত্রবধূগণ, প্রদ্যুম্নাদি, তদীয় ভার্য্যাগণ এবং রুক্মিণ্যাদি সকলেই তদ্‌গতান্তঃকরণ হইয়া অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক নরদেহ ত্যাগ করত পূর্ব্ববৎ দেবভাবপ্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব ধামে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনও তৎকালে দ্বারকায় সমুপস্থিত ছিলেন; তিনি প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণবিরহে আতুর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র গান করত আপনাকে সান্ত্বনা করিলেন। পরে তিনি যথাবিধি আনুপূর্ব্বিকরূপে নষ্টগোত্র হতবন্ধুদিগের পারলৌকিকী ক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে সমুদ্র ক্ষণকালের মধ্যেই হরিপরিত্যক্ত দ্বারকাধাম জলদ্বারা প্লাবিত করিয়া ফেলিল, কেবল শ্রীমদ্ভগবানের নিজ আলয় অব্যাহত রহিল। সেই আলয়ে ভগবান্ মধুসূদন নিত্য সন্নিহিত আছেন এবং তাঁহাকে স্মরণ করিলে অশুভ নাশ হয় ও সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হইয়া থাকে। অবশেষে অর্জ্জুন

হতশেষ স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে স্থাপনপূর্ব্বক তথায় বজ্রকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে তত্রত্য বৃদ্ধগণ অর্জ্জুনের মুখে সুহৃৎনিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বজ্রকে বংশধররূপে স্থাপনপূর্ব্বক মহাপ্রস্থানে গমন করিলেন।

অহো! যিনি যুগে যুগে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনার্থ মর্ত্ত্য-লোকে আবির্ভূত হন, ধর্ম্মসংস্থাপনই যাঁহার অবতারের একমাত্র মূল উদ্দেশ্য, সেই মায়াবিগ্রহধারী লোকরক্ষক ভগবান্ ইহসংসার হইতে মানব-নয়নের অদৃশ্য হইলেন। তিনি আর চক্ষুর গোচরে নাই বটে, কিন্তু সাধুগণের হৃদয়ে তাঁহার পবিত্র মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে, ভাগবতবৃন্দ মানসচক্ষে নিরন্তর তাঁহার হৃদয়মোহন কমনীয় মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আত্মাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতে-ছেন। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলপদে যেন আমাদের চিরদিন অটলা রতিমতি বিদ্যমান থাকে।

সম্পূর্ণ।